বোরম্যান মিস্ত্রি

চিরঞ্জীব সেন

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ .
নভেম্বর, ১৯৫৮

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৮/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
নীললোহিতেষু

চিরঞ্জীব সেন

॥ আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস ॥

স্যাবোটেজ

ডাক্তার যখন অপরাধী হয়

বুলেট প্রুফ

যুদ্ধ আর যুদ্ধ

অপরাধীর মিছিল

আমি K. G. B. এজেন্ট

আমি C. I. A.-এর এজেন্ট

শিরায় শিরায় পাপ

আণ্ডার কভার এজেন্ট

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

বোরম্যান মিস্ত্রি

প্রস্তাবনা

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক খবরের কাগজের প্রথম পাতাতেই প্রকাশিত একটি খবর পড়ে সকলে চমকে উঠল।

খবরটি হল কয়েকখানি ছবিকে নিয়ে, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে জড়িত। ছবিগুলি নিখোঁজ এবং এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখিত হওয়ায় খবরটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শিল্পী-মহল ও অন্যত্র আলোচনাও হয়েছে প্রচুর।

জার্মানির বাউহাউস স্কুলের প্রখ্যাত ছ'জন শিল্পীর আঁকা তিরিশখানি ছবি ভারতে প্রদর্শন করবার জন্যে ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ ঐ স্কুলের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।

ছবি তিরিশখানি কলকাতায় আসে, প্রদর্শনীও হয় কিন্তু তারপর সেগুলি কোথায় যে গেল তা আজও জানা যায় নি। ছবিগুলি নিয়ে সারা ভারতে ও পৃথিবীর কয়েকটি দেশে জোর অনুসন্ধান চলছে।

ছ'জন শিল্পীর মধ্যে দু'জন হলেন অতি বিখ্যাত। একজনের নাম ভ্যাসিলি ক্যানডিনসকি আর অপরজনের নাম লায়োনেল ফাইনিংগার।

ক্যানডিনসকি রুশ শিল্পী। রুশ বিপ্লবের পরও তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে অনেক দিন ছিলেন কিন্তু পরে জার্মানিতে চলে আসেন এবং ভাইমার বাউহাউস স্কুলে যোগ দেন। জার্মানিতে 'এক্স-প্রেসনিস্ট' নামে যে শিল্পরীতি প্রচলিত হয়েছিল তিনি তার অন্যতম প্রবক্তা।

লাওনেল ফাইনিংগারও বাউহাউস স্কুলের শিল্পী। গোড়ার দিকে

তিনিও ছিলেন এক্সপ্রেসনিস্ট কিন্তু পরে পিকাসো প্রবর্তিত কিউ-বিজমের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

গগনেন্দ্রনাথ কিউবিজম রীতিতে যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন সেগুলিতে ফাইনিংগারের প্রভাব সুস্পষ্ট বলে কলা সমালোচকেরা বলে থাকেন।

ইণ্টারন্যাশানাল আর্ট মার্কেটে ক্যানডিনসিকির ছোট একখানি স্কেচের দাম নাকি বিশ হাজার ডলার। ফাইনিংগারেরও সাধারণ যে কোনো একখানি ছবির দাম কম করেও দশ হাজার ডলার।

ভারতে যে ত্রিশখানি ছবি এসেছিল তার বর্তমান মোট দাম নাকি চল্লিশ লক্ষ টাকা!

ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই ভারতে এসেছিল কিন্তু প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট। ঐ সোসাটির সম্পাদক ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ, তবে কাজকর্ম দেখতেন যতীন্দ্র মজুমদার এবং অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। এই তিনজনের কেউ আজ আর বেঁচে নেই। সোসাইটিও উঠে গেছে পাঁচের দশকে। সোসাইটির লাইব্রেরিটিও ভাগ হয়ে গেছে।

চারুশিল্পে সমাজতন্ত্র ও শ্রেণীহীনতার আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই নাকি বাউহাউস স্কুলের পত্তন। স্কুলটি পরে ভাইমার থেকে ডাচাউতে স্থানান্তরিত হয়।

ভাইমার রিপাবলিকের একদিন পতন হল, ক্ষমতায় এল নাৎসীরা এবং স্কুল তথা স্কুল প্রচারিত শিল্পরীতি নাৎসীদের কোপ দৃষ্টিতে পড়ল। কোপ দৃষ্টিতে পড়ল শিল্পীরাও।

১৯৩২ সালে স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হল। ক্যানডিনসকি ফ্রান্সে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন আর ফাইনিংগার চলে গেলেন আমেরিকায়।

বাউহাউস স্কুলের শিল্পীদের নাৎসীরা দু'-চোখে দেখতে পারত না অতএব ভারতে প্রেরিত তিরিশখানা ছবির জন্যে তারা মাথা ঘামায় নি। তারপর তো পৃথিবীর ইতিহাসটাই বদলে গেল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওয়ালটার গ্রোপিয়াস নতুন করে

আমেরিকার চিকাগো শহরে বাউহাউস স্কুল আরম্ভ করলেন। স্কুল পত্তন হবার পর ঐ হারিয়ে যাওয়া তিরিশখানি ছবির জন্যে গ্রোপিয়াস খোঁজ নিতে আরম্ভ করলেন।

গ্রোপিয়াস বোধহয় ছবিগুলির অস্তিত্ব টের পেতেন না। তাঁর সূত্র হল একখানি বই। বইখানির লেখক হলেন বরোদা ইউনি-ভারসিটির ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্টের ডিন প্রফেসর রতন পারিমু। বইখানির নাম 'পেন্টিংস অফ থ্রি টেগোরস'। ঐ বইয়ে ছবিগুলির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

পারিমু নিজেও চিকাগো এবং ডাচাউতে ছবিগুলি সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন। কোনো খবর পাওয়া যায় নি। চিকাগোর নাম তো সকলের জানা আছে কিন্তু ডাচাউ নামটা বিখ্যাত হয়েছিল একটি কনসেনট্রেশন ক্যামপের জন্যে। নাৎসী জার্মানির নিষ্ঠুর কীর্তি এই ক্যামপ।

গ্রোপিযাস এবং পারিমু-এর অনুসন্ধানের সূত্র ধরে পশ্চিম জার্মান সরকার নিজেই এখন তৎপর হয়ে উঠেছে। ১৯৭৭ সালে দিল্লিতে তাদের রাষ্ট্রদূত মারফত ছবিগুলি ভারত সরকারের কাছে ফেরত চেয়েছে। তাগাদাও দিয়েছে।

কিন্তু ছবিগুলি বেপাত্তা। কেউ কিছু বলতে পারছেন না। ১৯২৩ সালে কলকাতায় ছবিগুলিব যে প্রদর্শনী হয়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ পশ্চিম জার্মান সরকার কলকাতার খবরের কাগজে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ও সমালোচনার কাটিং পাঠিয়েছে।

ভারত সরকারের হোম মিনিস্ট্রিও বসে নেই। তারাও গোয়েন্দা লাগিয়েছে। কলকাতা, বম্বে, আমেদাবাদ, দিল্লি, বারানসী, শান্তি-নিকেতন সর্বত্রই তারা ছবিগুলির জন্যে খোঁজ করছে।

ছবিগুলি-কি ভারতে নেই? হয়তো বলতে পারতেন ভারতীয় একজন কলা-সমালোচক যিনি আজ পরলোকে কিংবা আমেরিকার বিখ্যাত এক আর্ট মিউজিয়মের ওরিয়েণ্টাল শাখার ভার-

প্রাপ্ত এক মহিলা কলা-সমালোচক যাঁর নাম সম্ভবত স্টেলা ক্র্যামরিশ।

নিজেদের দেশের ছবি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পশ্চিম জার্মান সরকার বিভিন্ন দেশেও খোঁজ করছেন।

ছবির রহস্য নিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত আর হারানো ছবি নিয়েই এই কাহিনী আর সেই কাহিনীর ঘটনাস্থলও প্রধানত জার্মানি এবং একদা জার্মান কবলিত দেশগুলি।

নাৎসীরা সারা ইউরোপেব বিখ্যাত শিল্পীদের প্রচুর ছবি লুট কবে জমা করেছিল। তারপর সেইসব ছবির কি হল সে এক আশ্চয কাহিনী।

ছবি খুঁজতে গিয়েই সন্ধান পাওয়া গেল মার্টিন বোরম্যানের। যার মৃত্যু নাকি রহস্যাবৃত। কিন্তু লোকটা বেঁচে আছে। সে নাকি নাৎসীদের আবাব জাগিয়ে তুলছে।

লোকটা কে? এই মার্টিন বোবম্যান?

হিটলারের প্রাইভেট সেক্রেটারিরূপে বোরম্যান তার কর্মজীবন আরম্ভ করে। পরে সে নাৎসী পার্টির সেক্রেটারি এবং পার্টির ডেপুটি লিডার পদে উন্নীত হয়।

বোরম্যান ছিল ইহুদিদেব এক নম্বর শত্রু। ইহুদিদের সে একেবারেই সহ্য করতে পারত না। ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে হলে ওদের একেবারে খতম করে দাও এই ছিল বোরম্যানেব নীতি এবং এই উদ্দেশ্যে সে ফরমান জারি করেছিল।

নাৎসী পার্টিতে ঢোকা ইস্তক সে ষড়যন্ত্র করে গেছে। পার্টির মধ্যে যাদের সে শত্রু মনে করত যেমন, হারমান হেস, হেড্রিশ, হিমলার। এদের বিরুদ্ধে সে সুযোগ পেলেই হিটলারের কাছে অভিযোগ করত এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের সে অনেকবার অপদস্থ করেছে। কিন্তু তার ওপর হিটলারের বিশ্বাস ছিল, তাই মৃত্যুর পর হিটলার বোরম্যানকে তার অছি নিযুক্ত করেছিল।

হিটলারের মৃত্যুর পর যখন তার দেহ পোড়ানো হচ্ছে তখনই রাশিয়ান অগ্রগামী সৈন্যদলের গোলা এসে বার্লিনে পড়ছে। আমেরিকানরাও দূরে নেই।

বোরম্যানের ইচ্ছে ছিল রাশিয়ানদের সঙ্গে মিটমাট করে জার্মানির কর্তা হয়ে বসা কিন্তু তার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নি। তাকে পালাতে হল।

বার্লিন থেকে বেশ বড একটা দল তখন পালাচ্ছিল। দলে পাঁচ ছ'শ মানুষ ছিল। বোরম্যান এবং আরও কয়েকজন একটা জার্মান ট্যাংক অনুসরণ করে যাচ্ছিল।

হিটলারের শফার এরিক কেম্পকা ঐ দলে ছিল। সে বলে যে ঐ দলের ওপর একটা রাশিয়ান গোলা এসে ফেটে পড়ে এবং অনেকের সঙ্গে বোরম্যানও মারা যায়। সে বোরম্যানের মৃতদেহ দেখেছে।

'হিটলার ইয়ুথ'-এর দলনেতা আর্থার অ্যাক্সম্যান বলে যে একটি রেলপুলের নিচে সে মৃত বোরম্যানকে দেখেছে। তার দেহে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখে নি। পলায়ন অসম্ভব দেখে সে পটাশিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।

দুজনেই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। নুরেমবার্গে বিচারের সময় দু'জনে এই রকম সাক্ষ্য দিয়েছে। দু'জনে দুই অবস্থায় বোরম্যানকে দেখেছে এমন তো হতে পারে না। অতএব বোরম্যান যে মারা গেছে এ কথা জোর করে বলা যায় না।

১৯৪৬ সালে বোরম্যানকে ইটালিতে দেখা গিয়েছিল। কোনো এক মঠে সে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই মঠেই তার মৃত্যু হয় এবং সেখানে নাকি তার কবরও আছে। অথচ অনুসন্ধান করে এর সমর্থনে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

তবে অনেকে বিশ্বাস করে যে বোরম্যান সাউথ আমেরিকায়

পালিয়ে গিয়েছিল। আর্জেন্টিনায় কিছুকাল বাস করে চিলিতে আশ্রয় নেয়। বেঁচে থাকলে এখন সে বৃদ্ধ।

বেঁচে থাকলে নয়, সে বেঁচে আছে এবং রীতিমতো সক্রিয়। চিরদিন সে ষড়যন্ত্র করে এসেছে এবং এখনও ষড়যন্ত্র করছে। কি ষড়যন্ত্র করছে এবং তাকে ধরা যাচ্ছে না কেন তা এই কাহিনী পড়লেই ক্রমশ জানতে পারা যাবে।

কি সুন্দর শহর এই ভিয়েনা! কি সুন্দর তার অ্যাভিনিউ, পার্ক, গির্জা আর বাড়িগুলি। সাজানো শহর! ওয়াল্টজ সুরের রাজা অবিস্মরণীয় ব্লু ড্যানিউব-এর স্রষ্টা ইয়োহান স্ট্রাউসের শহর এই ভিয়েনা। গর্ব করার মতো ভিয়েনার কত কি আছে!

ভিয়েনাব যে একটা সংস্কৃতি আছে, একটা কোমল রূপ আছে এবং অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য আছে তা যেন ক্রমশ ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে অস্ট্রিয়া নাৎসী অধিকারে এসে গেছে। নাৎসীরা বলে নামে আলাদা হলে কি হয়, অস্ট্রিয়া ও জার্মানি এক। তা তো ঠিক নয়। অস্ট্রিয়াতে জার্মান আছে অনেক কিন্তু অধিকাংশ আদি জার্মান নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে নেদারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ও বুলগেরিয়া থেকে রাজনীতিক কারণে মানুষ চলে এসে সুন্দর দেশ অস্ট্রিয়াতে বাস করতে করতে অস্ট্রিয়ান হয়ে গেছে। তারা আদি জার্মান নয়।

ফিলিপ এবং জুলিয়া, যুবক ও যুবতী, প্রেমিক ও প্রেমিকা, রিং বুলেভার্ড দিয়ে হাত ধরাধরি করে যাচ্ছে। ভিয়েনার অনেক বাড়ির রং হলদে কেন, ট্রামগুলো লাল কেন, দেওয়ালগুলো সাদা কেন? এই সব আলোচনা করতে করতে দু'জনে হাত ধরাধরি করে হেঁটে চলেছে।

ফিলিপ হল খাঁটি অস্ট্রিয়ান আর জুলিয়া হল জু কিন্তু তার চুল ও চোখের রং জু-এদের মতো নয়। তাই গেস্টাপোরা তাকে চিনতে পারে না।

ফিলিপ একজন শিল্পী আর জুলিয়া কলেজে লেখাপড়া করে।

দু'জনেই ধনী পরিবারের সন্তান। দু'জনের বিয়েতে ওদের বাপ মায়ের আপত্তি নেই। কিন্তু হিটলার আদেশ জারি করেছে কোনো অস্ট্রিয়ান কোনো ইহুদিকে বিয়ে করতে পারবে না।

নাৎসীদের অত্যাচার ক্রমশ বাড়ছে। দোকানপাট লুট হচ্ছে। মেয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক সময়ে প্রকাশ্য রাস্তায় খেলার ছলে ইহুদি হত্যা করছে, এমন কি শিশুকেও ফুটপাথে আছড়ে মেরে ফেলছে।

জুলিয়ার বাবার কোনো চিন্তা নেই। তার বিশ্বাস তিনি ইহুদি হলেও অস্ট্রিয়াতে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম, সে জন্যে নাৎসীরা তাঁর ওপর কোনো অত্যাচার করবে না। তাঁকে নিশ্চয় রেহাই দেবে। কিন্তু তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছিলেন।

জুলিয়াকে ফিলিপ লাউডন তার স্টুডিওতে নিয়ে এল। স্টুডিও তার বাড়িরই এক অংশে। জুলিয়ার একটা পোর্ট্রেট আঁকবার তার অনেক দিনেব শখ, আজই সেটা আবম্ভ করবে।

জুলিয়ার মুখটা বেশ সুন্দব, টিকলো নাক, পাতলা ঠোঁট! ইহুদি মেয়ের মতো ঠোঁট ঈষৎ পুরু নয় এবং মাথার চুলও তাদের মতো কোঁকড়ানো নয়। চুলেব রং কুচকুচে কালো নয়, ব্লু-ব্ল্যাক। চোখের তো তুলনা হয় না। টানা টানা চোখ বললেও সব বলা হয় না। এমন মুখ যে কোনো শিল্পী আঁকতে চায়।

গায়ের কোট খুলে রেখে জুলিয়া একটা উঁচু টুলের ওপর বসে পড়ল। ফিলিপও তার কোট খুলে শার্টের ওপরে স্মক পরে নিল। ইজেলের ওপর ক্যানভাস বসানোই ছিল। এখন সে রং তুলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছিল ফিলিপ। বাইরের আলো কমে আসতে তার খেয়াল হল অনেকক্ষণ ধরে সে ছবি আঁকছে। এমন কি বাইরে মাঝে মাঝে গোলমাল হচ্ছিল তাও সে খেয়াল করে নি। জুলিয়াও খেয়াল করে নি।

বাড়ি ফেরবার পথে একটা গলিতে জুলিয়ার সঙ্গে তার বান্ধবী হেলগার দেখা হল।

মাই গুডনেস জুলিয়া! সন্ধ্যা হতে চলল, তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়? জানিস না শহরে কি হচ্ছে?

না রে, একটু দেরি হয়ে গেল, ফিলিপের স্টুডিওতে ছিলুম।

ফিলিপের স্টুডিওতে? তুই এখনও যাস্? তোর সাহস তো কম নয়? জানতে পারলে ইহুদি ছুঁড়ির সঙ্গে মেলামেশার অপরাধে ফিলিপকে তো বটেই, তোকেও জেল দিয়ে দেবে।

আহা কি কথাই বললি হেলগা, তুইও তো অটোর সঙ্গে মাখা-মাখি করিস।

হ্যাঁ রে, কি করি বল তো? এখন তো আমরা ছাড়াছাড়ি করতে পারব না। জানিস কি কাণ্ড হয়েছে, আগে তো নাৎসী পার্টি এখানে বে-আইনী ছিল, এখন তো দেশ জার্মানির কবলে, নাৎসী পার্টির ছোঁড়াগুলো এখন মস্তান হয়ে উঠেছে। হাতে লাগাচ্ছে স্বস্তিক মার্কা ব্যাণ্ড আর চেনা অচেনা জু দেখলেই তাদের পেটাচ্ছে। ইহুদিদের বাড়ির দেওয়ালে স্টার অফ ডেভিড-এর চিহ্নটা বেঁকিয়ে-চুরিয়ে এঁকে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, সেরকম আমারও চোখে পড়েছে বটে।

আরও কি করেছে জানিস, কয়েকজন জু প্রফেসর আর ডাক্তারকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের দিয়ে অপেরা হাউস ঝাঁট দিইয়েছে, ন্যাতা দিয়ে মেঝে মুছিয়েছে, তুই বরঞ্চ এখন আমার বাড়িতে চল জুলি।

কেন বল তো?

আমি দেখলুম জার্মান এস এস-এর কালো ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার তোদের বাড়িতে ঢুকল, লোকটা নিশ্চয় নাৎসী।

হেলগা ঠিকই বলেছিল।

জুলিয়া বাড়ি ফিরে দেখল একজন অফিসার তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে। কালো ইউনিফর্ম এবং স্বস্তিক চিহ্ন দেখে জুলিয়া নিঃসন্দেহ যে লোকটি নাৎসী।

তার মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। লোকটির কণ্ঠস্বর এবং কথা-বার্তা যদিও নাৎসীদের মতো রূঢ় নয় তবুও জুলিয়ার মনে হল লোকটার নিশ্চয় কোনো বদ মতলব আছে নইলে এমন মোলায়েম-ভাবে কোনো নাৎসী কথা বলতেই পারে না।

জুলিয়া বসবার ঘরে ঢুকল। ওর বাবা ও আগন্তুক মৃদু মৃদু সুরা পান করছেন। যেটুকু কথা কানে এসেছিল তাতে জুলিয়ার মনে হল অফিসারটি বোধহয় ওর বাবার বন্ধু।

ঘরে ঢুকতেই অফিসারকে সম্বোধন করে জুলিয়ার বাবা লুডউইগ শুবার্ট বললেন,

আমাদের মেয়ে জুলিয়া; ঐ একটিই সন্তান, জুলিয়া তুমি বোধহয় আমার পুরনো বন্ধু ডঃ হেলমুট ক্লিংগারকে দেখেছ।

আরে তুমি বল কি লুডউইগ? দেখা যখন হয়েছিল তখন তোমার মেয়ে জুলিয়া খুবই ছোট, ভুলে গেছে। ফ্রাউলাইন জুলিয়া, তোমার বাবা আর আমি একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি।

জুলিয়া যেন কথাগুলো শুনেও শুনল না। ভুরু কুঁচকে বলল,

আপনি এসেছেন কেন? এতদিন পরে হঠাৎ? কি জন্যে?

জুলি! ওকি! ওরকম করে জিজ্ঞাসা করে?

কথাটা জুলির মা ভেরা বললেন। তিনি বিরক্ত হয়েছেন।

না, না, ঠিক আছে ভেরা, আমি কিছু মনে করি নি, শোনো জুলি, আমি সত্যিই তোমাদের বাড়ি অনেক দিন পরে এলুম, কারণ আমি ছিলুম ন্যাশানাল সোসালিস্ট পার্টি অর্থাৎ নাৎসী পার্টির সভ্য। অস্ট্রিয়াতে ঐ পার্টি বেআইনী ছিল সেজন্যে ১৯৩৬ সালে আমাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠান হয়। জেলে থাকবার সময়েই আমার

খুব অসুখ হয়। স্টমাক আলসার। ভাগ্যক্রমে আমার স্ত্রী তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে আমার অবস্থার কথা বলে। আমার কেস মোটেই ভাল ছিল না কিন্তু তোমার বাবা সরকারের সঙ্গে অনেক লড়াই করে শেষ পর্যন্ত আমাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে আনে। সে সব অনেক কথা, যাই হক, এখন ত অস্ট্রিয়া জার্মানরা দখল করেছে আর আমাদের পার্টিই এখন দেশ শাসন করছে তাই আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি যদি তোমাদের কোনো কাজে লাগতে পারি। এই আর কি!

জুলিয়া কিছু বলল না। দেখল টেবিলের ওপর একগাদা ফরম রয়েছে। সেগুলো নিয়ে বাবা নাড়াচাড়া করছে। কিসের ফরম? একটু পরেই জানতে পারল।

লুডউইগ বললেন. ভাগ্যিস তুমি ছিলে হেলমুট নইলে এইসব জটিল ফরম আমি ঠিকমতো পূরণ করতে পারতুম না।

ঐ ফরমগুলো কিসের বাবা? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল।

ও আর তুমি জেনে কি করবে মা, ভেরা বললেন।

না, না, ভেরা, তুমি ভুল করছ, জুলির জেনে রাখা ভাল। জার্মানরা একটা আইন করেছে যে অস্ট্রিয়াতে যারা ইহুদি আছে তাদের যাবতীয় সম্পত্তি যেমন বাড়ি, জমি, কত আয়, ফারনিচার গহনা, শেয়ার, ব্যাংকে জমা টাকা, সব কিছু সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে, এইগুলো তারই ফরম।

হেলমুট বলল, অবিশ্যি একটা গুজব শোনা যাচ্ছে যে ইহুদিদের যা কিছু আছে সবই বাজেয়াপ্ত করা হবে কিন্তু গুজব শুধু গুজবই মাত্র। আমার মনে হয় যে জার্মান ও অস্ট্রিয়া এখন তো একটাই দেশ তাই এ দেশের ট্যাকসের কাঠামোটা জার্মানির মতোই করা হবে বলে সরকার এরকম করছেন।

এই ফরম কি সকলকে পূরণ করতে হবে? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল।

প্রথমে ইহুদিদের তারপর আমাদেরও ফরম দাখিল করতে হবে, হেলমুট উত্তর দিল। তারপর লুডউইগের দিকে ফিরে বলল, লুডউইগ তোমার অয়েল পেন্টিংগুলো ?

হ্যাঁ, ছবিগুলো আমি তোমাকে দেখাব মনে করছিলুম, চল দেখিয়ে আনি। অনেক দামী দামী ছবি আছে, সবই অরিজিন্যাল।

লুডউইগ বন্ধুকে ছবিগুলো দেখিয়ে আনল। ইউরোপের খ্যাতনামা ওল্ড মাস্টার যেমন বতিচেল্লি, রেমব্রাঁ, ভারমিয়েন, মদিলিয়ানি, রুইজডায়েল, কনস্টেবল, রেনয়া, দেগা, তুরেনভ্লিয়েত, টিতসিয়ান ইত্যাদি সব নামী শিল্পীদের দামী ছবিতে দেওয়াল ভর্তি। হেলমুট সব শিল্পীর নাম জানে না, ছবির মর্মও বোঝে না তবে এগুলির দাম যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সে ধারণা তার আছে। ছবিগুলো বেচলে অনায়াসে এক স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান ও বেশ কয়েকখানা ট্যাংক কেনা যাবে।

লুডউইগ বলল, ছবিগুলো আমার বাপ ঠাকুর্দার আমলের, সব ইনসিওর করা আছে, তা এদের যে এত দাম তা আমিও জানতুম না। আমাদের একজন যুবক আর্টিস্ট বন্ধুই আমাকে বলেছিল যে আমার বাড়িখানা নাকি রীতিমতো একটা আর্ট গ্যালারি, পৃথিবীর যে কোনো আর্ট গ্যালারিতে এর কয়েকখানা ছবি থাকলে তারা নাকি গর্ব করতে পারবে।

হেলমুট বলল, তাহলে তো ভাই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে এদের বর্তমান দাম তোমাকে যাচাই করিয়ে নিতে হবে, তবে আমার মনে হয় এখন ছবিগুলোর বিষয় তুমি উল্লেখ নাই করলে···

সে তুমি যেমন পরামর্শ দেবে সেরকম হবে, দামটা আমি যাচাই করিয়ে রাখব।

জুলিয়ার বাবা লুডউইগ শুবার্ট সরকারী আইন দফতরের সঙ্গে

জড়িত। কিন্তু বর্তমান নাৎসী সরকার তার বন্ধু নয়। তাদের সঙ্গে মানিয়ে কাজ করা ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠছে।

বয়স এখনও পঞ্চাশ হয় নি, খাটতে পারেন প্রচুর, ছবি অপেক্ষা বই সম্বন্ধে আগ্রহ বেশি, অনেক বই সংগ্রহ করেছেন। পত্নী ভেরা কিন্তু অস্ট্রিয়ান নয়, রুশ। ভেরা যেমন সহজে ঘরের মেঝে মুছতে পারে তেমনি সহজে পিয়ানোয় বিঠোফেনের সুর বাজাতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুন্দর একটা সমঝোতা আছে।

বাড়িতে মোট ষাটখানা ছবি ছিল। জুলিয়া একদিন ফিলিপকে ডেকে এনে ছবিগুলোর পরিচয় জেনে নিল। ছবি ছাড়া অনেক দামী চায়না ছিল। পোর্সিলেনের ফুলদানী, বড় শিল্পীর ছবি আকা ডিশ, প্লেট, নানারকম চায়না শো-কেসে সাজানো ছিল। এই ছবি, এই চায়না, এই বই, কার্পেট, শাল, এ সবই অত্যন্ত মূল্যবান, পরিবারের গৌরব।

লুডউইগরা আসলে ডাচ, তার ঠাকুর্দা ছিলেন জাহাজের মালিক, ধনী ব্যক্তি। এসব তিনিই সংগ্রহ করে গেছেন। তিনিই হল্যাণ্ড থেকে অস্ট্রিয়ায় এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর নাতি লুডউইগ তো পুরো অস্ট্রিয়ান হয়ে গেছে। ভিয়েনা শহরটা ঠাকুরদার খুব পছন্দ হয়েছিল। শহরকে লুডউইগ, ভেরা, জুলিয়া এমন কি ফিলিপ, হেলগা, অটো, সবাই ভালবাসে।

অস্ট্রিয়া জার্মান কবলিত হওয়ার পর থেকে ইহুদিদের তো দূরের কথা অস্ট্রিয়ানদের পক্ষেই নতুন সরকারের সঙ্গে মানিয়ে চলা বেশ শক্ত হয়ে উঠছিল বিশেষ করে পুরনোপন্থীদের পক্ষে।

তরুণ অস্ট্রিয়ান, যারা নাৎসী পার্টির মেম্বার হয়েছিল তাদের কোনো অসুবিধা হয় নি। তাদের দাপটে জনসাধারণ ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠছিল। এরকম বোধহয় সব দেশেই হয়।

জার্মানিতে তো আগেই আরম্ভ হয়েছিল, অস্ট্রিয়াতেও আরম্ভ হল জু বিতাড়ন ও নিধন নীতি। ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে আইন

দফতর থেকে লুডউইগ শুবার্টের চাকরি গেল। মে মাসে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে জু ছাত্রছাত্রীদের নাম কেটে দেওয়া হল।

হেলগার ফিঁয়াসে অটো জুরাকা ভাগ্যিস মাত্র কয়েক দিন আগে আইন ডিগ্রিটা পেয়ে গিয়েছিল নইলে তারও নাম কাটা পড়ত।

জুন মাসে জুলিয়াকেও স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। জুলিয়ার বাবা রীতিমতো আঘাত পেলেন। মেয়েটার শিক্ষাপর্বটাও শেষ হল না! তাহলে কি মেয়ের লেখাপড়া হবে না? সে গ্র্যাজুয়েট হতেও পারবে না? তাদের বংশে কেউ মূর্খ নেই। পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা আছে।

লুডউইগ নিজে এক বছরের বেশি ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছে, সেখানে তার কয়েকজন প্রভাবশালী বন্ধুও আছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যত শীঘ্র সম্ভব জুলিয়াকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

তাছাড়া ভিয়েনাতে উঠতি মস্তানদের অত্যাচার দিন দিন যে পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে তাতে তো যুবতী মেয়েকে এখানে রাখাও নিরাপদ নয়। অনেক ক্ষেত্রে পুলিসও মস্তানদের প্রশ্রয় দেয়, সহযোগিতা করে।

মস্তানদের প্রধান লক্ষ্য হল ইহুদিরা। তারা এতদূর বেড়ে গেছে যে লুডউইগের মতো একজন প্রতিষ্ঠিত নাগরিকের বাড়ির দরজায়, ইহুদি জাতির প্রতীক স্টার অফ ডেভিড চিহ্নটি আলকাতরা দিয়ে মুছে দিয়েছে, আর এঁকে দিয়েছে বাড়ির দেওয়ালে মোটা করে স্বস্তিক চিহ্ন। বাড়ির জানলা খোলা থাকলে ঢিল ছোঁড়ে, কাঁচ ভেঙে দেয়। রাস্তায় বেরোলে টিটকারি দেয়।

সন্ধ্যার পর দরজায় ঘণ্টা বাজায়। দরজা খুলে দিলে অশ্রাব্য ভাষায় গাল দিয়ে চলে যায়, কিংবা ঘরের ভেতর ঢুকে কোনো জিনিস তুলে নিয়ে চলে যায়।

ইহুদিদের এখন পাসপোর্ট দেওয়া হচ্ছে না, লুডউইগ মেয়ের

পাসপোর্টের জন্যে চেষ্টা করে। ভিসা পাওয়াও সহজ নয়। বিভিন্ন দূতাবাসের সামনে লম্বা লাইন পড়ছে। সমস্ত ইহুদি অস্ট্রিয়া ছেড়ে নিরাপদ কোনো দেশে চলে যেতে চায়।

লুডউইগ নিজে কিন্তু তখনও দেশ ছাড়ার কথা চিন্তা করছে না। সে দেশপ্রেমিক। দেশ ছেড়ে যাবে কি? এসব সাময়িক ব্যাপার। দু'দিন পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন বিপদের সম্মুখীন ইহুদিদের আগেও হতে হয়েছে। দরকার হয় আইনানুগ ভাবে সে সরকারের সঙ্গে লড়াই করবে, বার্লিন যাবে। নাৎসী নেতাদের বোঝাবে, দেশ গঠনে ইহুদিদের দান অসামান্য। তারা দেশদ্রোহী নয়। কিন্তু হায়! লুডউইগ শুবার্ট তখনও মূর্খের স্বর্গে বাস করছে।

নভেম্বর মাস। বাইরে শীত। ডিনারের পর বসবার ঘরে বসে লুডউইগ, ভেরা এবং জুলিয়া বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছে।

কথা বলতে বলতে রাত্রি বারোটা বেজে গেল। এবার ওরা শুতে যাবার উপক্রম করছে। এমন সময় নিচে সদর দরজায় বেল বাজল। এত রাতে কে এল? ভেরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল। মেয়েকে বলল,

জুলি, তুই পিছনের দরজা খুলে হেলগাদের বাড়ি চলে যা।

মায়ের কথায় জুলিয়া কান দিল না। সে মায়ের সঙ্গে ওপরে সিঁড়ির মুখে লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে রইল।

লুডউইগ নিচে নেমে গেল। আবার বেল বাজল। বেল বাজার প্রকৃতি শুনে মনে হচ্ছে দরজার ওধারে কোনো দুষ্ট লোক অপেক্ষা করছে। কিন্তু কে হতে পারে?

লুডউইগ সাবধানে দরজা খুলল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে হেলমুট ঘরে ঢুকে পড়ল। পরনে সিভিলিয়ান পোশাক। মাথার

টুপিটা কপাল পর্যন্ত নামানো, চোখে নীল চশমা, কোটের কলার কান পর্যন্ত ওঠানো।

কি ব্যাপার হেলমুট ? এত রাত্রে ?

হেলমুট কোনো জবাব দিল না, হাঁফাচ্ছে। সে লুডউইগের পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকে বসবার ঘরে যেয়ে বসল। ততক্ষণে ভেরা ও জুলিয়াও নেমে এসেছে।

হেলমুটের উত্তেজিত অবস্থা দেখে শঙ্কিত ভেরা জিজ্ঞাসা করল : কি হয়েছে মিঃ ক্লিংগার, শরীর ভাল আছে তো ? একটু হুইস্কি খাবেন ?

না হুইস্কি খাবার সময় নেই, আমি এখনই চলে যাব। লুডউইগ, তুমি এখনি কোথাও পালিয়ে যাও।

পালিয়ে যাব ? কেন ? কি করে ?

প্রশ্ন কোরো না, যা বলছি শোনো, পাসপোর্ট থাক বা না থাক তুমি এখনি অস্ট্রিয়া ছেড়ে চলে যাও, যেখানে হক, ইটালি হলেও সেখানেই এখন যাও।

এখনি কি করে যাব ? এইসব ফেলে হঠাৎ যাব কি করে ?

ভেরা প্রায় কেঁদে ফেলেছে। জিজ্ঞাসা করল,

কেন কি হয়েছে ?

তা আমি জানি না, তবে তোমাদের ওপর খাঁড়ার ঘা পড়তে আর মোটেই দেরি নেই। গেস্টাপোরা তোমাদের ওপর এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি লুকিয়ে তোমাদের খবর দিতে এসেছি। এই কাগজটা রাখ, ফোন নম্বর লেখা আছে, নেহাত যদি দরকার হয় ফোন কোরো, আমাকে পাবে।

কাগজখানা নেবার জন্যে লুডউইগের আগ্রহ দেখা গেল না। জুলিয়া কাগজখানা নিয়ে ভাঁজ করে আপাতত বুকে গুঁজে রাখল।

তুমি তাহলে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে খবর দিতে এসেছ হেলমুট ? কেন ?

আবার সেই কেন? বললুম তো ইহুদিদের সামনে ঘোরতর বিপদ, তুমি আমার পুরনো বন্ধু, তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি, তা তুমি আমার কথায় কান দিচ্ছ না!

তারপর দম নিয়ে আবার বলল :

শুনলুম তুমি নাকি জুইশ কমিউনিটি অফিসে কি সব কাজ করছ? ভুল করেছ লুডউইগ, ওখানে আর যেয়ো না।

এ কি বলছ তুমি হেলমুট? সরকারী পর্যায়ে ইহুদিদের হয়ে আইনগতভাবে কথা বলার যোগ্যতা একমাত্র আমারই আছে, তারা যাতে বিপদ কাটিয়ে টিকে থাকতে পারে সেজন্যে আমি চেষ্টা করছি, আমি নিজে জু হয়ে জু-দের না দেখলে কে দেখবে?

হা আমার কপাল! আমি যদি তোমাকে না জানতুম তাহলে বলতুম তুমি একটা আকাট মূর্খ! আইন? আইন কোথায়? জার্মান থার্ড রাইখ কি আইন মেনে তোমাদের জামাই আদরে রাখবে ভাবছ? লুডউইগ তোমাদের সর্বনাশ সমুপস্থিত, ভেরা, জুলিয়া, লুডউইগের দেখছি মাথা খারাপ হয়েছে, তোমরা ওকে নিয়ে শীগগির অন্য কোনো দেশে চলে যাও, তার আগে পার তো আজই এই রাত্রে ভিয়েনা ছেড়ে কোথাও চলে যাও।

হেলমুট আর কথা বলল না। চশমা পরে, মাথায় টুপি দিয়ে সে চলে গেল। বোধহয় হেঁটেই এসেছিল। গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল না।

হেলমুট চলে যাবার পর লুডউইগ বলল,

হেলমুট বাড়াবাড়ি করছে, আমিও তো সরকারি অফিসে যাওয়া আসা করছি, এরকম এমার্জেন্সি কিছু তো শুনি নি।

কিন্তু লুডি ও তো সরকারের লোক, নিশ্চয় কিছু শুনেছে তা নইলে এত রাত্রে নিজে এসে খবর দিত না। টেলিফোনও করতে পারত, তা না করে নিজে দৌড়তে দৌড়তে এসেছে। আমার ভাল মনে হচ্ছে না। চারদিক যেন থমথম করছে।

জুলিয়া ফিলিপের স্টুডিওতে গিয়েছিল। তার প্রতিকৃতিখানা ফিলিপ শেষ করল। দারুণ এঁকেছে ফিলিপ। সত্যিই সে কি এত সুন্দর?

স্টুডিও থেকে বেরিয়ে ফিলিপ ওকে হেলগার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

দরজার সামনে হেলগা বুঝি ওরই জন্যে অপেক্ষা করছিল। হেলগার চোখ ছলছল করছে। সে বোধহয় কাঁদছিল।

কিরে হেলগা, কি হল তুই কাঁদছিস কেন? আমাদের বাড়ির সব আলোগুলো জ্বলছে কেন রে?

সর্বনাশ হয়ে গেছে জুলি, গেস্টাপোরা তোর বাবাকে তুলে নিয়ে গেল। তোর মা আমার সাইকেলটা নিয়ে ভ্যানের পিছনে পিছনে গেলেন। সারা শহরেই নাকি গেস্টাপোরা জু-দের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, শহর তোলপাড় করছে, অটো তো আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রয়েছে।

বাবাকে কখন ধরে নিয়ে গেল?

আধঘণ্টা হল, ভ্যানভর্তি মানুষ, তোদের বাড়ির ভেতর ঢুকে লণ্ডভণ্ড করেছে বোধহয়। তোর মা তোর জন্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গেল। বলে গেলেন জুলি যেন বাড়ি থেকে না বেরোয়। চল তোদের বাড়িতে যাই, ভাগ্যিস তুই বাড়িতে ছিলি না। তোকে নিশ্চয় অপমান করত।

বাড়িতে ঢুকে ওরা দেখল সারা বাড়িটায় গেস্টাপোরা যেন তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে। টেবিল চেয়ার বিছানার গদি উলটে, বালিশ ছিঁড়ে, পর্দা কেটে, কাঁচ ভেঙে তচনচ করে গেছে।

জুলিয়া কোনো কথা বলছে না। চোয়াল শক্ত। চোখ জ্বলছে। ড্রয়ার খুলে হেলমুটের দেওয়া কাগজখানা বার করল। নম্বরটা দেখে নিয়ে ফোন করল

ফোন ধরে একজন বলল: ইয়েস;

জুলিয়া শুবার্ট।

তোমার ফোন আশা করছিলুম, আমার আর কিছু করার নেই, তোমার বাবাকে যে কোথায় নিয়ে গেছে তাও বলতে পারব না। সমস্ত ব্যারাক এমন কি স্পেনিশ রাইডিং স্কুলও গারদে পরিণত। কি করতে পারব কিছুই বলতে পারছি না।

বাবাকে তাহলে কোথায় নিয়ে গেল? তাঁকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করুন।

অসম্ভব জুলিয়া।

বাবাকে যে ভ্যানে তুলেছে, মা একটা সাইকেলে সেই ভ্যান অনুসরণ করে গেছে, এখনও বাড়ি ফেরে নি। আমি আবার ফোন করব।

করতে পার কিন্তু আমি কোনো কথা দিতে পারছি না, তোমার মা না আবার কোনো বিপদে পড়ে!

টেলিফোন করার পর হেলগা বলল, আমাদের বাড়িতে চল, এখানে একা কেন থাকবি?

তোদের বাড়িতে তো একজনকে লুকিয়ে রেখেছিস, তাকে নিয়ে তোরা ব্যস্ত আছিস, আবার আমাকে নিয়ে কেন ঝামেলা বাড়াবি?

কি যে বলিস জুলি? তুই আবার ঝামেলা?

না রে, মা এখনও ফিরল না, কখন ফিরবে জানি না, ফিরে এসে আমাকে দেখতে না পেলে ভাববে!

যা ভাল বুঝিস কর, আমি না হয় মাঝে মাঝে আসব।

আসিস।

রাস্তার ধারে একটা জানলার শার্সি বন্ধ করে দিয়ে জুলিয়া এক পাশে বসে রাস্তার দিকে নজর রাখতে লাগল। বাবাকে তো ধরে নিয়ে গেছেই, এখন আবার মা কোথায় গেল, কি করছে কে

জানে। আজ যদিও ওরা মেয়েদের গ্রেফতার করছে না তবুও মায়ের অন্য বিপদ তো ঘটতে পারে। হাজার হক মা তো মেয়ে। আর এই গেস্টাপো গুলো বর্বর ছাড়া আর কিছু নয়।

কত রকম আওয়াজ তার কানে আসছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ সে ভয় পাচ্ছে। হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে, হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ নিজেই শুনতে পাচ্ছে।

রাত্রি ক্রমশ বাড়ছে। ড্রইংরুমের ফ্রেঞ্চ ক্লক আধঘণ্টা অন্তর টুং টাং করে বেজে চলেছে।

মাঝে হেলগা ও তার মা এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। সঙ্গে তিনি প্লেট সাজিয়ে খাবার এনেছিলেন, সেগুলি জুলিয়াকে খাইয়ে গেছেন।

হেলগার বিয়ের কথাও একবার তুলেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে নয় যে হেলগা অটোকে বিয়ে করুক। অটোকে যে তাঁর অপছন্দ তা নয়। অটো তো জু, মেয়ে ওকে বিয়ে করে কি বিপদে পড়বে কে জানে? এ কথাটাও তিনি জুলিয়াকে শুনিয়ে গেলেন।

তখন মাঝ রাত্রি। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। নিশ্চয় হেলমুট আংকল ফোন করছে। জুলিয়া ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল কিন্তু কোনো সাড়া নেই।

শেষ রাত্রি চারটের সময় জুলিয়া লক্ষ্য করল দূরে একজন মহিলা অতি কষ্টে পেডাল করে সাইকেল চালিয়ে আসছেন। ক্লান্ত মহিলা যেন সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছেন।

নিশ্চয় মা।

হাফ কোটখানা গায়ে চড়িয়ে জুলিয়া তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মাকে সাইকেল থেকে নামিয়ে সাইকেলটা বাড়ির ভেতর তুলে রাখল।

মাকে বসিয়ে আগে একটু কফি করে খাওয়াল। কফির সঙ্গে একটু ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে দিয়েছিল। গামলা করে গরম জল এনে তাতে

মুন মিশিয়ে মায়ের পা গরম জলে ডুবিয়ে রাখতে বলল। মা একটু সুস্থ হতে জিজ্ঞাসা করল,

বাবা কোথায় মা ?

জানি না, আমি ওকে হারিয়ে ফেলেছি, ওকে কেন ? ভ্যানটাই গোলমাল করে ফেললুম। একটা দুটো ভ্যান তো নয়, বোধহয় একশখানা ভ্যান হবে, কোন্‌টায় আছে, কোন্‌টা থেকে কোথায় নামল আমি কিছুই ঠাহর করতে পারলুম না রে···

কথা বলতে ভেরা কেঁদে ফেলল। মাকে কখনও কাঁদতে দেখে নি জুলিয়া। নিজেও অতিকষ্টে কান্না দমন করল। যে কান্না আসছিল সে কান্না দুঃখের নয়, রাগের, ক্ষোভের।

জুলিয়া টেলিফোন করে হেলমুটকে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পেল : ডক্টর ক্লিংগার এখন ঘুমোচ্ছেন। আপনি পরে ফোন করবেন···

পরে নয় তুমি ডক্টরকে এখনি ঘুম থেকে তোলো।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

হেলমুট প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরল।

আমি জুলিয়া কথা বলছি।

বাবার কোনো খবর পেয়েছ ?

না। মা অনেক চেষ্টা করেছেন, এইমাত্র বাড়ি ফিরলেন।

তুমি বুঝতে পারছ না মা, ব্যাপার এখন আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

ওসব জানি না, বাবাকে খুঁজে বার করুন।

দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে জুলিয়া রিসিভার সশব্দে নামিয়ে রাখল। একটা তীব্র রাগ তাকে চেপে ধরেছে।

পরদিন সকালেও পাড়ায় পাড়ায় ইহুদি ধরপাকড় চলল। জুলিয়া ও

তার মা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। সে এক নিষ্ঠুর দৃশ্য। ইহুদিদের মারধোর করে যেভাবে ভ্যানে তুলছে, সেভাবে ভেড়া ছাগলকেও ওয়াগনে বোঝাই করা হয় না।

স্ত্রী বা কন্যা হয়তো এসে বাধা দিচ্ছে, তাদের সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছে। কারও হাত ভাঙছে, মাথা ফাটছে। মায়ের কোল থেকে শিশুকে কেড়ে নিয়ে ফুটপাথে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

জুলিয়া ও তার মায়ের চোখের ও চুলের রং তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। কেউ তাদের ইহুদি বলে সন্দেহ করছে না।

লুডউইগ গ্রেপ্তার হওয়ার দশ দিন পরে জুলিয়া হাতে একখানা স্টেনসিল করা প্রচারপত্র পেল। কেউ দরজার নিচে ফাঁক দিয়ে ওদের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

প্রচারপত্র খানায় লেখা আছে :

আমার নাম ক্লাইন গোল্ডবার্জ, আমার ইহুদি ভাইভগ্নীদের কাছে আমার নিবেদন : আমিই একমাত্র ইহুদি যে স্পেনিস রাইডিং স্কুলের নারকীয় জেলখানা থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছি। এই জেলখানায় মানুষদের এমনভাবে ঠেসে পোরা হয়েছে যে তাদের দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই, বসবার মতো জায়গাটুকুও নেই।

গত দশদিন ধরে তারা নোংরা ও দুর্গন্ধের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়েছে (কোনো শৌচাগার নেই), ক্ষুধার আহার পায় নি, তৃষ্ণার জল পায় নি। মাঝে মাঝে তাদের ওপর কয়েকটা পাঁউরুটি ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে আর ঢেলে দেওয়া হয়েছে জল।

এর মধ্যে যারা মরে গেছে বা মৃতপ্রায়, তারা ঐ সকল মানুষদের মধ্যেই চেপটে রয়ে গেছে। অনেক ইহুদিকে জার্মানিতে কনসেনট্রেশন ক্যামপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাহস করে যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের ওপর মেসিন গান চালিয়ে দেহটা ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয়েছে, আর নয় তো অজ্ঞান না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত প্রচণ্ড প্রহার করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য যে অন্যান্য বন্দীশালার অবস্থা এর চেয়ে মোটেই ভাল নয়।

তোমরা এখনও যারা বাইরে আছ তাদের কাছে আমি ভয়াবহ ঘটনাটা জানাচ্ছি! তোমরা যারা এখনও মুক্ত আছ তারা অন্য দেশের মানুষকে জানাও নির্দোষ ইহুদিদের ওপর কি সাংঘাতিক অত্যাচার চালানো হচ্ছে। ভিয়েনায় বিভিন্ন দেশের অ্যামবাসা-ডরদের জানাও নাৎসীরা আমাদের কি হাল করেছে। নাৎসীরা আমাদের যে দুর্দশায় ফেলেছে তা জানিয়ে দাও বিদেশের খবরের কাগজ আর রেডিওকে।

নাৎসী কবলিত অস্ট্রিয়াতে আমরা অসহায়। গণতান্ত্রিক দেশগুলি একযোগে প্রতিবাদ করলেই প্রতিকার হতে পারে। এই একমাত্র পথ।

জুলি আর তার মা তখন কিচেনে কিছু খাবার তৈরি করছিল। ওরা তো কিছুই খেতে চাইছিল না। জুলিই মাকে জোর করে কিছু খাওয়াচ্ছে। বলছে, না খেলে চলবে কেন? মনের জোরও কমে যাবে। শেষে দুর্বল হয়ে যাবে। বাবা যদি ছাড়া পায় তখন এ দেশ ছেড়ে যাবার শক্তি থাকবে না।

নানাভাবে বুঝিয়ে জুলি মাকে খাওয়াচ্ছে। নিজেও যে বেশি কিছু খাচ্ছে তা নয় তবুও মাকে তো খাওয়াতে হবে সেইজন্যে নিজেও যতটা পারছে খাচ্ছে।

একটা আওয়াজ হতেই দু'জনে কিচেনের দরজার দিকে চেয়ে চমকে উঠল। দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লুডউইগ।

কিন্তু এ কোন লুডউইগ? যেন সত্তর বছরের বৃদ্ধ, জীর্ণ, শীর্ণ, মাথার অনেক চুল পেকে গেছে, গালে কাঁচাপাকা দাড়ি।

মা আর মেয়ে অনুভব করল কিচেন যেন হঠাৎ দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল!

আমার কাছে এস না, আমাকে ছুঁয়ো না, আমার সমস্ত শরীর নোংরা আর ময়লায় ভর্তি, সরে যাও তোমরা।

দরজার কাছে টেবিলের ওপর এক বোতল দুধ ছিল। তখনও সীল ভাঙা হয় নি। লুডউইগ বোতলটা তুলে নিয়ে সীল ভেঙে ঢকঢক করে সমস্ত দুধটা খেয়ে ফেলল।

মা ও মেয়ে দু'জনেই হতবাক।

ভেরা বলল : আর কিছু খাবে? ঐ চেয়ারটায় বোসো।

না, না, আমি আগে বাথরুমে যেয়ে পরিষ্কার হয়ে আসি। বাথরুমে আমার পাজামা স্যুট আর ড্রেসিং গাউন রেখে এস, আর এই জামাকাপড়গুলো বাগানে নিয়ে যেয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এগুলো কাচবার জন্যে কোনো লণ্ড্রি নেবে না, কাচলেও এর ময়লা যাবে না।

জুলি কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে বাবার পাজামা স্যুট আর ড্রেসিং গাউন বাথরুমে রেখে এল।

লুডউইগ বাথরুমে যাবার পর ভেরা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল : কি রে? ডাক্তারকে আসতে বলব?

আসতে বলা তো ভাল কিন্তু বাবা কি ডাক্তারকে দেখাতে রাজি হবে?

ভেরা ও জুলি অনেক প্রশ্ন করল কিন্তু লুডউইগ কোনোটারই জবাব দিল না। তাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল? তার ওপর অত্যাচার করেছে কি না? কি খেতে দিত?

লুডউইগ কোনো জবাবই দিল না। বলে : ওসব জেনে কি হবে? বাড়ি তো ফিরে এসেছি ··

ওপর থেকে আদেশ পেয়ে গেস্টাপোরা তাকে ছেড়ে দেবার আগে তাকে দিয়ে একটা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিল। এখান

থেকে বেরিয়ে লুডউইগ শুবার্ট মুখ খুলবে না। মুচলেকায় সই করে তবে সে মুক্তি পেয়েছে।

ডাক্তারবাবু এলেন। তিনি সব শুনেছিলেন কারণ তিনি হলেন হেলগার বাবা। পাশেই থাকেন। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে তিনি এসেছিলেন। এই সময়ে ইহুদি রোগী দেখা অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল। তিনি বলে গেলেন পুষ্টিকর আহার এবং পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

কিন্তু বিশ্রাম নেবার পাত্র লুডউইগ নয়। সে ভাবল তার প্রথম কর্তব্য ফিলিপের সঙ্গে জুলির বিয়ের ব্যবস্থা করা। কিন্তু অস্ট্রিয়াতে ইহুদি-আর্য বিবাহ নিষিদ্ধ। ওদের জন্যে পাশপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ওরা বিদেশে চলে যেতে পারে। সেখানেই বিয়ে করে বাস করবে।

জুলিব বান্ধবী হেলগাও তার মেয়ের মতো। হেলগা বিয়ে করবে অটোকে। অটো ইহুদি। অতএব ওদের জন্যেও পাশপোর্টের চেষ্টা করতে লাগল। এ জন্যে পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করা, এক অফিস থেকে আর এক অফিসে যাওয়া, দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়ানো, প্রচুর পবিশ্রম।

নাৎসীরা ইহুদিদের পাশপোর্ট দিতে শেষ পর্যন্ত বাধা দিচ্ছে না কিন্তু বেগ দিচ্ছে প্রচুর। তবে মুশকিল হচ্ছে ফিলিপের পাশপোর্ট নিয়ে। না, যুবকদের পাশপোর্ট দেওয়া হবে না। তাদের ত শীঘ্র যুদ্ধ কবতে হবে, রাইফেল কাঁধে ফ্রণ্টে যেতে হবে। ডাক আসছে।

লোকটা জু হলেও জুলির মোটেই পছন্দ নয়। যেন একটা ছুঁচো। মুখে এদিকে বড় বড় কথা, কাজে অষ্টরম্ভা। নাম কারমি অ্যালন। মুখে সব সময়ে কেমন যেন একটা হাসি লেগে আছে। হাসি না বলে বিদ্রূপ বলাই ভাল।

লুডইউগের সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। মাঝে মাঝে চা

খেতে আসে আর অনেক কথা বলে। ভিয়েনায় যে সব জু থাকে তাদের সঙ্গে নাৎসীরা নাকি খারাপ ব্যবহার করবে না। সে ত লুডউইগের সঙ্গে জুইশ কমিউনিটি অফিসে কাজ করে। কত এস এস অফিসারের সঙ্গে তার আলাপ আছে। তারাই ত তাকে ভিয়েনার ইহুদিদের লিস্ট তৈরি করতে বলেছে। ও কিছু নয়। সব সম্প্রদায়েরই তালিকা তৈরি হচ্ছে। কারমি অ্যালন এই সব কথা বলত।

ভেরা তার কথা বিশ্বাস করত কিন্তু জুলিয়া ওর একটাও কথা বিশ্বাস করত না।

সেদিনও কারমি অ্যালন চা খাচ্ছিল। ভেরা তাকে দ্বিতীয় বার নিজের হাতে তৈরি চকোলেট কেক দিলেন।

এমন সময় ডোরবেল বেজে উঠল।

ফিলিপও ঘরে ছিল, সে বলল: আমি দরজা খুলছি। বলে দরজা খোলবার জন্যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরে আবার যখন ফিরে এল তখন ফিলিপ একা নয়। সঙ্গে যে ছোকরাটি এল তার ডাকনাম লেনি।

শুবার্ট পরিবার ওকে লেনি নামেই চেনে। নামটা সার্থক। রোগা পাতলা চেহারা। এখন তার পরনে এস এস অফিসারের ইউনিফর্ম। ইউনিফর্ম ঠিক মতো ফিট করে নি, ঢিলেঢালা। মোটেই স্মার্ট নয়। এসব ইউনিফর্ম পরা বা পরে চলাফেরা করা তার তো অভ্যাস নেই।

কুতকুতে চোখ, চ্যাপ্টা নাক, লম্বা চোয়াল, সরু কাঁধ, হাত দুটোও অহেতুক লম্বা। মর্কটের সঙ্গেই তার তুলনা করা চলে।

এ বাড়ির সঙ্গে ফিলিপ তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। বাড়িতে যে সব অয়েলপেন্টিংগুলো ছিল সেগুলো সে পরিষ্কার করত, যেখানটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে সেখানটা স্পষ্ট করে দিত। ছবির ফ্রেম সাফসুতরো করত, ছবিগুলির তদারকি করত।

ছবিগুলোর ত অনেক দাম, সেগুলো তদারক করার জন্য একজন লোকের দরকার। নাৎসীরা অস্ট্রিয়া দখল করবার আগে ফিলিপ ওকে এই বাড়িতে নিয়ে আসে এবং ফিলিপের কথাতেই লুডউইগ লেনিকে চাকরি দিয়েছিলেন।

ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবার পর লেনি উত্তর জার্মানিতে তার বাড়ি চলে গিয়েছিল। আজ ফিরে এল এস এস অফিসার হয়ে, এবং ভিন্ন মূর্তিতে! সঙ্গে চারজন স্টর্ম ট্রুপার রিভলভার হাতে। স্টর্ম ট্রুপাররা ঘরে ঢুকে লুডউইগ, জুলি, ভেরা এবং কারমি অ্যালনের দিকে রিভলভার তাক করে দাঁড়াল।

লুডউইগের দিকে চেয়ে লেনি বলল: আমাকে কিছু অর্ডার দেওয়া হয়েছে। আমি সেইমতো কাজ করব। তোমরা যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা কর তাহলে তোমাদের কোনো ভয় নেই।

বেশ। কিন্তু বন্দুকবান্দা কেন? বন্দুকের প্রদর্শনী করবার কোনো দরকার নেই। আপাততঃ আমাদের কারও সঙ্গে একটাও পেনসিল কাটা ছুরি নেই। মেয়েরা রয়েছে, রিভলভারগুলো সরিয়ে নিলে পুরুষের মতোই কাজ করা হবে।

লেনি যেন লুডউইগের কথা শুনতে পায় নি। সে বলল: আমার ওপর আদেশ হচ্ছে তোমার বাড়ির সমস্ত অয়েলপেন্টিং বাজেয়াপ্ত করা।

ঠিক আছে, অর্ডার যখন আছে তখন ত তুমি ছবি নিয়ে যাবেই, এ বাড়িও তুমি জান, ছবিগুলোও তুমি চেনো।

হ্যাঁ, আমার সঙ্গে লিস্ট আছে, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।

তাই যদি বল ত যাব কিন্তু তার আগে তোমার লোকেদের বল রিভলভার সরিয়ে নিতে।

লেনি ওদের ইঙ্গিত করল। তিনজন ট্রুপার রিভলভারগুলো নিজ নিজ খাপে ভরে ফেলল। একজন কথায় কান দিল না। সে রিভলভার ধরেই রইল। সে বোধহয় বীরপুরুষ!

লেনি বলল : ওপরের ঘর থেকে আরম্ভ করব ছবি খুলতে।

লুডউইগ বলল : বেশ তাই চল···কারমি তোমার ভয়ের কিছু নেই, তুমি বরঞ্চ বাড়ি যাও।

না। গর্জন করে উঠল রিভলভারধারী, আমরা এই বাড়ি থেকে না যাওয়া পর্যন্ত কেউ বাইরে যাবে না।

সকলে যে যার জায়গায় চুপ করে বসে রইল। তিনজন স্টর্ম ট্রুপারকে সঙ্গে নিয়ে লেনি ওপরে গেল ছবি আনতে। সঙ্গে লুডউইগ।

ওপর থেকে একে একে সব ছবিই নিচে নামিয়ে এনে জড়ো করা হল। লেনি তার তালিকা বার করে মিলিয়ে নিল। তারপর নিচে যে ছবিগুলো টাঙানো ছিল সেগুলোও নামানো হল। তালিকা মেলানো হল।

তোমার দেওয়াল আলমারিটা কোথায় লুডউইগ?

লেনির ঔদ্ধত্যে ফিলিপ রাগে কাঁপতে লাগল। কিন্তু বেচারী এই পরিস্থিতিতে কিই বা করবে, শুধু শুধু বিপদ ডেকে আনবে। যখন লেনি চাকরি করত তখন হেয়র শুবার্ট বলে সম্বোধন করত।

হ্যাঁ, বড় ছবিখানার পেছনে আলমারিটা আছে। ছবিটা সরালেই আলমারিটা দেখা যাবে। লুডউইগ বলল।

একজন স্টর্ম ট্রুপার এগিয়ে গিয়ে ছবিখানা ধরে টানাটানি করতে লাগল। তাই দেখে লুডউইগ বলল।

আহা হা ওভাবে নয়, ছবিখানা নষ্ট হয়ে যাবে। দাঁড়াও আমি খুলে দিচ্ছি, ওটা খোলবার কায়দা আছে।

বলতে বলতে বাঁ হাত বাড়িয়ে লুডউইগ এগিয়ে যাচ্ছিল আর এমন সময় সেই রিভলভারধারী তার রিভলভারের বাঁট দিয়ে লুডউইগের হাতে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল।

হাতের চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। হাতের ওপর ভীষণ

লেগেছে কিন্তু লুডউইগ একটা কথাও বলল না। গার্ডদের অগ্রাহ্য করে ভেরা স্বামীকে ধরে এনে বসাল।

জুলি বলল: আমি ব্যাণ্ডেজ আর লোশন নিয়ে আসি।

সে সময়ে রিভলভারধারী জুলিকে গুলি করতে পারত। জুলি সে চিন্তা মনে আনে নি। তবে একজন স্টর্ম ট্রুপার জুলিকে অনুসরণ করল।

ইতিমধ্যে জানলা দিয়ে ফিলিপ দেখতে পেল রাস্তায় একটা ভ্যানে ছবিগুলো তোলা হচ্ছে। আরও দু'জন গার্ড রয়েছে এবং তদারক করছে সাদা পোশাকে একজন লোক।

আরে ওকে তে ফিলিপ চেনে! আর্ট কলেজের প্রফেসর ম্যাক্স ভিডারম্যান! ওকে তো ফিলিপ একজন গুণী লোক বলেই জানে।

কিন্তু ব্যাণ্ডেজ আর লোশন নিয়ে জুলি এখনও ফিরছে না কেন? ভাবতে না ভাবতেই পাশের ঘর থেকে ভারি কিছু পড়ে যাওয়ার আওয়াজ হল।

সব কিছু উপেক্ষা করে ফিলিপ ছুটে গেল। দেখল কি সেই স্টর্ম ট্রুপারটা জুলির ফ্রক ছিঁড়ে দিয়েছে। তার দুটো হাত ধরে তাকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছে। সাইডবোর্ডের মাথায় পোর্সিলেনের বড় একটা জার ছিল। কারও হাত লেগে সেইটে মাটিতে পড়ে ভেঙে চুরমার।

হাতের কাছে ছিল পেতলের একটা ভারি বাতিদান। সেইটে তুলে নিয়ে ফিলিপ তেড়ে গেল। তারপর···ঘরের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন···ফার্নিচার উলটে যাওয়ার আওয়াজ, অশ্লীল গালাগাল

জুলিয়া অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

যখন তার জ্ঞান হল তখন সে বিছানায় শুয়ে আছে। চারদিক শান্ত। সামনে চেয়ারে বসে আছেন ডাঃ ভিংক্লার। জুলি চোখ চাইতে তিনি তাকে একটা ট্যাবলেট খাইয়ে দিলেন। জুলি দেখল তার বাবার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে।

জুলির চোখের সামনে তখনও যেন দেওয়াল কাঁপছিল। শূন্য দেওয়াল। ছবি খুলে নিয়েছে। দেওয়াল যেন বিধবা হল।

সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল : ফিলিপ কোথায় ?

হাসপাতালে। আঘাত গুরুতর নয়, দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।

লুডউইগ বললেন : ক্রীসমাসের আগেই আমি জুলিকে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দোব, তারপর সেখান থেকে অ্যামেরিকা কিন্তু ফিলিপকে কিছুতেই পাসপোর্ট দেবে না। ডাক্তার তুমিও হেলগা আর অটোকে জুলির সঙ্গে পাঠিয়ে দাও, আর দেরি নয়।

জুলি আবার বলল : ফিলিপের খুব আঘাত লাগে নি তো ? ওর মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছিল।

ঠিক বলা যাচ্ছে না, বাড়ি ফেরা না পর্যন্ত বলতে পারছি না। খুব জোরে লেগে থাকলে ব্রেন ড্যামেজ হতে পারে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ১৯৪৫ সালের হেমন্তকাল।

অস্ট্রিয়া এখন রাশিয়ার দখলে। মোড়ে মোড়ে রাশিয়ান মেয়েরা ট্র্যাফিক কণ্ট্রোল করছে। ভিয়েনার চেহারা পালটে গেছে। সুন্দরী ভিয়েনা যেন এখন রোগজীর্ণ এক নারী। চারদিকে ধ্বংস। পথঘাট ব্রিজ ভেঙে তচনচ।

প্রলয়ংকরী মহাযুদ্ধের পরে জুলিয়া ইংলণ্ড থেকে ভিয়েনায় ফিরে এসেছে। সঙ্গে এসেছে তার এক বান্ধবী, নাম ডরিস ফস্টার। ইউরোপে আসবার উদ্দেশে ওরা দুজনে অ্যালায়েড কমিশন ফর অস্ট্রিয়া সংগঠনে যোগ দিয়েছে। এই সংগঠন মারফত যুদ্ধোত্তর অস্ট্রিয়ার কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, কিছু সমীক্ষা চালানো হচ্ছে, পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হচ্ছে।

অস্ট্রিয়াতে আসবার আগে ওদের ইটালিতে তিন মাস অপেক্ষা

করতে হয়েছিল। রাশিয়ানরা তখনও এই কমিশনকে আসবার অনুমতি দেয় নি।

ক্রাচে ভর দিয়ে রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে একজন খবরের কাগজ বিক্রি করছিল। জুলিয়া একখানা কাগজ কিনে পড়তে লাগল। ডরিস জিজ্ঞাসা করল,

তোমার কাগজে কি লিখছে?

কি আর লিখবে, এখন তো রাশিয়ানরা বেনামে দেশ শাসন করবে। তারা কাকে প্রেসিডেণ্ট করল, মন্ত্রীসভায় কাকে কাকে নিল, এইসব লিখেছে আর কি!

কে প্রেসিডেণ্ট হল?

ডঃ রেনার নামে একজন সোশ্যালিস্ট। মন্ত্রীসভার কারও নাম শুনি নি তবে একটা চেনা নাম পাচ্ছি, রাথ। রাথ অবিশ্যি নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নি কারণ সে আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এসেছে।

ডরিস বলল: যারাই দেশ শাসন করুক, ভাল করে করলেই হল, তা জুলি তোমাদের শহরটা দেখাবে না?

কি আর দেখাব বল? কি আর বাকি আছে? ঐ দেখ না, ঐ গির্জাটা। আমাদের শহরের গর্ব, ওর একখানাও কাঁচ নেই, কারুকাজ করা আর ছবি আকা কি সুন্দর সব কাঁচ বসানো ছিল। এখন দেখছি একখানাও নেই, সে জায়গায় প্লাইউড মেরে দিয়েছে। এখন ও রূপহীন

আর্ট গ্যালারি?

হা আমার কপাল! সেখানে কি নাৎসীরা কিছু রেখেছে? আমাদের বাড়ি থেকেই সব ছবি জোর করে কেড়ে নিয়েছে তো আর্ট গ্যালারির!

জুলিয়া এখনও নিজের বাড়ি, ফিলিপ বা হেলগা, কারও খোঁজ নিতে পারে নি। নেবে, অবস্থাটা একটু বুঝে নিক। ও রুশদের

সঙ্গে ঠিক মানিয়ে চলতে পারছে না। ওদের ভাষাও জানে না। মা যদিও রুশ কিন্তু তিনি কখনও রুশ ভাষায় কথা বলতেন না।

ওদের যেখানে থাকতে দেওয়া হয়েছিল সেখান থেকে ট্রেনে অস্ট রেলস্টেশনে এসে ওরা নিজ নিজ কাজের জায়গায় যেত। প্রথম দিন অস্ট স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে এক বিচিত্র দৃশ্য তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

স্টেশনের একধারে কিছু নরনারী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের হাতে লম্বা লম্বা লাঠির ডগায় পোস্টার ঝুলছে। পোস্টারে লেখা আছে, 'আমাদের দাবি মানতে হবে' বা 'রেশনে মার্গারিন চাই', এসব নয়। লেখা আছে: আমার ছেলে অ্যাণ্টন চ্যাপেককে কি তুমি দেখেছ? স্টালিনগ্রাড থেকে তার শেষ খবর পেয়েছিলুম।

আমি আমার স্বামী টোনি ভেজারের খবর চাই। শেষ খবর পেয়েছি বার্লিন থেকে।

জোশুয়া গোল্ডের জন্যে আমি এখনও অপেক্ষা করছি। সে ডাচাউ কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক ছিল।

জুলিয়া নিজেও তার বাবা মায়ের শেষ খবর জানে না। তাদের মিনস্ক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক করা হয়েছিল। রেড ক্রস মারফত এইটুকু খবর পেয়েছে যে ঐ ক্যাম্পের কেউ বেঁচে নেই।

ফিলিপেরও কোনো খবর জানে না কিন্তু একদিন রাস্তায় ফিলিপের সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এবং পুনর্মিলন।

ডিসেম্বর মাস। কনকনে শীত। পাতলা কুয়াশা ভেদ করে রোদ দেখা দিলেও উষ্ণতার কোনো আভাসই পাওয়া যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে।

হাতে একটা ব্রিফকেস নিয়ে জুলি হেঁটে কোথাও যাচ্ছিল। এমন সময়ে পিছন থেকে কে যেন ডাকল।

জুলিয়া শুবার্ট নাকি?

চমকে ঘাড় ফেরাল জুলিয়া।

ফিলিপ !

দু'জনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করল। ভাগ্যিস তখন রাস্তা ফাঁকা ছিল। অন্তত একজনও রাশিয়ান সৈনিক ছিল না, ওরা নাকি প্রকাশ্যে চুম্বন পছন্দ করে না। দেখতে পেলে ধরে নিয়ে যেত।

আমি জানতুম জুলি তুমি ফিরে আসবে।

বাবা, মায়ের কোনো খবর জান ?

না জুলি, আমি খবর জানি না, তুমি কি এখন কোনো কাজে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ, আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি, নইলে হয়তো অস্ট্রিয়ায় আসতে পারতুম না। তোমার স্টুডিও সেই কাসগ্রাবেনেই আছে ত ?

হ্যাঁ সেখানেই আছে ··

অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল ফিলিপ কারণ ইতিমধ্যে সে জুলির আঙুলে ওয়েডিং রিং লক্ষ্য করেছে কিন্তু মুখে কিছু বলে নি, বিস্ময় প্রকাশ ত করেই নি। সে বলল :

তুমি আমার স্টুডিওতেই এস ··তুমি দেখছি তোমার উপাধি বদলেছ। শুবার্ট থেকে কি হলে ·

তোমার স্টুডিওতে যেয়েই সব বলব এখন, তোমার কথাও শুনব।

হ্যাঁ সময় করে এবং সময় হাতে নিয়ে এস, কেমন, আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব।

কাসগ্রাবেনে ফিলিপের স্টুডিওতে জুলি বিকেলে গিয়ে পৌঁছল। ফিলিপ এক বোতল রেড ওয়াইন সংগ্রহ করে রেখেছিল। ভাল সুরা বা ভাল সিগারেট এখন পাওয়া যায় না। অনেক দাম দিয়ে চোরাবাজার থেকে সংগ্রহ করতে হয় তবে যেটা পাওয়া যায়

সেটা খাঁটি জিনিসই পাওয়া যায়। বেশির ভাগই অ্যামেরিকান বা অস্ট্রেলিয়ান। আয়রন স্টোভে আগেই আগুন জ্বালিয়ে ফিলিপ স্টুডিও গরম রেখেছিল।

ফিলিপের স্টুডিও থেকে জুলি শেষ যেদিন চলে যায় সেদিন যেখানে যে ছবিখানা টাঙানো ছিল, আজও সেখানে সেই ছবিই টাঙানো আছে। জুলির একটা ন্যুড ছবি এঁকেছিল ফিলিপ। ছোট করে, সেটাও সেখানেই আছে। ছবিতে জুলিকে চেনা যায় না। মুখের ওপর চুলের গুচ্ছ যেন উড়ে এসে মুখের অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে।

জুলি লক্ষ্য করল ফিলিপের চব্বিশ বৎসর জন্মদিনে নিজে হাতে বোনা গ্রে রঙের যে সোয়েটারটা বুনে দিয়েছিল, ফিলিপ সেটা গায়ে দিয়ে রয়েছে। ফিলিপের চোখ দেখেই জুলি বুঝল যে তার প্রতি ফিলিপের ভালবাসা আজও অম্লান রয়েছে।

জুলি সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিল তার মধ্যে ছিল এক টিন বীফ, বেক-করা বীন, চকোলেট।

খাবারগুলি দেখে ফিলিপ উল্লসিত হয়ে উঠল।

আরে তুমি করেছ কি? মিটি ত আজ নাচবে। মিটি? সেই যে আমাদের মেড-কাম-কুক, এখনও আছে, সে-ই আমার দেখা-শোনা করে। মা ত আর নেই, একদিন ঘুমের মধ্যেই মা আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন···

ফিলিপের মা নেই শুনে জুলির চোখে জল এসে গেল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে একটু একটু করে বলতে আরম্ভ করল।

নাৎসীদের এই ইহুদি নিপীড়ন আমাদের কি সর্বনাশটাই করল ফিলিপ!

মহাযুদ্ধের টাল হয়ত আমরা সামলাতে পারতুম কিন্তু নাৎসীদের এই বর্বরতা আমাদের সুখের সংসার ভেঙে তচনচ করে দিল। সবকিছু ওলট-পালট করে দিল নইলে···যাক সে কথা···

জুলি বলল ইংলণ্ডে তার কলেজ জীবন, সেখানে অনেক স্বাধীনতা অনেক আনন্দ, ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাকে নতুন করে অনেক কিছু শিখিয়েছে। মাঝে মাঝে ব্যথাও পেয়েছে, রেডক্রস মারফত খবর পেয়েছে তার বাবা ও মাকে অস্ট্রিয়া থেকে কোথায় যেন চালান করে দিয়েছে। মন তখন ফাঁকা, কোনো অবলম্বন নেই, সেই সময় জীবনে এল বিল, উইলিয়াম বেনেট। বিলের এক ভাই পাইলট, প্লেন ক্র্যাশ ও মৃত্যু। আর এক ভাই সমুদ্রে, জার্মান ইউ বোট জাহাজ ডুবিয়ে দিল সেই সঙ্গে সেই ভাইও গেল। বিলের সঙ্গে তার ভালবাসাটা প্লেটনিক, দু'জনে আজও এক বিছানায় শোয় নি।

ফিলিপ কোনো উত্তর দিল না। সহানুভূতি! ফিলিপের মুখ চোখ দেখেই তা জুলি বুঝতে পারছিল।

ফিলিপ কি করছিল? তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ডক্টর ক্লিংগার, হেলগার বাবা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরও সে অনেক-দিন মাথার যন্ত্রণা ভোগ করেছিল, কোনো ওষুধে কাজ হয় নি, এখনও মাঝে মাঝে যন্ত্রণা হয়। ডঃ ক্লিংগার সার্টিফিকেট দিলেন ছেলেটি এপিলেপটিক। সে বেঁচে গেল। তাকে ফ্রণ্টে যেতে হল না, নির্দোষ মানুষকে হত্যা করতে হল না।

তবে নাৎসীরা তাকে ছাড়ে নি। ওয়ার আর্টিস্ট হিসেবে তাকে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রাশিয়াতে নিয়ে গিয়েছিল।

ফায়ারিং লাইন থেকে দূরে থাকত। যুদ্ধের ঘটনার ছবি আঁকত। জেনারেলদের প্রতিকৃতি আঁকত। কোনো কোনো জেনারেল খুশি হয়ে টাকা দিত।

তুমি একটু বোসো জুলি, আমি এগুলো মিটিকে দিয়ে আসি আর তোমার জন্যে কিছু খাবার করতে বলি, ততক্ষণ তুমি এই বইখানা দেখ।

এই বই অর্থাৎ সুন্দরভাবে বাঁধানো একখানা খাতা জুলি

আগেও দেখেছিল। তখন পাতার প্রায় সব পাতাই সাদা ছিল। কয়েকটা স্কেচ, ডায়েরি আকারে কিছু লেখা, কয়েকটা ভাল ভাল কোটেশন আর একটা কবিতা লেখা ছিল।

এখন দেখল বেশির ভাগ পাতাই লেখা আর ছবিতে ভরে উঠেছে। জুলি একখানা প্রেমপত্র দিয়েছিল ফিলিপকে। সেখানা সে একটা পাতায় সেঁটে তার ওপরে সেলোফেন বসিয়ে দিয়েছে।

তখন তার হাতের লেখাটা বেশ ভাল ছিল ত। কেমন গোটা গোটা। আজ তার হাতের লেখা বোধহয় পড়া যায় না।

তার বাবা ও মাকে কোথায় চালান করে দেওয়া হল ফিলিপ জানতেও পারে নি। চালানের আদেশ দিয়েছিল স্বয়ং রুডলফ হেস। তারপরই হেস ইংলণ্ডে চলে যায়। ইতিমধ্যে কয়েকজন বড় নাৎসী অফিসারের সঙ্গে ফিলিপের পরিচয় হয়েছিল। লুডউইগ ও ভেরা শুবার্টকে মুক্ত কবে আনবার জন্যে ফিলিপ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নাৎসী অফিসাররা বলল: সরি, তাদের মুক্তির আদেশ স্বয়ং হেসই দিতে পারে, কিন্তু হেস ত এখন ইংলণ্ডে, প্যারাশুটে করে নেমেছে।

এসব কথাও ফিলিপ ডায়েবির আকারে লিখে রেখেছে। আরও লিখেছে। মিটি তাকে আজও বাচ্চা ছেলে মনে করে। সেই ছোটবেলার মতো আজও তাকে বাথরুমে নিয়ে যেয়ে উলঙ্গ করিয়ে স্নান করিয়ে দেয়, সাবান মাখিয়ে দেয়, ক্রীম ঘসে দেয়।

পাতা উলটোতে হেলগার একটা স্কেচ বেরিয়ে পড়ল। হেলগার মুখে মিষ্টি হাসি।

ফিলিপ ঘরে ঢুকতেই জুলি হেলগার খবর জিজ্ঞাসা করল।

হেলগা আর অটো অ্যামেরিকায়। ওরা শীগগির ফিরে আসছে তবে হেলগা বোধহয় আবার অ্যামেরিকায় ফিরে যাবে।

অটো এখানে নাকি প্র্যাকটিস করবে এইরকমই শুনেছি। ভালই হবে, তোমার বিষয়-আশয় দেখাশোনা করতে পারবে।

আমার বিষয় আশয় ? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে জুলি।

বাঃ! তোমাদের বাড়ি, সম্পত্তি এসব বুঝি তুমি ফিরে পেতে চাও না ?

আমার আবার কি আছে ? সব ত বাবা মায়ের নামে, তাঁরা হয়তো বেঁচে আছেন···

আমি খবর নিয়ে যতদূর জানতে পেরেছি, তোমার বাবা ও মাকে মিন্‌স্ক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠান হয়েছিল। সে ক্যাম্পের কেউ জীবিত নেই। রাশিয়ান হেডকোয়ার্টারের লিস্ট আমি দেখেছি।

তা হক, আমি মিন্‌স্ক ক্যাম্পে নিজে যাব। সেখানে দেখে আসব। কেউ না কেউ কিছু বলতে পারবে।

তুমি রাশিয়া যাবে ? একজন সুন্দরী যুবতী ? অসম্ভব জুলি।

তুমিও সঙ্গে যাবে, তুমি ত রাশিয়ান ভাষাটা জান।

রাশিয়ায় এখন প্রবেশ করা অসম্ভব ব্যাপার। রাশিয়ানরা অনুমতি দেবে না। অবৈধভাবে প্রবেশ করা আরও বিপজ্জনক। ফিলিপ অনেক বোঝালো কিন্তু জুলি শুনবে না। বাবা মায়ের শেষ কি ভাবে হল বা সত্যিই শেষ হয়েছে কি না তা সে নিজে জেনে আসতে চায়। মেয়ে হয়ে তার কি কোনো কর্তব্যই নেই ? ফিলিপের আশঙ্কা যে ওরা যদি ধরা পড়ে তাহলে বাকি জীবনটা হয়তো রাশিয়ায় লেবর ক্যাম্পেই কাটাতে হবে কিংবা রাইফেলের ,গুলি খেয়ে মরতে হবে।

তা হক তবুও জুলিয়া যাবেই যাবে। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের সময় সে ইংলণ্ডেই ছিল তাই তার ভয় অনেকটা ভেঙে গেছে। সে সাহসী হয়েছে।

বান্ধবী ডরোথি ফস্টার অনেক সাহায্য করল। সে না থাকলে বোধহয় যাওয়াই হত না। সে টিনভর্তি অনেক খাবার আর প্রচুর

পরিমাণে সিগারেট যোগাড় করে দিল। সিগারেট দিয়ে ইউরোপে তখন সকলকে বশ করা যেত। টিনভর্তি খাবারগুলো পথে ফিলিপ ও জুলির কাজে লাগবে।

এসব তো ডরোথি দিলই কিন্তু এরপর সে যে জিনিসটি যোগাড় করে দিল তার জন্যে জুলি বা ফিলিপ প্রস্তুত ছিল না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডরোথি ওদের একখানা ঢাকা দেওয়া মজবুত ও শক্তিশালী এঞ্জিন বসানো একখানা ট্রাক যোগাড় করে দিল এবং যাওয়া আসার মতো পেট্রল। জুলি তো ডরোথিকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে দিল।

ফিলিপ যোগাড় করল রাশিয়ান ইউনিফর্ম এবং কিছু মিলিটারি পাস। ট্রাক দেখতে অনেকটা রাশিয়ান ট্রাকের মতোই ছিল, যেটুকু খুঁত ছিল তা ফিলিপ পূরণ করিয়ে নিল। ফিলিপ নিজে রুশদের মতোই রাশিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারে।

জুলি যা আশা করে নি তার চেয়ে বেশি যখন যোগাড় হয়ে গেল তখন সে উল্লসিত, তার আশা হল বাবা মাকে সে নিশ্চয় খুঁজে পাবে।

ভিয়েনা থেকে বার্লিন পর্যন্ত যেতে অসুবিধা হল না। এই পথে ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, অ্যামেরিকান ও রাশিয়ান মিলিটারি গাড়ি হরদম যাতায়াত করছে কিন্তু বার্লিন থেকে মিন্স্ক পর্যন্ত পথটাই বিপজ্জনক। সবটা ওরা সোজাপথে যেতে পারল না। পথে মিলিটারি গার্ড এড়িয়ে চলবার জন্যে ঘোরাপথে যেতে হল। সময় বেশি লাগছে।

জুলির ভয় নেই, খারাপ লাগছেও না। সঙ্গে ফিলিপ রয়েছে। তার মনে হচ্ছে সে যেন ফিলিপের সঙ্গে এক নিরুদ্দেশ্য যাত্রা করছে। দিনের পর দিন কাটবে, তাদের যাত্রা শেষ হবে না!

পথের দু'ধারে শুধু ধ্বংস। বিধ্বস্ত নরনারীরা কোনোরকমে মাথা গোঁজবার জন্যে ঝুপড়ি তৈরির চেষ্টা করছে। রাস্তা এত খারাপ যে

জোরে গাড়ি চালানো যাচ্ছে না। মেয়েরাই সর্বত্র কাজ করছে এমন কি রাস্তাও তৈরি করছে তারাই।

পথে যেতে যেতে ফিলিপ কখনও তার নিজের পরিচয় দিচ্ছে রাশিয়ান কর্নেল, রাশিয়ান মোটর মেকানিক বা সাধারণ একজন রাশিয়ান নাগরিক বলে যে নাকি বাড়ি ফিরছে।

একদিন সন্ধ্যায় ওরা মিন্‌স্ক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে এসে পৌঁছল। ক্যাম্পের আর বিশেষ কিছু বাকি নেই। কাঁটাতারের বেড়া আর কয়েকটা ব্যারাক দাঁড়িয়ে আছে, বাকি সব বুলডোজার দিয়ে সমভূমি করে দেওয়া হয়েছে।

ব্যারাকের একটা ঘরে যেন আলো জ্বলছে। গাছের আড়ালে গাড়িটা রেখে ওরা আলো লক্ষ্য করে সন্তর্পণে এগিয়ে যায়। ঘরে মাত্র একজন মানুষ। বয়সে না হলেও চেহারায় বৃদ্ধ।

ফিলিপ সাহস করে তার ঘরে ঢোকে। আলাপ করে। নাম যুরি। সে এই কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেই চাকরি করত। জার্মানরা চলে যাবার সময় ক্যাম্পটা ধ্বংস করে দিয়ে যায়। সমস্ত বন্দীকে মেরে ফেলে। যুরি এবং কয়েকজন কোনোরকমে প্রাণ বাঁচায়। রাশিয়ান সৈনিকরা পরে এসে ক্যাম্পের দখল নেয়। তখনও যারা বেঁচে ছিল তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু যুরি মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। সে এখানেই থাকবে, কোথাও যাবে না।

রাশিয়ান সৈনিকরা আর কিছু বলে না। কাছেই গ্রাম আছে। তারাই ওকে খাওয়ায়। একটা মানুষ ত! কোনোরকমে চলে যায়।

লুডউইগ শুবার্ট এবং ভেরা শুবার্টের নাম শুনেছ? বুড়ো, এই ক্যাম্পে বন্দী ছিল?

নাম সে কারও শোনে নি, জানেও না। তবে বন্দীরা কেউ বেঁচে নেই, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। সমস্ত বন্দীদের জার্মানরা মেসিন গান উঁচিয়ে কাছে একটা বনে নিয়ে যায়। সেখানে লম্বা লম্বা ট্রেঞ্চ

খোঁড়া ছিল। মেসিন গান চালিয়ে বন্দীদের হত্যা করে তারপর ট্রেঞ্চে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। তার ওপর নাকি যবের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেখানে লম্বা লম্বা যব গাছ জন্মেছে।

নাম দুটো তুমি শোনো নি ?

না বাপু, ও নাম আমি শুনি নি, আর কানে শুনলেও আমার মনে নেই, আমি বরঞ্চ ওলগাকে ডেকে আনছি। ওলগা এখানে নার্স ছিল, সে হয়তো বলতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে ওলগা এল। ইয়া দশাসই চেহারা, যেমন বুক তেমনি পাছা, তেমনি হাত ও পা। চোখে মুখে ভ্রূকুটি। পরনে পুরুষের পোশাক।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল: তোমরা কে ? সত্যি কথা বলবে, কি করে আর কি জন্যে এখানে এলে ?

জুলিয়া ততক্ষণে তার ব্যাগ খুলে ওলগাকে এক প্যাকেট চা, চিনি আর কয়েকটা সিগারেট দিয়েছে।

ওলগার মুখের ভ্রূকুটি দূর হল। হাসি ফুটে উঠল।

এই বুড়ো চা তৈরি কর, ইস কতকাল যে চা খাইনি, বলতে বলতে একটা সিগারেট ধরাল।

ফিলিপ কিছুই লুকলো না। সব বলল।

কিন্তু তোমরা ফিরবে কি করে ? দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করে দেব।

ফিলিপ জিজ্ঞাসা করল লুডউইগ শুবার্ট এবং ভেরা শুবার্ট নাম দুটো তার কাছে পরিচিত কি না। তাদের এই মেয়ে। বাবা মায়ের খোঁজ নিতে এসেছে।

হ্যাঁ, ওলগা ওদের জানত। ভেরা ত মারা গেছে, ৪৪-এর দারুণ শীতে নিউমোনিয়ায় সে মারা গেছে আর লুডউইগ শুবার্ট ত এমনিই মারা যেত তা তার আগে জার্মানরা এই ক্যাম্প ছেড়ে পালাবার সময় সবাইকে মেরে ফেলেছে।

জুলিয়া সব শুনল। নীরবে চোখের জল ফেলে, তার আর কিছু বলবার ছিল না।

ওলগা বলল : বিভিন্ন ক্যাম্পে বা অন্যান্য যে সব বিদেশী ছিল, রাশিয়ান সৈনিকরা তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত, হত্যাও করেছে অনেক। এই সব হতভাগ্য বিদেশীদের বাঁচাবার জন্যে ওলগারা একটা গুপ্ত দল তৈরি করেছে। সে ফিরে গিয়ে জর্জিকে পাঠিয়ে দেবে, জর্জি ওদের রাশিয়ান সীমান্ত পার করে দেবে।

রাত্রিটা ওরা একটা কুটিরে কাটাল। পরদিন রাত্রি শেষ হবার আগে জর্জি একজন সঙ্গীকে নিয়ে এল এবং সীমান্ত পর্যন্ত ওদের সঙ্গে এল।

তিন দিনের মধ্যে ওরা আবার ভিয়েনায় ফিরে এল।

কয়েক দিন পরে ফিলিপ বলল : জুলি এবার তোমাকে কাজে লাগতে হবে। তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি আর মূল্যবান ছবিগুলো উদ্ধার করার চেষ্টা করতে হবে।

তুমি বলছ অস্ট্রিয়ান সরকারকে জানাতে যে আমার বাবা মা মরে গেছে, আমি তাদের একমাত্র কন্যা এবং যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

ঠিক তাই।

কিন্তু সম্পত্তি নিয়ে আমি কি করব?

কি করবে সে পরের কথা কিন্তু ছবিগুলো ওদের কবল থেকে উদ্ধার করতেই হবে। নাৎসীরা আমাদের ওপর চরম অত্যাচার করেছে, নুরেমবার্গে মাত্র কয়েকজনের বিচার করা হয়েছে, মিত্রশক্তির তালিকায় এক লক্ষ ষাট হাজার অপরাধীর নাম আছে কিন্তু অনেক নাৎসী বিদেশে পালিয়ে গেছে আবার অনেকে ভোল পালটে আমাদের মধ্যেই বাস করছে। ওরা সবাই অপরাধী। ওরা আমাদের

সম্পত্তি এখনও ভোগ করছে। ওদের কারও কাছে তোমাদের সেই ছবিগুলো নিশ্চয় আছে। ছবিগুলোর লাখ লাখ টাকা দাম··· ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না, উদ্ধার করতেই হবে।

কিন্তু ফিলিপ সে সব ছবি কোথায়, কার কাছে আছে তার ত কিছুই আমরা জানি না।

ওসব ছবি কোথাও না কোথাও আছে, রেমব্রাঁ, বতিচেল্লি, রুবেনস, টিৎসিয়ান, এদের ছবি লুকিয়ে রাখা যায় না, ঠিক বেরিয়ে পড়বে।

কিন্তু আমরা এক সপ্তাহ ধরে কি দেখে এলুম? অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রাশিয়া! ধ্বংস আর ধ্বংস, এর পরও কি ছবিগুলো ফিরে পাবার আমরা আশা করতে পারি?

জানি, কিন্তু ওসব পেন্টিং যারা ছিনিয়ে নিয়েছে তারা ওর দাম জানে, নষ্ট হতে দেয় নি, কারও অর্ডারে পেন্টিংগুলো ওরা লুট করে নিয়ে গেছে।

সেই লেনি নিজে নয় ত? ছবিগুলো সেই ত পরিষ্কার করেছিল, মূল্যও বোঝে আর সেই আমাদের বাড়ির দেওয়াল থেকে ছবি খুলে নিয়ে গিয়েছিল।

না, লেনির পক্ষে ঐসব ছবি হজম করা শক্ত, আরও বড় কারও কাছে ছবিগুলো আছে।

কিন্তু ফিলিপ তুমি আরম্ভ করবে কোথায়?

এই ভিয়েনাতেই আরম্ভ করব।

–

যুদ্ধের পর অস্ট্রিয়ার চরিত্র যেন বদলে গেছ। হোটেল রেজিনা এখন অ্যামেরিকানদের দখলে। উচ্চগ্রামে মার্কিনী সঙ্গীত বাজে, মার্কিনী-পসন্দ খাবার দেওয়া হয়।

এই হোটেল রেজিনায় একদিন দুই বন্ধু লাঞ্চ করছিল। এক

বন্ধু অ্যামেরিকান, নাম লেফটেনাণ্ট জন কেলি। অপর বন্ধু অস্ট্রিয়ান। অ্যামেরিকায় অনেক দিন ছিল। যুদ্ধের পর দেশে ফিরেছে এবং ফেরার সঙ্গে নয়া সরকারে একটি মন্ত্রীত্ব লাভ করেছে। নাম রুপার্ট রাথ। সেদিন রাস্তায় খবরের কাগজ কিনে এরই নামটা জুলিয়া শুনিয়েছিল তার বান্ধবী ডরিস ফস্টারকে।

দুই বন্ধুতে নানারকম কথা হতে হতে অস্ট্রিয়ার শিল্প সম্পদের কথা উঠল।

জন কেলি বলল, তোমাদের দেশের প্রাচীন ক্যাসেলগুলো এক একটা আর্ট মিউজিয়ম, কার্পেট, ঝাড় লণ্ঠন, ফার্নিচার, ছবি। কি জানি কেন এগুলো নাৎসীরা ধ্বংস করে নি।

রাথ বলল, যুদ্ধের সময় আমি ত এখানে ছিলুম না। ফিরে এসে শুনলুম নাৎসীরা অনেক পেণ্টিং লুট করেছে।

ঠিকই বলেছ, আমাদের এঞ্জিনিয়াররা একটা রাস্তা তৈরি করছে। রাস্তা তৈরি করবার সময় তারা একটা সুড়ঙ্গের সন্ধান পায়। আর সেই সুড়ঙ্গের ভেতর উত্তমরূপে প্যাক করা কাঠের সিন্দুক বোঝাই অনেক ছবি ছিল। ছবিগুলো যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার উত্তম ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

তারপর ?

ছবিগুলো ওপরে এনে খোলা হল। আমরা ত অবাক। এসব বড় বড় আর্টিস্টের আঁকা বিখ্যাত সব ছবি। অ্যামেরিকার মেট্রো-পলিটান মিউজিয়ম অফ আর্ট থেকে একজন বিশেষজ্ঞ আনানো হল। সে ত দেখে বলল ছবিগুলোর দাম কম করে দেড়শ কোটি টাকা।

বল কি হে ? রাথের চোখ কপালে উঠল, এত দাম ? তা যাই হক আমরা জানি নাৎসীরা অনেক ছবি লুট করেছে। গোয়েরিংই ত নিজের বাড়িতে একটা আর্ট গ্যালারি করেছিল। ছবি চেনবার ও বিচার করবার মোটা মাইনে দিয়ে লোক রেখেছিল।

জন বলল : আমিও এ রকম শুনেছি, যাই হক আমরা যেসব

ছবি উদ্ধার করব সে সব ছবি তোমাদের সরকারে ফেরত দোব এই শর্তে যে প্রাক্তন মালিকরা দাবি করলে সেই সব ছবি ফিরিয়ে দিতে হবে।

তা ত দেওয়া হবে, এজন্যে দু'জন লোককে ভার দেওয়া হয়েছে. উদ্ধার করা ছবিগুলো তাদের তদারকিতে থাকবে।

তারা কারা? ছবি বোঝে ত?

একজন অবশ্য সরকার পক্ষের লোক। তিনি একজন মন্ত্রী, নাম রাডা আর অপরজন অস্ট্রিয়ার নামী শিল্পী ও সমালোচক ম্যাক্স ভিডারম্যান। আমাদের ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্ট ডেংকমালামটের প্রধান। সব ছবি ওদের কাছে জমা থাকবে, ছবিগুলির ওরা একটা ক্যাটালগ তৈরি করবে। এজন্যে বেশ কয়েকজন লোক নিযুক্ত করা হয়েছে।

জন কেলি বলল: এ ব্যাপারে আমরাও তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত। ছবি যা উদ্ধার করব সবই তোমাদের সরকারে জমা দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রেসিডেণ্ট রেনার স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন যে দাবি করলে প্রকৃত মালিককে ছবি ফেরত দেওয়া হবে।

ভিয়েনার ইমপিরিরয়াল সিটি প্যালেসের সুরম্য হর্মখানা ত বটেই ওর সুন্দর কারুকাজ করা ঢালাই লোহার গেটখানা দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। যাক তবু বাড়ি ও গেটখানা যুদ্ধের অত্যাচার সহ্য করেও দাঁড়িয়ে আছে। রং করলেই আবার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে। তবে ভেতরে ফুলের বাগান বলতে এখন কিছু নেই, ফোয়ারা দিয়েও জল বেরোয় না। তবে বাগানে বড় বড় গাছগুলো এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এখন শীতকাল তাই নিষ্পত্র।

সেই লোহার গেট পার হয়ে রাশিয়ান, ফরাসি, অ্যামেরিকান ও

ব্রিটিশ মোটরকারগুলির পাশ দিয়ে ওরা বাড়ির ভেতর প্রবেশ করল। বাড়ির ভেতর মিত্রশক্তিদের এবং অস্ট্রিয়ান সরকারের অনেকগুলি অফিস। এই বাড়িরই একটা উইং দখল করেছে অস্ট্রিয়া সরকারের ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্ট। এই বিভাগ যুদ্ধের আগে থেকেই এইখানে আছে।

ফিলিপ আর জুলিয়া প্রথমে যে ঘরখানায় প্রবেশ করল সে ঘরে চারজন যুবতী টাইপ করছিল। একজন জিজ্ঞাসা করল: কি চাই।

ফিলিপ উত্তর দিল ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যানের সঙ্গে তাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। দয়া করে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

ঘরের বাইরে করিডরে যুবতী ওদের অপেক্ষা করতে বলল। করিডরে বসবার জায়গা ছিল। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল।

আধঘণ্টা পরে আধা-বয়সী একজন মহিলা ওদের ছোট একটা অফিসঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বসতে বলে ওদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন।

ফিলিপ বলল: আমাদের নাম তো দেওয়া আছে, ডঃ ভিডারম্যানের সঙ্গে আমাদের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

তবুও আপনাদের নাম বলুন, আমাকে এখানে খাতায় লিখে রাখতে হবে।

বেশ, লিখুন, জুনিয়র কমাণ্ডার জুলিয়া বেনেট, অ্যালায়েড কমিশন এবং কাউণ্ট ফিলিপ ফন লাউডন।

মহিলা ওদের নাম লিখে নিয়ে বললেন: দেখুন ডঃ ভিডারম্যান আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। তিনি ক্ষমা চেয়েছেন। তিনি আমাদের ফাইন আর্টস অকশান রুমের মানে ডোরোথিয়মের বোর্ডে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর হাতে প্রচুর কাজ, খুবই ব্যস্ত রয়েছেন, আমি তাঁর সহকারী, আমার নাম ইনগ্রিড ক্যাস্পার, তা আপনারা ডঃ ভিডারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন কেন?

অবিশ্যি বেশ ভদ্রভাবেই মহিলা কথাগুলো বললেন।

তাদের বাড়ির ছবিগুলির কাহিনী জুলিয়া বলল। ডেংকমালামটে ছবির তালিকা করবার জন্যে তাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সে কথাও বলল। সে তালিকা তৈরি করে এনেছে।

দেখি আপনার লিস্টখানা। লিস্টখানা পড়ে চোখ কপালে তুলে ইনগ্রিড ক্যাস্পার বলল, এ ত দেখছি সবই প্রায় ওল্ড মাস্টারদের ছবি! অত্যন্ত মূল্যবান!

সেইজন্যই ত আমরা ছবিগুলো উদ্ধার করতে আগ্রহী, ফিলিপ বলল, তা আপনারা কিভাবে এগোবেন? আরও লিস্ট পেয়েছেন বোধহয়।

হ্যাঁ, কিছু লিস্ট পেয়েছি। আমরা আপাততঃ এই সব লিস্টের নকল ইউরোপ ও অ্যামেরিকার সমস্ত আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়ম এবং আর্ট ডিলারদের কাছে পাঠিয়ে জানতে চাইছি যে তালিকাভুক্ত ছবি তাদের কাছে আছে কি না।

রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, ইস্ট জার্মানি ইত্যাদি দেশে তালিকা পাঠাচ্ছেন না? ফিলিপ প্রশ্ন করল।

কোনো লাভ নেই, ওরা জানাবে না। রাশিয়ানরা ছবি লুঠ···

আমাদের ছবি অর্থাৎ এই শুবার্ট কলেকশন নাৎসীরা লুট করেছে, আমি একজন সাক্ষী।

ঠিক আছে, ডঃ ভিডারম্যান আমাকে বলতে বলেছেন যে ছবিগুলি খুঁজে বার করবার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, তবে কবে যে সে সব ছবি পাওয়া যাবে তা বলতে পারছি না। অনেক সময় দেখা গেছে যে হারিয়ে যাওয়া ছবি কুড়ি বছর পরে আর্ট ডিলারের শো-রুমে পৌঁছেছে, তবুও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

জুলি শীগগির ইংলণ্ডে ফিরে যাবে। অস্ট্রিয়াতে তার কাজ শেষ

হয়েছে। ইংলণ্ডে ফেরার পর তাদের ইউনিট বাতিল করে দেওয়া হবে। ওর স্বামী বিল অনেক দিন একা আছে। ওর সঙ্গে কিছুদিন কাটিয়ে জুলি আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু ফিলিপ যে একা পড়ে যাবে। একেবারে নিঃসঙ্গ। বেচারীর যে কেউ নেই। তার নিজের অবশ্য এখন স্বামী হয়েছে। বিল বেনেট তার স্বামী ফিলিপের আসনেই বসেছে। এখন ত আর ফেরার পথ নেই। জুলি এখন ফিলিপকে পেয়ে যদিই বন্ধন কাটিয়ে দেয় তাহলে বিল হয়তো আত্মহত্যা করে বসবে।

জুলি লক্ষ্য করল তার বান্ধবী ডরিস ফস্টার অস্ট্রিয়ার সব কিছু ভালবেসে ফেলেছে। অস্ট্রিয়ার স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নদী, পাহাড়, এমন কি একজন অস্ট্রিয়ানকেও ভালবেসে ফেলেছে।

সেই অস্ট্রিয়ানের নাম ফিলিপ লাউডন। না। জুলির হিংসে হয় নি। ডরিস ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারের মেয়ে, ধনী, সুন্দরী, নানা গুণের অধিকারিণী। ফিলিপের ভার সে নিতে পারবে। ফিলিপ যদি ডরিসকে বিয়ে করে জুলি তাহলে নিশ্চিন্ত হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ফিলিপ ও ডরিসকে ব্রিটিশ ক্লাবে জুলি নিয়ে গেল। ডিনার খাওয়াল। ফিলিপের সঙ্গে ও নিজে প্রথমবার নাচল কিন্তু তারপর ডরিসকেই এগিয়ে দিল। ওদের দু'জনকে নাচতে দেখে জুলি প্রীত।

ক্লাবে হেলগা এবং অটোও এসেছে। ওরা অ্যামেরিকা থেকে ফিরেছে। অস্ট্রিয়ায় এসে হেলগার সঙ্গে জুলির এই প্রথম সাক্ষাৎ। অটো নাকি প্র্যাকটিস আরম্ভ করে দিয়েছে। তার বাবা ডঃ ক্লিংগোরের সার্জিক্যাল চেম্বারে সে অফিস করেছে। হেলগা তার সেক্রেটারির কাজ করছে। ইংলণ্ডে ফেরার আগে জুলি যেন একদিন তাদের বাড়িতে আসে।

জন কেলি একটা কাজ করেছে। সে পেন্টিং, কার্পেট, চামড়া বাঁধানো

সোনার জলে নাম লেখা অনেক দুষ্প্রাপ্য বই, রুপোর কাটলারি, আইভরি, চায়না ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উদ্ধার করেছে।

ভ্যানে ভর্তি করে এনে সেগুলি সে স্টেট অকশান হাউস অর্থাৎ ডরোথিয়ামে জমা দিচ্ছে। পর পর কয়েকটা ভ্যান ভর্তি সামগ্রী এল। সেগুলি যখন খালাস করা হচ্ছিল তখন সে ও তার বন্ধু রুপার্ট রাথ সরকারের পক্ষ থেকে তদারক করছিল এবং সামগ্রীগুলির ভার গ্রহণ করছিল।

তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ জন. তোমরা না থাকলে এইসব সামগ্রী এত তাড়াতাড়ি আমরা উদ্ধার করতে পারতুম না।

কিন্তু দেখ ভাই এগুলো যেন যত্নে থাকে এবং প্রাক্তন ও প্রকৃত মালিকরা দাবি করলে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সে ত নিশ্চয়।

তোমরা ছবি ও সামগ্রীগুলোর লিস্ট ছাপিয়ে বিলি করতে পার কিংবা খবরের কাগজে দফায় দফায় প্রকাশ করতে পার।

দেখি কি করা যায়!

বিয়ের দু' বছর পরে ফিলিপ ও ডরিসের প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করল। পুত্র। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে।

একদা রূপসী ভিয়েনা কিছু কিছু মেক-আপ সত্ত্বেও তার রূপ এখনও ফিরে পায় নি। শহরের সংস্কার কাজ চলছে ধীর গতিতে। সংস্কার করবার মালমসলার অভাব, লোহা, সিমেণ্ট, বৈদ্যুতিক শক্তি এবং আনুসঙ্গিক অনেক কিছু চাহিদামতো পাওয়া যায় না।

অভাব অন্যান্য জিনিসেরও, ভোগ্যপণ্য, খাদ্যদ্রব্য, পরিচ্ছদ, সব কিছুরই। একদা সুসজ্জিত ও নানা সম্ভারে পূর্ণ দোকানগুলির দিকে চাইলেই তা বোঝা যায়। এখন তাদের দুঃখিনী দশা।

দেশের এই মন্দা অবস্থাতেও ফিলিপের ইচ্ছে হল যে ডরিসকে একটা কিছু উপহার দেয়। কি উপহার দেবে? জুয়েলারি কিছু

একটা ? সে তো গতানুগতিক। একটা কিছু স্পেশাল উপহার দিতে হবে। রুপো বা বোন চায়নার একটা অ্যান্টিক যদি কোথাও পাওয়া যায় ত বেশ হয়।

স্টেট অকশান হাউসে নিয়মিত অকশান হয়। নীলামে বিক্রয়ের জন্যে নানারকম সামগ্রী আসছে। লোকের খুবই অভাব। যুদ্ধের সময় যে যা বাঁচাতে পেরেছে তার অনেক কিছুই এখন এই নীলাম-ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন আছে ফার্নিচাব বা টাইপ-রাইটার তেমনি আছে পোর্সিলেনেব পুরনো ক্রকারি। নানারকম সামগ্রী।

একটা অ্যান্টিক টি-সেট ছিল। ফিলিপের খুব পছন্দ হল। কিন্তু হায় একটা কাপ যে নেই! না, অসম্পূর্ণ সেট সে কিনবে না।

ফিলিপ ঘুরে ঘুরে দেখছে। হঠাৎ একজন বৃদ্ধেব উচ্চকণ্ঠ তাকে আকৃষ্ট করল। সেদিকে চেয়ে দেখল স্টেট অকশান হাউসের একজন কর্মীর সঙ্গে বৃদ্ধ একটা সামগ্রীর দর নিয়ে তর্ক করছে।

বৃদ্ধ কাগজে মোড়া একটা জিনিস দেখিয়ে বলছে যে এই জিনিসের মর্ম তুমি কি বুঝবে? তোমবা যে দাম বললে তা হাস্যকর। নেহাত অভাবে পডেছি নইলে এ জিনিস কেউ বেচে না, এই তোমাকে বলে দিলুম।

আরে? বৃদ্ধ তার চেনা মনে হচ্ছে! মনে পডেছে। এ তো কারমি অ্যালন যে লুডউইগ শুবার্টের বাড়ি প্রায়ই যেত চা খেতে। ভেরা একে আপ্যায়িত করলেও জুলি একে পাত্তা দিত না। তবে বাড়ির কর্তা লুডউইগ লোকটিকে পছন্দ করতেন, কারমির তিনি অনেক উপকার করেছেন। সাহায্য করেছেন বেশ কয়েকবার, দুজনে একত্রে জু-দের জন্যে অনেক কাজ করেছেন। একত্রে অনেক জায়গায় যাওয়া-আসা করেছেন।

লুডউইগের ঋণ কারমি উচ্চকণ্ঠে বহুবার স্বীকার করেছে।

ডোরোথিয়মের সেই কর্মী কারমির সব কথা শুনল না, ওকে

অবহেলা করে অন্যত্র চলে গেল। বৃদ্ধ কারমি কাগজে মোড়া সামগ্রীটি সযত্নে বুকে চেপে ধরে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

বৃদ্ধের হাতে কাগজে মোড়া সামগ্রীটা কি? দেখতে হবে ত! ফিলিপ বৃদ্ধের পাশে এসে জিজ্ঞাসা করল:

কারমি অ্যালন আমাকে চিনতে পার?

ফিলিপের মুখের দিকে অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলল:

ফিলিপ লাউডন না? তোমার চেহারা অনেক বদলে গেছে, তবুও চিনতে পেরেছি, তোমার ধারালো নাকটা আমার মনে আছে।

থ্যাংক ইউ, তোমার ঐ মোড়কে কি আছে।

দেখাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে ত আমি মিঃ শুবার্টের বাড়িতে দেখতুম, মিঃ শুবার্ট মানে আমার বন্ধু লুডউইগ কি ফিরে এসেছে?

না, তিনি ফিরে আসেন নি, যেখানে গেছেন সেখান থেকে কেউ ফেরে না।

অঁ্যা? মারা গেছেন। হি ওয়াজ এ গুড সোল।

বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মোড়ক খুলে জিনিসটি ফিলিপের হাতে খুব সাবধানে তুলে দিল।

জিনিসটি একটি ফুলদানি। অপূর্ব! এমন হালকা ও সজীব ফ্লাওয়ার ভাস ফিলিপ আর দেখে নি। যেন ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কি সুন্দর কারুশিল্প!

একটি বিবসনা বালিকা কতকগুলি গোলাপফুল ধরে আছে।

গোলাপ ফুলগুলি এমনভাবে সাজানো যে তার মধ্যে ফুল রাখা যায়। তবে ফুল সাজাবার জন্যে এ ফুলদানি নয়। ঘরে সাজিয়ে রাখবার জন্যে। বালিকা মূর্তি এত সজীব যেন বলে দিচ্ছে, এখানে ফুল রাখবার কি প্রয়োজন? এই ত আমি একগুচ্ছ গোলাপ ধরে রেখেছি।

ফুলদানিটি ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ হয়ে গেল। ডরিসকে এইটাই সে উপহার দেবে।

ফুলদানিটা তোমার মিঃ অ্যালন ?

হ্যাঁ বাবা, আরও কিছু সামগ্রী ছিল, সব বেচে বেচে খেয়েছি, আমার খুব দুঃখ, আমাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে ছিল, বেঁচে ফিরেছি কিন্তু ঘরে ফিরে দেখি খাবার কিছু নেই, আছে কতকগুলি কিউরিও, ওগুলি লুকানো ছিল, নাৎসীরা টের পায় নি, তা বাবা অ্যামেরিকানরা এইসব জিনিস কিছু কিছু কিনছে ত কিন্তু উপযুক্ত দাম পাচ্ছি না। পেটে খেতে হবে ত তাই যে দাম পাচ্ছি সেই দামেই বেচে দিচ্ছি। খুঁজলে বাড়িতে আর দু চারটে কিছু পাওয়া যাবে হয়ত!

বৃদ্ধ লোক ত! একবার কথা আরম্ভ করলে আর থামতে চায় না। বাধা দিয়ে ফিলিপ জিজ্ঞাসা করল :

ফুলদানিটা আপনি আমাকে বেচবেন ?

তা বেচতে পারি।

তাহলে চলুন আমরা ঐ কাফেতে যাই, বসে কফি খেতে খেতে কথা বলব, কিন্তু জিনিসটা আপনার নিজের ত ?

সে কি বাবা, আমার নিজস্ব, আমার ঠাকুদার আমলের জিনিস, এ জিনিস কি কেউ বেচে ?

কাফেতে বসে বুড়ো দুটো কেক খেল। মাখন ও ডিমের অভাবে কেক ত ভাল হচ্ছে না তবুও সেই কেকই বুড়ো দু'খানা খেল।

ঠিক আছে মিঃ অ্যালন, এটা আমি কিনলুম, আপনি কত দাম আশা করেন ?

তা বলতে পারছি না তবে ডরোথিয়মের ঐ পাজি লোকটা যে দাম বলছিল সে দামে নয়।

আমি আপনাকে নিরাশ করব না।

অ্যামেরিকানদের কয়েকখানা পোর্ট্রেট এঁকে এবং কিছু ছবি

বেচে ফিলিপের হাতে বেশ কিছু টাকা জমেছিল। সে বৃদ্ধ কারমি অ্যালনের নামে ৫০০ পাউণ্ডের একখানা চেক লিখে দিল। সে জানে যে এই ফুলদানি ইংলণ্ডে বা অ্যামেরিকায় নীলাম করলে হাজার পাউণ্ড অনায়াসে পাওয়া যাবে।

৫০০ পাউণ্ডের চেক পেয়ে বৃদ্ধ অবাক! এত বেশি সে আশা করে নি।

ফিলিপের অনেক প্রশংসা করে একদিন ফিলিপকে তার বাড়ি যেতে বলল। বাড়িতে কাপড়ে বোনা একখানা সুন্দর ছবি আছে। আসলে একটা টেবল ক্লথ। ছবিটা হল ইডেন কাননে অ্যাডাম ও ইভ। এত সুন্দর কাজ যে মনে হবে যেন অ্যাডাম আর ইভ এখনি উঠে আসবে, কথা বলবে। সেখানা সে দেখাবে।

ফিলিপ একদিন বৃদ্ধের বাড়ি যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি ফিরল। স্টুডিওতে গিয়ে ফুলদানিটা পরিষ্কার করল। পরিষ্কার করবার পর ফুলদানিটা আরও উজ্জ্বল হল। ফিলিপ মনে মনে বলল, ম্যাগনিফিসেণ্ট।

লুডউইগ কলেকশনের কোনো ছবির এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নি। পরদিন শুবার্ট আবার ডরোথিয়মে গেল। এবার অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। এখানে কি কি পেন্টিং আছে সে দেখতে চায়।

একজন কর্তাব্যক্তি ফিলিপকে বলল ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্টের ম্যাক্স ভিডারম্যানের সঙ্গে দেখা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে আসতে। ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যান সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ফিলিপকে। হ্যাঁ নিশ্চয়।

ফিলিপ একজন উদীয়মান আর্টিস্ট, পেন্টিংগুলি তারও দেখা উচিত কিন্তু ফিলিপ, আই অ্যাম সরি, রিগ্রেট ভেরি মাচ। আমাদের স্টোরে যেখানে পেন্টিংগুলো জমা আছে সেখানে বাইরের কোনো লোককে ঢুকতে দেবার আমার ক্ষমতা নেই।

সে ক্ষমতা কার আছে? ফিলিপ জিজ্ঞাসা করল।

তুমি এক কাজ কর, এখানে অ্যালায়েড গভর্নমেণ্টের কর্তাদের সঙ্গে দেখা কর, তারা অনুমতি দিতে পারে।

ফিলিপ তা না করে ইংলণ্ডে জুলিয়াকে চিঠি লিখল। এখানে ডরোথিয়মে তাদের কিছু পেণ্টিং থাকা সম্ভব। ভিয়েনার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জুলিয়া চিঠি লিখে ভিয়েনার ব্রিটিশদের বলুক ছবিগুলোর বিষয় খোঁজ নিতে।

জুলিয়ার চিঠি ও সেই সঙ্গে হারানো ছবির তালিকা ও অন্যান্য বিবরণী পেয়ে ভিয়েনায় অবস্থিত ব্রিটিশ প্রপার্টি কনট্রোল অফিসার একদিন ডরোথিয়মের ডিরেকটরের সঙ্গে দেখা করলেন। সঙ্গে অবশ্যই ছবির তালিকা এনেছিলেন।

ডিরেকটর খোঁজ খবর নিয়ে বললেন যে শুবার্ট আর্ট কলেকশন নাৎসীরা লুট করে নিয়ে ছবির নাম, শিল্পীব নাম, ছবির সাইজ ইত্যাদি সমেত যে তালিকা দিয়েছিল এবং তারপরে তদানীন্তন ডিরেকটর ছবিগুলির নম্বর দিয়ে আর একটা যে তালিকা তৈরি করছিল এ সবই আলমারি থেকে উধাও। মাঝে ন বছর পার হয়েছে। পরে গাদা গাদা ছবি এসেছে। এত ছবি জমা হয়েছে যে সেগুলি দেখা এখন সম্ভব নয়। কর্মীর অভাব। কবে যে দেখা সম্ভব হবে তা এখন কিছুই বলা যাচ্ছে না। আপাতত কিছুই করা যাচ্ছে না।

ব্রিটিশ প্রপার্টি কনট্রোল অফিসার কি আর করেন, তিনি জুলিয়াকে সেই মতো জানিয়ে দিলেন।

ফিলিপ কিন্তু নিরুৎসাহ হল না।

কারমি অ্যালন অর্থাৎ সেই বৃদ্ধ, সে ডরোথিয়মে অনেকবার গেছে, ওদের স্টোরেও ঢুকেছে, অনেক কিছু দেখেছেও, ছবি,

শিল্পসামগ্রী, ছোটখাট মূর্তি, ইত্যাদি। তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখা সে কিছু বলতে পারে কি না।

বৃদ্ধ ত তাকে তার বাড়ি যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে। সে হয়তো কিছু বলতে পারে কিংবা তাকে অনুরোধ করলে ডরোথিয়মের স্টোরে যেতেও পারে। এছাড়া লুডউইগ শুবার্টকে চালান করবার আগে পর্যন্ত কারমির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। লুডউইগ সম্বন্ধে অজানা কিছু খবর কারমি দিতে পারে যেমন ইহুদি নয় এমন কোন বন্ধুর সঙ্গে লুডউইগ কথাবার্তা বলত বা দেখা করত এবং এইরকম কারও কাছে লুডউইগ কোনো তালিকা বা চিঠি রেখে গেছে কি না।

অনেক কষ্টে আধ ডজন ডিম সংগ্রহ করে এবং সেগুলি সঙ্গে নিয়ে ফিলিপ একদিন বৃদ্ধ কারমি অ্যালনের সঙ্গে দেখা করল।

ফিলিপ তার উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতেই বৃদ্ধ বলল, নিশ্চয়, নিশ্চয়, আমি বেইমান নই বাবা, লুডউইগ এবং তুমি তোমরা দুজনেই আমার অনেক উপকার করেছ, নিশ্চয় আমি ডরোথিয়মে যাব। যতবার দরকার হয় ততবার যাব।

এবং আশ্চর্য! ১৯৪৯-এর ১৭ মার্চ তারিখে যে নীলাম হবে এবং সেই নীলামের জন্যে যেসব ছবি সাজানো হচ্ছিল, কারমি সেগুলি দেখে এসে ফিলিপকে খবর দিল যে দু'খানা ছবি তার চেনা মনে হচ্ছে। লুডউইগের বাড়িতে ছবি দু'খানা সে দেখেছে যেন।

নীলামের দিন ফিলিপ হাজির হল। বৃদ্ধ ঠিকই বলেছে। ১২২ নম্বর আর ১২৮ নম্বর ছবি দু'খানা ফিলিপ চিনতে পারল। ১২২ নম্বর ছবির শিল্পী হল হোগার্ট এবং ১২৮ নম্বর ছবির শিল্পী সেজান। দ্বিতীয় ছবিখানা আসল নাও হতে পারে, হয়তো কপি তবে দু'খানা ছবিই শিল্পীদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি বলা যায় না।

অতি সাধারণ কাজ।

১২২ নম্বর ছবি যখন নীলামে উঠল তখন ফিলিপও ডাকতে

আরম্ভ করল। ডাক বেশি উঠছে না। বেশির ভাগ ডাক দিচ্ছে মক্কেলদের হয়ে ডরোথিয়মের মহিলা কর্মীরা।

হোগার্টের আঁকা ১২২ নম্বর ছবির শেষ ডাক দিল ফিলিপ। তার মনে হল এরপর আর কেউ ডাক দেবে না। কিন্তু ভুল। সে লক্ষ্য করল যে মহিলা তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিল তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যান কি বলল।

ইতিমধ্যে নীলামদার দু'বার হাতুড়ির আঘাত করে ঘোষণা করছে যে, 'আমার ডান দিকে ভদ্রলোক (অর্থাৎ ফিলিপ)...'

তৃতীয় বার হাতুড়ি ফেলবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সেই মহিলা ফিলিপের চেয়ে বেশি দাম হাঁকল এবং সঙ্গে হাতুড়ি পড়ে যাওয়ায় ছবিখানা ফিলিপের আর কেনা হল না।

তবে সেজানের আঁকা ১২৮ নম্বর ছবিখানার জন্যে কেউ আগ্রহ প্রকাশ না করায় সেখানা ফিলিপ সহজেই কিনতে পারল। ছবিখানা একখানা স্কেচ।

টাকা জমা দিতে যাবার সময় ক্যাশিয়ারকে সে জিজ্ঞাসা করল ১২৮ নম্বর সেজানের ছবি কে নীলামে বিক্রির জন্যে পাঠিয়েছিল? কারণ ফিলিপের সন্দেহ হয়েছিল যে লুডউইগ আর্ট কলেকশনের সব ছবি ডরোথিয়মে জমা পড়ে নি। কিছু সাধারণ ছবি বাইরে চলে গেছে।

ক্যাশিয়ার নাম ঠিকানা বলে দিল।

১২৮ নম্বর সেজানের ছবিখানা বিক্রির জন্যে এসেছিল হামবুর্গ থেকে। লুডউইগ শুবার্টের আর্ট কলেকশনের যে তালিকা ফিলিপের কাছে আছে তাতে সেজানের অন্য ছবি থাকলেও এই ছবিখানার উল্লেখ নেই। কিন্তু তবুও তার মন বলছে ছবিখানা সে শুবার্টদের বাড়িতে দেখেছে। ছবিখানা উলটে-পালটে কোথাও প্রকৃত মালিকের নাম

পাওয়া গেল না তবে ফ্রেমারের নাম পাওয়া গেল। ফ্রেমারের ঠিকানা ভিয়েনা, বিখ্যাত ফ্রেমার। ভিয়েনায় শিল্পীরা এবং আর্ট কলেকটররা এরই দোকানে ছবি বাঁধাতে দেয়।

ছবিখানা বিক্রির জন্যে ভিয়েনার ডরোথিয়মে পাঠিয়েছিল হামবুর্গের একজন আইনব্যবসায়ী, নাম ডঃ আরউইন বায়ার।

লুডউইগেব ছবিগুলির যদি কোনো সন্ধান পাওয়া যায়, এই উদ্দেশ্যে একদিন ফিলিপ হামবুর্গে এসে হাজির হল। ফিলিপ খোঁজ নিয়ে জানল যে হামবুর্গে আদালত মহলে ডঃ বায়ারের বেশ নাম আছে। নুরেমবার্গে বিচারের সময় ডঃ বাযার নাৎসী অপরাধীদের পক্ষ সমর্থন করত।

তাহলে ত উকিলমশাই নাৎসী দলভুক্ত ছিলেন এবং এখনও বোধহয় নাৎসী মনোভাবাপন্ন। অতএব ·· দেখা যাক লোক কি রকম, কি বলে, কিছু নতুন খবর পাওয়া যায কিনা। উকিল মশাইযের সেক্রেটাবি মারফত অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করে কাউণ্ট ফিলিপ ফন লাউডন দেখা কবতে গেল।

ওয়েটিংরুমের গদি আটা চেয়ার এবং অন্যান্য ফার্নিচার বেশ দামী। দেওযালে হামবুর্গ বন্দরের বেশ বড একখানা অয়েলপেণ্টিং টাঙানো রয়েছে। ছবিখানা আকারেই বড়, মৌলিকতা নেই, দেখে মনে হবে রঙিন ফটোগ্রাফ। ভিয়েনা ফেরবার আগে সে বন্দবের একটা স্কেচ করে নিয়ে যাবে তারপর সময়মতো নিজেই একখানা ছবি আঁকবে, ফিলিপ ভাবল।

প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা কববার পর চেম্বার থেকে একজন বয়স্ক লোক বেরিয়ে এসে একটা চেয়ারের ওপর থেকে তার ওভার-কোটটা তুলে নিল। ওভারকোটটা সে যখন পরছিল তখন তার মুখের দিকে ফিলিপ কৌতূহলবশে চেয়ে দেখছিল। মুখটা চেনা মনে হচ্ছিল।

লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর ফিলিপের মনে পড়ল।

লোকটা একজন এস এস জেনারেল। কি যেন নাম মনে পড়ছে না। তবে এর পোর্ট্রেট সে যুদ্ধের সময় এঁকেছে। পরে শুনেছে এই লোক দশ লক্ষ ইহুদি হত্যার জন্যে দায়ী। কি যেন নাম? মনে পড়েছে। রসম্যান, বুচার অফ রিগা, রিগা শহরের কসাই, এই খ্যাতি অর্জন করেছে রসম্যান। কে জানে এখন সিভিলিয়ান পোশাক পরে নাম ভাঁড়িয়ে হয়তো ব্যবসাদার কিংবা কোনো কম্পানির ডিরেক্টর বনে গেছে। তাহলে এই উকিলবাবু যার নাম আরউইন বায়ার তিনিও বোধহয় একই দলের হবেন। এমন লোক কি চিত্ররসিক হতে পারে?

উকিল মশাইয়ের ওয়েটিংরুমের ফারনিচারগুলি আধুনিক কিন্তু তাঁর চেম্বারের ফারনিচারগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর ফারনিচারের আদলে তৈরি। প্রতিটি পালিশ করা, ঝকঝক করছে, মুখ দেখা যায়। মেঝেতে কারপেট পাতা। দেওয়ালে জার্মানির কয়েকজন খ্যাতনামা আইনজীবী ও বিচারপতির ছবি।

লোকটি বেশ মোটাসোটা। জোরে কথা বলে, জোরে হাসে। কাউন্টের জন্যে সে কি করতে পারে?

ফিলিপ বলল: ভিয়েনায় ডরোথিয়মের নীলামে আপনি সেজানের যে ছবিখানি পাঠিয়েছিলেন সেখানি আমি কিনেছি। ছবির ইতিহাস অর্থাৎ আপনি ছবিখানি কার কাছে ও কিভাবে সংগ্রহ করলেন এবং আপনার কাছে সেজান বা আর কারও ছবি আছে কিনা জানতে আমি এসেছি।

তাই নাকি কাউন্ট? ভেরি গুড। কিন্তু আমি তো আপনাকে কিছুই সাহায্য করতে পারব না কারণ আমি ছবির মালিক নই। আমার একজন মক্কেলের নির্দেশে ছবি আমি ভিয়েনায় পাঠিয়েছিলুম, ও আপনি তাহলে ছবিখানা কিনেছেন?

তাহলে ডঃ বায়ার আপনার সেই মক্কেলের নাম ঠিকানা আমাকে দয়া করে বলুন, আমি দেখা করব।

ভেরি সরি কাউন্ট, আমার সেই ক্লায়েন্ট মারা গেছেন। আমি

তাঁর এস্টেট দেখাশোনা করি তাও আবার অ্যামেরিকার এক অ্যাটর্নির মারফত, অনেক ঝামেলা আমাকে পোয়াতে হয়, এই এস্টেট নিয়ে। এই এস্টেট যে পেয়েছে সে মালিকের দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়া, অ্যামেরিকাতেই বসবাস করে, সে অনেক ব্যাপার মশাই।

ফিলিপ বুঝল আর কোনো প্রশ্ন করে লাভ নেই কারণ আরউইন বায়ার বলবে না। যেটুকু বলল সেটুকুও তৈরি করা বোঝা যাচ্ছে এবং এমনভাবে তৈরি করা যে ফিলিপের সকল প্রশ্নের উত্তর সহজে এড়ানো যাবে।

ফিলিপের কাছে আরউইন বায়ার অনেক ক্ষমা চেয়ে তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। বিদায় নেবার পূর্বে হ্যাণ্ডশেক করবার সময় ফিলিপ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল যে এই ছবির সঙ্গে হোগার্টের আঁকা একখানা ছবি নীলাম হল, সেখানার মালিক কি ঐ অ্যামেরিকা প্রবাসী মহিলা? আপনি কি বলতে পারেন?

ফিলিপ লক্ষ্য করল আরউইনের হাসিমুখে হঠাৎ যেন একটা কালো ছায়া নেমে এল। না। আরউইন জবাব দিল। ঐ একটা সেজানের ছবি ছিল। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ছবিখানা প্যারিসে পাঠান হবে কিন্তু নানাকারণে প্যারিসে পাঠান সম্ভব হয় নি বলে ভিয়েনায় পাঠান হয়েছিল।

আরউইন বায়ারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে ফিলিপ দেখল যে হামবুর্গ আর্ট গ্যালারি এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। ওটা কাল দেখা যাবে। তাহলে কোথাও চা খেয়ে নিয়ে বন্দরে যেয়ে একটা স্কেচ করে নেওয়া যাক। তারপর একটু শহর বেড়িয়ে কোথাও ডিনার খেয়ে হোটেলে ফেরা যাবে।

একটা রেস্তরাঁয় ঢুকে চা ও কিছু খেয়ে নিয়ে ফিলিপ একটা ট্যাকসি নিল। হামবুর্গ হারবরের কাছে একটা রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে ট্যাকসিওয়ালা বলল: ট্যাকসি আর যাবে না।

খানিকটা পথ হেঁটে ফিলিপ যখন হারবারে পৌঁছল তখন আলো পড়ে আসছে। পড়ন্ত আলোয় জাহাজ, ক্রেন এবং সমুদ্রের জলের একটা বিশেষ রূপ আছে।

প্রশস্ত জেটি। একটা জায়গা বেছে নিয়ে ফিলিপ তার স্কেচবুক ও পেনসিল বার করল। ওর পিছনে বেশ খানিকটা দূরে একটা লরি মাল বোঝাই করছিল। লরিটা বোধহয় তার পাশ দিয়ে এই পথ দিয়ে যাবে। তবুও সে আরও খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে সুবিধে মতো একটা জায়গা মনোনীত করল। একটা ভাঙা প্যাকিং কেস পাওয়া গেল। তারই ওপর বসে হাঁটুর ওপর স্কেচ বুক রেখে সে আঁকতে আরম্ভ করল।

হাজার হক সে ত শিল্পী। তাই পারিপার্শ্বিক সব ভুলে ছবিতেই সে মনোনিবেশ করল। দু' একজন পথচারী হয়ত ঘাড় বেঁকিয়ে ওকে দেখে গেল। সে এক মনে ছবি এঁকে চলেছে। প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল। পিছনে লরির আওয়াজ। প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে সরে যাবারও সময় নেই। লরি হর্ন ত বাজায় নি এমন কি সামনে মানুষ দেখে গতিও কমায় নি। এখনি তাকে ধাক্কা দিল বলে।

ফিলিপ কোনোরকমে ইচ্ছে করে পাশে পড়ে গিয়েই একটা পাল্টা খেয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাল। বাক্সটা দুমড়ে মুচড়ে পিশে দিয়ে লরিটা উধাও হল, যত জোরে পারল। আর এক সেকেণ্ড দেরি হলে বোধহয় ফিলিপের অবস্থা ঐ বাক্সর মতো হত।

ফিলিপ উঠে দাঁড়াল। হাত পা কাঁপছিল। নিজেকে সংযত করতে কয়েক মিনিট লাগল, কোথাও আঘাত লাগে নি, দু এক জায়গায় আঁচড়ে গেছে। স্কেচবুক আর পেনসিল তুলে নিল।

ফিলিপের বুঝতে বিলম্ব হল না, লরির লক্ষ্য ছিল সে। তাহলে

একদা নাৎসী দলভুক্ত উকিল মশাই এখনও নাৎসীই আছেন! তিনি কাজে নেমে পড়েছেন!

বড় রাস্তায় এসে একটাও খালি ট্যাকসি পাওয়া গেল না। রাস্তায় অনেক চলছে। মনে হয় উকিল সাহেব এখনি এবং প্রকাশ্য রাস্তায় কিছু করবেন না। তবুও ফিলিপ যতদূর সম্ভব সাবধানে পথ চলতে লাগল। বাইরে আর ডিনার খেল না। নিজের হোটেলে ফিরে ডিনার খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ল।

হোটেলে আসবার সময় একটা বুকস্টল থেকে আরভিং স্টোনের সদ্য প্রকাশিত ভ্যান গগের জীবনী 'লাস্ট ফর লাইফ' কিনে এনেছিল। সেইখানা পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ল।

দু সপ্তাহ হল ফিলিপ ভিয়েনায় ফিরে এসেছে। স্কেচবুক দেখে সে ক্যানভাসে হামবুর্গ হারবারের ছবিটা তুলে নিল। ভেবেছিল অয়েলে আঁকবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি মনে করে ওয়াটার কলারেই আঁকল।

কারমি অ্যালনের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। ইতিমধ্যে সে আর ডরোথিয়মে গিয়েছিল কিনা, কিছু দেখেছে কিনা সেটা জেনে আসা দরকার।

বেশি দূরে নয়। ফিলিপ হাঁটতে হাঁটতে কারমির বাড়িতে পৌঁছল। সামনে একটু ছোট বাগান, পিছনেও বাগান। পিছন দিকে কাঁচ ঘেরা একটা বারান্দা আছে। বারান্দায় প্রায় সর্বক্ষণ রোদ থাকে। তাই বৃদ্ধ কারমি বিকেল পর্যন্ত এই বারান্দাতেই থাকে। ফিলিপ যে দু তিনবার তার বাড়িতে এসেছে সেই ক'বারই এই বারান্দাতেই বসেছে।

তাই আজ সে পিছনের বারান্দায় এল। কারমি বারান্দায় নেই। বারান্দা পার হয়ে কিচেন। কিচেনে ঢুকে ফিলিপ বৃদ্ধের নাম ধরে কয়েকবার ডাকল। সাড়া পেল না।

বুড়ো ত বাড়ির বাইরেও বেরোয় নি তাহলে বাড়ির পিছনের ও সামনের দরজা খোলা থাকত না। তাহলে কি বুড়োর অসুখ করল? বেডরুমে শুয়ে আছে?

কিচেন পার হয়ে লাউঞ্জে এল। ডান দিকে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির নিচের ধাপে বুড়ো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অবিশ্যি একটা বদ গন্ধ ফিলিপের নাকে আগেই ধাক্কা দিয়েছিল। এখন বুঝল বুড়ো সম্ভবত চার পাঁচ দিন আগেই মরে গেছে। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে কাছে এসে দেখল মাথার পিছনে চাপ চাপ রক্ত জমে রয়েছে। সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলে মাথার পিছন দিকে আঘাত লাগবে না।

কারমি যখন বাড়িতে থাকে তখন পায়ে থাকে স্লিপার। এখন পায়ে রয়েছে ফিতে বাঁধা ডার্বি শু। পায়ের কাছে বেতে বোনা একটা শপিং ব্যাগ পড়ে রয়েছে।

ব্যাগে কোনো সামগ্রী নেই। দোকানে কি কি জিনিস কিনতে হবে তার একটা লিস্ট রয়েছে আর রয়েছে তার নামে একখানা চিঠি। চিঠিখানা বোধহয় ডাকে দিত। তার বাড়ির ঠিকানা খামের ওপর লেখা রয়েছে। চিঠিতে লেখা ছিল:

প্রিয় হেয়র্ লাউডন

আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা না করলেও আমার মনে হয়েছে যে হেয়র লুডউইগ শুবার্ট ও তাঁর পত্নী ফ্রাউ ভেরা শুবার্টকে নাৎসীরা ধরে নিয়ে যাবার আগে ওঁরা ওঁদের মেয়ে ফ্রাউলাইন জুলিয়ার জন্যে কারও কাছে কোনো বার্তা বা কোনো জিনিস রেখে গেছেন কিনা। আমি বুড়ো হয়েছি, স্মরণশক্তি কমে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ল যে ইহুদি নয়, এমন দু'জনের সঙ্গে হেয়র শুবার্টের যোগাযোগ ছিল। একজন হল তাঁর ক্লার্ক এবং অপর জন হলেন ফ্রাউ শুবার্ট ও তদীয়া কন্যার ড্রেসমেকার মহিলা। এদের ঠিকানাও ভুলে গিয়েছিলুম। এখন মনে পড়ল। মনে থাকতে থাকতে আপনাকে ওদের দু'জনের ঠিকানা জানালুম। আমার মনে হচ্ছে ঐ দু'জনের কাছে হেয়র শুবার্ট

হয়তো কিছু গচ্ছিত রেখে গেছেন। আপনি এখন ভিয়েনার বাইরে তাই এই চিঠি লিখে জানাচ্ছি। আশাকরি ফিরে এসে আমাকে খবর দেবেন। আপনার মঙ্গল হক। ইতি—কারমি অ্যালন

চিঠিখানা ফিলিপ পকেটে পুরল। চিঠিতে কোনো তারিখ দেওয়া ছিল না, থাকলে মৃত্যুর তারিখটা জানা যেত। ঠিকানা দুটো লিখতে ভোলে নি। চিঠির উলটো পিঠে বেশ স্পষ্ট করে ঠিকানা লিখে দিয়েছে।

ফিলিপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় একটা টেলিফোন বুথ থেকে পুলিসকে টেলিফোন করল। কারমির বাড়ির ঠিকানা জানিয়ে বলল, বাড়িতে একটা ডেডবডি পড়ে রয়েছে, আমি নিজের নাম বলব না। তবে খবর পাকা।

স্পষ্ট করে লিখলেও কারমি অ্যালনের দেওয়া ঠিকানায় ভুল ছিল। ভাগ্যক্রমে লুডউইগ শুবার্টের কেরানী ফ্রাঞ্জ মোলটেরার এবং ফ্রাউ ভেরার ড্রেসমেকার ফ্রাউ শুবা-এর নাম টেলিফোন গাইডে পাওয়া গেল।

ফ্রাউ শুবার বয়সও হয়েছে, অবস্থাও পড়ে গেছে। চারতলা একটা পুরনো ব্যারাক বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে বিয়াট্রিক্স শুবা থাকে। ঘরে একটা পুরনো সেলাইকল, একটা বড় কাঁচি এবং সেলাই করার অপেক্ষায় কাটা বা অর্ধ-সমাপ্ত কিছু পোশাক দেখা গেল। যুদ্ধের পর তার দোকান উঠে গেছে। আধুনিক ফ্যাশনের কোনো খবরও রাখে না। পুরনো দু একটা যা বাড়ি আছে তাদেরই ওপর নির্ভর করে বিয়াট্রিক্সের দিন গুজরান হয়।

ফিলিপ যখন তার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তখন মহিলা সেলাইকল চালাচ্ছিল। ফিলিপকে দরজার সামনে দাঁড়াতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

গলা ঝেড়ে ফিলিপ জিজ্ঞাসা করল : তোমার নামই কি ফ্রাউ বিয়াট্রিক্স শুবা ?

মহিলার কণ্ঠস্বর কর্কশ। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল : কেন কি দরকার ? কি চাই ? আমি এখন ব্যস্ত, এই ফ্রকটা আর এক ঘণ্টার মধ্যে ছুঁড়িটা নিতে আসবে। কি ? কিছু বলছ না যে ?

ফিলিপ তার আগমনের উদ্দেশ্য বলল।

ফিলিপের বক্তব্য শুনে মেসিন থামিয়ে বলল :

ভেরা শুবার্ট ? জুলিয়া ? লুডউইগ ? ওরা ত জু ? না, না, আমি জু-দের সঙ্গে কখনও কোনো কারবার করি নি, ওদের নাম শুনেছি বটে, ঐ যে জুলিয়া না কে ? ছুঁড়িটার বন্ধু হেলগার আমি অনেক ড্রেস তৈরি করেছি। না না, তুমি ভুল শুনেছ, এখন যাও আমার মাথার ঠিক নেই। এক দফা ত নাৎসীরা লুটপাট করে ভেঙে-চুরে তচনচ করে পালাল। এখন আবার রাশিয়ানরা জ্বালাচ্ছে। আমাদের ব্যারাকের ছুঁড়িগুলো যে কোথায় গেল কে জানে ?

ফ্রাউ শুবা ত ফিলিপকে ভাগিয়ে দিল। সব অস্বীকার করল। ফিলিপের সন্দেহ হল যে এই তিরিক্ষি মেজাজের মহিলাকে জুলির মা জুলিকে দেবার জন্যে কোনো অলংকার বা মূল্যবান কোনো সামগ্রী বিশ্বাস করে দিয়ে গিয়েছিলেন। মহিলা সেগুলি বিশ্বাস ভঙ্গ করে আত্মসাৎ করেছে।

এখানে ব্যর্থ হয়ে ফিলিপ চলল লুডউইগ শুবার্টের প্রাক্তন কেরানী ফ্রাঞ্জ মোলটেরারের বাড়িতে। ফ্রাঞ্জের বাড়িতে ঢোকবার আগে কানাঘুসোয় শুনল যে যুদ্ধের সময় লোকটি জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজের অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছে এজন্যে পাড়ায় সে একরকম একঘরে।

ফ্রাঞ্জের বসবার ঘরে ঢুকে ফিলিপের মনে হল লোকটি বেশ অবস্থাপন্ন। ফ্রাঞ্জ স্বীকার করল যে হেয়র শুবার্টের মতো মনিব

পাওয়া ভাগ্যের কথা। সে বলল হিটলার ভুল করেছে, সে যদি ইহুদিদের নিপীড়ন না করত তাহলে সে যুদ্ধে হারত না। তবে এ কথা ঠিক যে যুদ্ধে জিতলে আজ আর জার্মান ব্যতীত কাউকেই আর ইউরোপে বাস করতে হত না। ভাগ্যিস হিটলার জেতেনি।

কিছু ড্রিংক দোব কি কাউন্ট লাউডন ?

না, থ্যাংকস, আংকল লুডউইগ কি আপনার কাছে কিছু গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ, দু'টো ট্রাংক রেখে গিয়েছিলেন। এই বাড়ির নিচতলায় একটা বড় আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলার আছে, সেখানে আমরা আমাদের মালপত্র রেখে দিই, ট্রাংকদুটো ওখানেই ছিল কিন্তু পরে আর দেখতে পাই নি।

রাশিয়ানরা ত বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে লুটপাট করেছে, আমারই ত রুপোর কিছু কাটলারি দুটো ওভারকোট এবং আরও কিছু জিনিস ওরা কেড়ে নিয়ে গেছে আর কত মেয়ের যে সর্বনাশ করেছে তা আর কি বলব ! তখন আমি নিজেকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, হেয়র শুবার্টের ট্রাংকের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।

ফ্রাঞ্জের কথা বলার ধরন দেখে ফিলিপের সন্দেহ হল যে এই মানুষটিও ট্রাংক খুলে মালপত্র আত্মসাৎ করে খালি ট্রাংক দুটো নিচে সেলারে ফেলে রেখেছিল। কারণ সে জানত যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে শুবার্টরা আর ফিরে আসবে না। তাদের মেয়ে ? ফিরে যদি আসে তাহলে এই কথাই বলত !

ট্রাংকে কি ছিল জানতেন ?

না, না, আমি ট্রাংক খুলিই নি। মালপত্র কি ছিল জানি না তবে কিছু কাগজপত্রের কথা হেয়র শুবার্ট আমাকে বলেছিলেন।

ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই।

বেশ, আবার যদি কোনো দরকার হয় আসবেন আবার।

ফিলিপ নিচে নেমে এল। একবার সেলারটা দেখে গেলে হয়।

সেলারে প্রবেশ করতে বাধা নেই। মাটির নিচে বিরাট হল। খুপরি খুপরি ঘেরা জায়গা আছে। সেখানে সকলে নিজের নিজের নাম লিখে রেখেছে।

ফিলিপ দেখল যে, রাখাও যায় না ফেলাও যায় না, এমন সব জিনিসেই খুপরিগুলি ভর্তি। ট্রাংকের মালপত্র আগেই সরিয়ে নিয়েছিল ত তাই ফ্রাঞ্জ সে দুটো এখানে ফেলে রেখেছিল।

ফ্রাঞ্জের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গাটায় ফিলিপ ঢুকে পড়ল। ভাঙা স্টোভ, পুরনো ওয়াশিংমেসিন এই রকম কয়েকটা জিনিস পড়ে রয়েছে। কিছু পুরনো মাসিকপত্রিকা পড়ে রয়েছে। সেগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে শুবার্টদের কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেল। যা পাওয়া গেল তার মধ্যে ছিল কয়েকটা পূরন করা সরকারী ফরম যাতে শুবার্টের সমস্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়েছিল, পাসপোর্ট, ব্যাংকের পাসবই, ব্যাংকের সেফ ডিপজিট বক্সে নগদ টাকা জমা রাখার রসিদ। নগদ টাকার পরিমাণ কম নয়।

ফেরত পাওয়া যাবে কি? জুলিয়ার কাজে লাগবে। আর এই সঙ্গে ছিল কিছু সার্টিফিকেট। রুপোর একটা কলমও পাওয়া গেল। কলমটা ফিলিপ চিনতে পারল। এই কলমটা ছিল জুলির খুব প্রিয়।

ফিলিপ বিলম্ব করল না। ফ্রাঞ্জের বাড়ির সেলারে যে সব কাগজপত্র পেয়েছিল সেগুলি গুছিয়ে এবং সে নিজে যা জানত তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখে নিয়ে জুলির উকিল অটো জুরাকের সঙ্গে দেখা করল। অটো হল জুলির বান্ধবী হেলগার স্বামী। সে আজকাল খুব ব্যস্ত। ইহুদিরা তাদের সম্পত্তি উদ্ধার করতে ব্যস্ত। অটো প্রচুর ইহুদি মক্কেল পাচ্ছে। দু'হাতে পয়সা রোজগার করছে। ফেঁপে উঠেছে।

অটো কাগজপত্রগুলি খুঁটিয়ে দেখে বলল: শুবার্টের বাড়িখানা উদ্ধার করা যাবে তবে সময় লাগবে, তবে ব্যাংকে যে নগদ টাকা

সেফ ডিপজিটে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তা পাওয়া যাবে না কারণ ব্যাংকে রাখা এরকম নগদ টাকা নাৎসীরা আগেই উঠিয়ে নিয়েছে আর যদিও বা থেকে থাকে তাহলে উত্তরাধিকারীকে প্রতিটি ব্যাংক নোট, কয়েন বা অলংকার যদি কিছু থাকে বিবরণ দাখিল করতে হবে। ব্যাংক সেগুলি পরীক্ষা করে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই উত্তরাধিকারীকে তা ফেরত দেবে যদি অবশ্য সে টাকা থেকে থাকে।

ফিলিপ বলল: এ ত অসম্ভব কারণ ব্যাংকের দেওয়া রসিদে মোট টাকার পরিমাণটাই লেখা আছে, নোটের নম্বর বা কোনো বিবরণ লেখা নেই। তবুও আমি জুলিয়াকে একবার লিখে দেখব তার কাছে যদি কিছু থাকে কারণ টাকার পরিমাণ ত বেশ মোটা।

লিখে দেখ, ইতিমধ্যে কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি আইন সংশোধন করাবার চেষ্টা করছেন। তা যদি হয় তখন আবার চেষ্টা করা যাবে।

এরপর অনেক দিন কেটে গেল। বেশ কয়েকটা বছর। গুবার্ট আর্ট কলেকশন উদ্ধারের আশায় ফিলিপ জলাঞ্জলি দিয়েছে। এখন সে ছবি আঁকা নিয়ে নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পোর্ট্রেট আর নারী মূর্তি আঁকায় তার নাম হয়েছে। রোজগার বেশ ভালই হচ্ছে।

১৯৬৫ সালের ফেবরুয়ারি মাসে একটা কাণ্ড ঘটল।

মিউনিক থেকে প্রচারিত টেলিভিসনে একটা ডকুমেণ্টারি হঠাৎ তার নজরে পড়ল। এই ডকুমেণ্টারি তার হয়ত দেখা হয়ে উঠত না কারণ সেদিন ডরিসকে নিয়ে তার অপেরায় যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু বাচ্চার শরীর খারাপ হওয়ায় তাদের অপেরায় যাওয়া হল না।

অতএব সময় কাটাবার জন্যে ফিলিপ টেলিভিসনের অনুষ্ঠান দেখতে লাগল।

অনুষ্ঠানটির বিষয়বস্তু ফিলিপের পক্ষে আকর্ষণীয়। এক দল শিল্প সমালোচক জার্মানির আর্ট ট্রেজার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডঃ বার্নার্ড

গুনস্টের সঙ্গে এক আলোচনা বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছিলেন হ্যানস ক্রুগ।

সারা ইউরোপের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়ম বা ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নাৎসীরা বিপুল পরিমাণে ছবি ও শিল্প সামগ্রী লুট করেছিল। এই সব লুট করা ছবি ও শিল্পসামগ্রীগুলি মিউনিকে দশ নম্বর মাইজারস্ট্রাস বাড়িতে রাখা হয়েছিল। ছবিগুলির তালিকা তৈরি এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ছবি ও শিল্পসামগ্রী প্রকৃত মালিকদের অবশ্যই ফেরত দেওয়া হবে।

ছবি ও শিল্পসামগ্রী অর্থাৎ ঐ সব আর্ট ট্রেজার অনেক আগেই মিউনিকের ঐ বাড়িতে জমা করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে কি ভাবে এই খবর রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন সরকারের কাছে সারা পৃথিবী এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ আর্ট ট্রেজার সম্বন্ধে ইনকুয়ারি আসতে থাকে। অনেকেই তাদের হারানো ছবি দাবি করে চিঠি লেখে। কিন্তু মিউনিকের ঐ দশ নম্বর মাইজারস্ট্রাসে বাড়ির কর্তারা নীরব থাকে। আর্ট ট্রেজারও কাউকে দেওয়া হয় নি।

টেলিভিসনের ঐ আলোচনা বৈঠকে অনেক তথ্যই ফাঁস হয়ে গেল। ফিল্ড মার্শাল হারমান গোয়রিং প্রচুর ছবি চুরি করেছিল। সেসব ছবিও সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৯৬৩ সালের মধ্যে ৬১৫৬১টি ছবি বা শিল্পসামগ্রী ও অ্যান্টিক, কিউরিও প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া হয়েছে।

হ্যানস ক্রুগ তখন মন্ত্রী ডঃ বার্নার্ড গুনস্টকে জিজ্ঞাসা করলেন :

বাকি ছবির কি ব্যবস্থা হবে ?

মন্ত্রী বললেন : যেখানে যেখানে জার্মান দূতাবাস আছে সেখানে ছবি টাঙানো হবে। বাকি যা থাকবে তা পূর্ব জার্মানিকে দেওয়া হবে ?

কেন ? হ্যানস ক্রুগ রেগে গেলেন। তিনি বললেন, এই সব ছবির ওপর পূর্ব বা পশ্চিম জার্মানি, কারও দাবি থাকতে পারে না। জার্মান থার্ড রাইখ তথা নাৎসী সরকার আশি লক্ষ ইহুদি হত্যা করে ঘৃণ্যতম

কাজ করেছে। অনুরূপ ঘৃণ্যতম কাজ হল এই সব আর্ট ট্রেজার আত্মসাৎ করা। এই ষড়যন্ত্রে অস্ট্রিয়াও জড়িত।

হ্যানস ক্রুগের এই অভিযোগের পর আলোচনা বৈঠক বেশ গরম হয়ে উঠল। দুঃখের বিষয় এই পর্যায়ে ট্রান্সমিশন বন্ধ হয়ে গেল। বাকি অংশ আর দেখা গেল না। মীমাংসা কিছু হল কিনা তাও জানা গেল না।

পরদিনই ফিলিপ মিউনিকের প্লেনে উঠল।

হ্যানস ক্রুগকে পাওয়া যাচ্ছে না। টেলিভিসনের সেই প্রোগ্রামের পর বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। টেলিফোন আসছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে।

প্রায় সাত দিন চেষ্টা করে ফিলিপ যখন তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারল না তখন সে এক কৌশল অবলম্বন করল। সে মিসেস ক্রুগকে টেলিফোন করল :

দয়া করে আপনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুন যে ভিয়েনা থেকে আগত কাউণ্ট ফিলিপ ফন লাউডনের জন্যে আধঘণ্টা সময় দিতে পারবেন কি না।

হ্যানস ক্রুগ বোধহয় সেই ঘরেই বসেছিল। মিসেস ক্রুগ বোধহয় টেলিফোনের মাউথপিসে হাত চাপা দিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সময় দিতে পারবে ?

একটু পরেই স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করে মিসেস ক্রুগ জিজ্ঞাসা করলেন :

আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন ?

ফিলিপ হোটেলের নাম বলল। মিসেস বললেন : ঠিক আছে কাউণ্ট, আপনি হোটেলে অপেক্ষা করুন।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে ফিলিপ মনে মনে ভাবল : কাউণ্টদের খাতির করবার মানুষ এখনও আছে তাহলে !

এক ঘণ্টার মধ্যেই হ্যানস ক্রুগ হোটেলে এসে হাজির। ফিলিপ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ড্রিংক আনাল।

হ্যানস ক্রুগের বয়স এখনও চল্লিশ হয়নি। ঔপন্যাসিক হবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। কোনো সম্পাদক বা প্রকাশক তার উপন্যাস ছাপতে রাজি হয় নি। তখন বেচারী সাংবাদিকতা আরম্ভ করে অবিশ্যি ফ্রি-ল্যান্স হিসেবে কারণ কোনো সম্পাদকও তাকে চাকরি দিতে রাজি হয় নি।

হ্যানস নানারকম ফিচার লিখত। সম্পাদকরা ফিচারগুলির অভিনবত্ব স্বীকার করত। নাৎসীদের ছবি-লুণ্ঠন সম্বন্ধে পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে সে বিখ্যাত হয়ে পড়ে। তার প্রবন্ধগুলি জার্মানির বিভিন্ন পত্রিকা সাগ্রহে ছেপেছিল।

ফিলিপের সব কথা শুনে সে বলল যে দশ নম্বর মাইজারস্ট্রাসের বাড়িতে লুট করে আনা যে গাদা গাদা ছবি আছে সেগুলি সে কাউন্টকে দেখাবে। যদিও সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ কিন্তু হ্যানস ক্রুগ সঙ্গে থাকলে কেউ আপত্তি করবে না।

হ্যানস যত সহজ মনে করেছিল তা কিন্তু হল না। দশ নম্বর বাড়িতে প্রবেশ করবার পর একজন মহিলা কেরানী বলল: স্টোররুমে প্রবেশ নিষেধ। চিফ কার্ল কফম্যান এখন জার্মানির বাইরে, সাউথ অ্যামেরিকা গেছেন। তাঁর সহকারী হেলম্যান মুলার এখন শহরের বাইরে। সে কিছুই করতে পারে না।

হ্যানস নিজের পরিচয় দিয়ে মহিলার সঙ্গে যখন তর্ক করছে সেই সময়ে একজন ছোকরা এসে হাজির। তাকে দেখেই মহিলা বলল:

পল তুমি আবার জ্বালাতে এলে।

আমি ওঘর থেকে সব শুনেছি সুসি, এঁরা ত শুধু ছবি দেখবেন, কাউণ্ট একজন আর্টিস্ট, আপত্তি করছ কেন? চাবি খুলে দাও।

আমি যদি বিপদে পড়ি ?

বিপদ আবার কি, তোমাকে ত বলে যায় নি যে স্টোরে কাউকে ঢুকতে দিয়ো না।

না, তা ঠিক বলে নি···

তবে ? দাও চাবি আমাকে দাও, তাহলে ত তোমার আর ভয় নেই ?

জানি না বাপু, বলে সুসি এক থোলো চাবি পলের হাতে দিল। পল নিজেই ওদের সঙ্গে নিয়ে যেয়ে দরজা খুলে দিল।

প্রথম দুটো ঘরে ছিল সাধারণ সব ছবি। সবই হালের অনামী শিল্পীদের আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ, পোর্ট্রেট, নগ্ননারী বা পুরুষ। নাৎসী পার্টির কিছু প্রোপাগাণ্ডা ছবি।

তৃতীয় ঘরে ঢুকে ফিলিপ অবাক। এই ঘরে রয়েছে রাফায়েল, টিৎসিয়ান, রুবেনস, বতিচেল্লি, রেমব্রাঁর ছবি। বেশ কয়েকখানা ছবি ফিলিপ চিনতে পারল। এগুলো লুডউইগ শুবার্টের ছবি। রেমব্রাঁর সেলফ পোর্ট্রেট, লুকাস ক্র্যানাশের অ্যাডাম অ্যাণ্ড ইভ, ডারমিয়েনের আঁকা ম্যাকসিমিলিয়ান দি ফার্স্ট, বতিচেল্লির ফ্লরেণ্টাইন লেডি এবং মদিলিয়ানির একটি বিখ্যাত ন্যুড। ছবিগুলির পিছনে ভিয়েনার সেই বিখ্যাত ফ্রেমারের স্টিকার সাঁটা রয়েছে। ছবিগুলি চিনতে ফিলিপের ভুল হয় নি। এই ছবিগুলি তার চোখের সামনে দিয়ে লেনি নামে সেই লোকটা খুলে নিয়ে গেছে, বাড়ির বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যান সেগুলি একটি ভ্যানে বোঝাই করাচ্ছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল। দৃশ্যটা ফিলিপের চোখে আজও ভাসছে। আর ঐ সময়েই একটা কামুক নাৎসী গার্ড জুলিকে আক্রমণ করেছিল। জুলিকে বাঁচাতে গিয়ে তার মাথা ফেটেছিল। এসবই যেন কালকের ঘটনা।

হ্যান্স ক্রুগ ত লাফিয়ে উঠল। লুডউইগ শুবার্টের আর্ট কলেকশন নিয়ে সে দারুণ একটা ফিচার আর্টিকেল লিখতে পারবে ;

স্কুপ নিউজ! জার্মান সরকার কোটি টাকার সম্পত্তি এখনও আটকে রেখেছে। প্রকৃত মালিক বার বার চেষ্টা করেও ছবিগুলি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই খবর প্রকাশিত হলে সাড়া পড়ে যাবে। আর এইসব ছবি কিনা মন্ত্রী বার্নার্ড গুনস্ট বিদেশে জার্মানির এমব্যাসিতে বিলিয়ে দেবার মতলবে আছে?

হ্যানস বলল এ কাজ সে করবেই। লুডউইগ শুবার্টের আর্ট কলেকশনের ইতিহাস খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে, ঝড় উঠবে, আপনি দেখে নেবেন কাউন্ট!

ফিলিপ ভিয়েনায় ফিরে এসে জুলিয়ার উকিল অটোর সঙ্গে দেখা করে ছবিগুলি পুনরুদ্ধার নিয়ে আলোচনা করল। অটো কিন্তু ফিলিপকে নিরাশ করল। ছবিগুলি অস্ট্রিয়াতে থাকলেও চেষ্টা করা যেত কিন্তু সেগুলি ভিন্ন দেশে চলে গেছে।

ছবিগুলির মালিক বর্তমানে কে? জুলিয়া বেনেট? প্রমাণ কোথায়? কোনো দলিল বা লুডউইগ শুবার্টের কোনো উইল বা দানপত্র বা কোনো প্রমাণ আছে কি? নেই?

ডঃ হেলমুট ক্লিংগারের সমক্ষে ও সাহায্যে লুডউইগ যে ফরম পূরণ করেছিল তাতে বাড়ি ও ভূসম্পত্তির উল্লেখ ছিল, কিছু অস্থাবর সম্পত্তিরও উল্লেখ করা ছিল কিন্তু ছবির কোনো উল্লেখই নেই। লিখিত কোনো প্রমাণ বিনা জার্মান সরকার মিসেস জুলিয়া বেনেটের কোনো দাবি মানবে না। এই হচ্ছে আইন।

তাহলে পেন্টিংগুলি উদ্ধারের আশা নেই?

আইন মেনে চলতে গেলে আমি ত উদ্ধারের কোনো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি না।

হেয়র শুবার্ট ভুল করেছেন দেখছি, ইহুদি সম্পত্তির ডিক্লেয়ারেশন

করমে তিনি ছবিগুলি উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর বন্ধু হেলমুট ক্লিংগার নিষেধ করেছিলেন।

ক্লিংগার হয়ত ভেবেছিলেন যে পেন্টিংগুলো ঘোষণা করলেই ত নাৎসীরা ছবিগুলো নিয়ে যাবে, সেইজন্যেই নিষেধ করেছিলেন মনে হয়, অটো বলল।

ফিলিপ বলল : অথচ নাৎসীরা সেই লুট করে নিয়েই গেল এবং হয়েছে ঐ লেনি নামে লোকটার বিশ্বাসঘাতকতায়, ছবিগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্যে আমিই ওকে হেয়র শুবার্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই আর যেই জমানা পালটে গেল লেনি অমনি নিজ মূর্তি ধারণ করে ছবিগুলো লুট করিয়ে দিল! লোকটা গেল কোথায় ?

ফিলিপ বুঝল যে প্রচলিত আইন যখন এই তখন আর অন্য উকিলের কাছে গিয়ে লাভ নেই। সে একাই অন্যভাবে চেষ্টা করবে। নিজে ত শিল্পী, তাই শিল্পের মর্যাদা বোঝে!

জুলিয়াকে ফিলিপ চিঠি লিখল। ছবিগুলি উদ্ধারের আশায় ১৯৪৬ সালে ফাইন আর্ট ডিপার্টমেণ্টে ছবির যে লিস্ট দাখিল করা হয়েছিল তার নকল পাঠাতে। পৃথিবীর নানা জায়গায় ছবির নীলাম হয়, বিভিন্ন পত্রিকায় নীলামের আগাম বিজ্ঞপ্তি এবং ছবি ও শিল্পীর নাম প্রচার করা হয়। ফিলিপ এই বিজ্ঞপ্তিগুলি মনোযোগ দিয়ে পড়ে। লুডউইগ শুবার্ট আর্ট কলেকশনের কোনো ছবি নীলামে উঠছে কিনা সে নজর রাখছে আর এইজন্যেই লিস্টখানা তার দরকার।

জুলিয়া জবাব দিল যে অনেক দিন হয়ে গেছে, ছবিগুলি ফেরত পাবার আশা সে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগে সে অনেক পুরনো কাগজ ফেলে দিয়েছে সেই সঙ্গে লিস্টখানাও সে ফেলে দিয়েছে। তবুও ফিলিপের চিঠি পেয়ে সে তার ক্যাবিনেট হাতড়ে একখানা মাত্র লিস্ট পেয়েছে, সেইখানাই পাঠাচ্ছে।

ফিলিপের অনুরোধক্রমে জুলিয়া ফিলিপের নামে একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও পাঠিয়ে দিয়েছিল।

ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্টে ফিলিপ আবার হানা দিল। ইনগ্রিড ক্যাসপার তখনও চাকরি করছে। ১৯৪৬ সালে মিসেস জুলিয়া বেনেট যে লিস্ট দাখিল করেছিলেন ফিলিপ সেখানা দেখতে চাইল। মিস ক্যাসপার তাকে দু'তিন দিন পরে আসতে বলল।

দু'তিন দিন পরে ফিলিপ আবার যখন ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্টে গেল তখন মিস ক্যাসপার নয় স্বয়ং ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যান ফিলিপের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন সে লিস্টের কোনো পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না, অনেকদিন হয়ে গেল, কুড়ি বছর।

ফিলিপ বলল যে লুডউইগ আর্ট কলেকশনগুলি ত ডঃ ভিডার-ম্যান ভাল করেই চেনেন, তিনিই ত সেগুলি নাৎসীদের তরফে ভ্যানে বোঝাই করেছিলেন; ডঃ ভিডারম্যান যদি আর একবার খোঁজ করেন ত ভাল হয়, ওল্ড মাস্টারদের মূল্যবান সব ছবি! সূত্র হিসেবে ফিলিপ বলল যে অনেকগুলো ছবি সে মিউনিকে দশ নম্বর মাইজারস্ট্রাসের বাড়িতে দেখে এসেছে।

সে কি? তুমি ছবি দেখেছ? হতেই পারে না, ভুল দেখেছ মনে হচ্ছে। বিনীতভাবেই বললেন ডঃ ভিডারম্যান। তারপর তিনি বললেন:

কিন্তু তুমি ঐ বাড়ির ভেতর ঢুকলে কি করে? আমি ত যতদূর জানি ওখানে প্রবেশ নিষেধ।

ফিলিপ বলল: ওখানকারই একজন অফিসার তার নাম আর্নস্ট পল, সেই আমাকে শিল্পী হিসেবে ছবি দেখবার সুযোগ করে দিয়েছিল, আমি জানতুম না যে লুডউইগ আর্ট ট্রেজার ওখানে দেখতে পাব, কিন্তু কয়েকখানা ছবি আমার নজরে পড়ে যায়।

ডঃ ভিডারম্যান তবুও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি যেন ফিলিপের কথা বিশ্বাস করছেন না। ফিলিপ তবুও বলল ছবি

চিনতে তার ভুল হয় নি কারণ ছোটবেলা থেকেই শুবার্ট পরিবারে তার যাওয়া আসা আছে, ছবিগুলি সে বার বার দেখেছে।

ডঃ ভিডারম্যানের তবুও বিশ্বাস হয় না। খালি মাথা নাড়েন আর আস্তে আস্তে বলেন, ছ্যাট কাণ্ট বি, ছ্যাট কাণ্ট বি··

ফিলিপ বলে, ছবিগুলির আশা কি ছেড়ে দোব? কিছু একটা করুন বা বলুন।

তুমি বাপু এক কাজ কর, মিনিস্টার রাডার সঙ্গে দেখা কর। নাৎসীরা যে সব ছবি লুটপাট করেছে তার খবর ওর কাছে পাবে।

কিন্তু হায়! মিনিস্টার রাডার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ফিলিপ নিরাশ হল। রাডা একটা বিরাট কেলেংকারিতে জড়িয়ে পড়েছে ফলে তার চাকরিটাই গেছে। সরকারি তহবিল তছরুপের অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! ফিলিপ কি সাফল্য লাভ করতে পারবে না? কেবলই ব্যর্থতা? একটা অদৃশ্য শক্তি তার সব চেষ্টা বানচাল করে দিচ্ছে। কি সেই অদৃশ্য শক্তি? সত্যিই কি একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে? কোথায় বসে সেই শক্তি সকল কলকাঠি নাড়ছে? নিশ্চয় কোথাও কিছু একটা হচ্ছে নইলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না কেন?

ফিলিপের ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। প্রায় তিরিশ বছর হতে চলল সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিরতি কিন্তু কখনও উদ্যমহীন হয় নি। কি তার প্রেরণা? প্রেরণা তার প্রেম, জুলির প্রতি একনিষ্ঠ ভালবাসা।

১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ফিলিপ কত বিভিন্ন জায়গায় হানা দিল কিন্তু কেউ যেন কিছু জানে না। আমরা ত জানি না, তুমি অমুক অফিসে চেষ্টা কর। তা সেই অমুক অফিসে বলে তমুক ডাইরেক্টরেটে

লিখেছিলে? লিখেছিলুম বৈকি। অ, তাই বুঝি, তাহলে ত আমাদের কিছু করার নেই। জার্মান সরকার এমনও বলল যে ঐ সব ছবি সম্বন্ধে তাদের কাছে কোনো রেকর্ড নেই অথচ সব ছবি না হলেও কয়েকখানি ছবি ফিলিপ স্বচক্ষে মিউনিকে দেখে এসেছে এবং সেটা একটা সরকারী দফতর।

ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালে ফিলিপ একবার মিউনিকে এসে হ্যানস ক্রুগের সঙ্গে দেখা করেছিল। বেচারী! তার আর সেদিন নেই। সে এখন মার খাওয়া লোক। লুডউইগ শুবার্ট আর্ট কলেকশন নিয়ে ১৯৬৫ সালে সেই যে সে স্কুপ নিউজ করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল তারপর থেকেই দুর্ভাগ্য তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

যে খবরের কাগজ তার সেই স্কুপ লুফে নিয়েছিল এবং তার সঙ্গে চুক্তি করেছিল তারা হঠাৎ তার চুক্তি বাতিল করে দিল। অন্য কোনো খবরের কাগজও তাকে লিখতে বলে না। জার্মান রেডিও, টেলিভিসন যারা একদিন তাকে খাতির করে ডেকে নিয়ে যেত তারাও তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। স্টেশন ডিরেক্টররা দেখাই করে না।

ফিলিপের মতো সেও তার পথ ছাড়ে নি। আর্ট ট্রেজারের রহস্য ভেদ করবার চেষ্টায় সে লেগে আছে।

হ্যানসই খবর দিল যে মিউনিকের সেই দশ নম্বর বাড়ি থেকে অনেক ছবি হামবুর্গে পাঠান হয়েছে। হামবুর্গ থেকে ছবিগুলো যাবে অ্যামেরিকার বিভিন্ন জার্মান এমব্যাসিতে।

এই খবর পেয়ে ফিলিপ মিউনিকে আর অপেক্ষা করল না। সে সোজা চলে এল হামবুর্গ। যে জাহাজে ছবিগুলো অ্যামেরিকায় যাবে, ক্রুগ সেই জাহাজ কম্পানির নাম ঠিকানাও ফিলিপকে জানিয়ে দিয়েছিল।

ফিলিপ সেই জাহাজ কম্পানির অফিসে এসে দেখল অফিসটা নতুন করে সাজান হচ্ছে।

রিসেপসনিস্ট যুবতী তাকে বলল অফিসে এখন কোনো কাজ হচ্ছে না, দায়িত্বশীল কোনো অফিসারও নেই, উনি যেন সোমবার আসেন।

সোমবারের ত এখন দেরি আছে তাহলে এ ক'টা দিন কি ফিলিপ হামবুর্গে চুপ করে বসে থাকবে ? সেবার ত হামবুর্গে এসে বিপদে পড়েছিল। এবার সতর্ক হয়ে চলাফেরা করতে হবে। এবার আর হারবরে যেয়ে স্কেচ করা নয়।

ফিলিপ ভাবল তবে ইতিমধ্যে একটা কাজ করা যায়। জুলি ত এখন ব্রিটিশ নাগরিক। অতএব এ ব্যাপারে হামবুর্গে ব্রিটিশ কনসালের সঙ্গে আলোচনা করলে হয়।

ব্রিটিশ কনসাল ফিলিপের ব্যক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন। তিনি বললেন এটা পুরোপুরি জার্মান সরকারের ঘরোয়া ব্যাপার। নাৎসীরা লুটপাট করার ফলে অনেক ব্রিটিশ নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু এ সব ত অনেক দিন আগের ব্যাপার। এগুলি ফেডারেল জার্মানি ও অস্ট্রিয়া সরকার পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা যেতে পারে। ব্রিটিশ কনসাল এড়িয়ে গেলেন। ফিলিপকে তিনি বললেন: ছবিগুলো যখন অ্যামেরিকায় যাচ্ছে তখন আপনি বরঞ্চ এখানে অ্যামেরিকান কনসালের সঙ্গে দেখা করুন। তিনি হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

ফিলিপ ভাবল সকলেই ত এড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি আর কি সাহায্য করবেন ? তবুও একবার যাওয়া যাক।

হামবুর্গে অ্যামেরিকান কনসালের অফিসে জন কেলি নামে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে ফিলিপের আলাপ হল। রুপার্ট রাথের বন্ধু আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই জন কেলি যে অনেক পেন্টিং ও শিল্প-সামগ্রী উদ্ধার করে রুপার্ট রাথের কাছে জমা দিয়ে বলেছিল যে প্রকৃত মালিকরা দাবি করলে ছবি বা শিল্পসামগ্রী যেন অবশ্যই ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

ফিলিপের কথা শুনে জন কেলি বলল যে অ্যামেরিকানরা অনেক পেন্টিং এবং আর্ট অবজেক্ট উদ্ধার করে জার্মান ও অস্ট্রিয়ান সরকারকে হস্তান্তর করেছে। শর্ত ছিল যে এগুলি যেন প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া হয় এবং কিছু ছবি পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশে পাঠান হয়েছে তবে বাকি ছবিগুলির শেষ পর্যন্ত কি হয়েছে তা কেলি বলতে পারে না।

ফিলিপ জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা মিঃ কেলি আপনি কি বলতে পারেন যে সব ছবি জার্মান বা অস্ট্রিয়ান সরকারের জিম্মায় আছে তার কোনো তালিকা কি কখনও প্রচার করা হয়েছিল।

আমি যতদূর জানি এরকম কোনো তালিকা প্রকাশ করা হয় নি অন্তত আমার চোখে ত পড়ে নি, জন কেলি বলল।

কথা প্রসঙ্গে ফিলিপ বলল যে তার এক সাংবাদিক বন্ধু হ্যানস ক্রুগ তাকে বলেছে যে কিছু কিছু পুরনো পেন্টিং অ্যামেরিকায় পাঠানো হচ্ছে, পেন্টিংগুলি জার্মান দূতাবাসে টাঙানো হবে। কোন জাহাজ কম্পানি মারফত ছবিগুলি পাঠান হচ্ছে তার ঠিকানাও ফিলিপ বলল। জন কেলি ঠিকানা লিখে নিল।

এখানেও কোনো কাজ হল না। ফিলিপ যাবার জন্যে উঠল। জন কেলি চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ফিলিপের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বলল : একটা কথা মিঃ লাউডন, আমি যদি আপনি হতুম তাহলে ছবিগুলো উদ্ধার করবার জন্যে গোয়েন্দাগিরি করতুম না। আশা করি আবার দেখা হবে।

জন কেলির এই উক্তির অর্থ বুঝতে না পেরে ফিলিপ তার মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। জন কেলি আর কোনো কথা না বলে ফিলিপকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। ফিলিপ ভাবতে লাগল জন কেলি এ কথা কেন বলল।

জন কেলির উক্তিতে ফিলিপ তবুও নিরুৎসাহ হল না। সোমবার

সে সেই জাহাজ কম্পানির অফিসে গেল। রিসেপসনে যুবতীটি তখন সিগারেট খাচ্ছিল।

ফিলিপ বলল সে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। মুখ থেকে সিগারেট না নামিয়েই যুবতী বলল : কি দরকার?

একটা মাল চালান সম্পর্কে।

আপনার নাম কি?

ফিলিপ নিজের নাম বলল না। একটা অন্য নাম বলল। যুবতী ইণ্টারকমে কার সঙ্গে কথা বলে ফিলিপকে পাশের ঘরে বসতে বলে নখের দিকে মনোনিবেশ করল।

পাশের ঘরে অর্থাৎ ওয়েটিংরুমে এসে ফিলিপ বসল। আগেই একটা টেবিলে অনেক পুরনো মাসিক পত্রিকা ছিল। তারই এক-খানা টেনে নিয়ে পাতা উলটে দেখতে লাগল।

ফিলিপ প্রায় আধঘণ্টা বসে আছে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। আর পাঁচ মিনিট দেখে রিসেপসনের যুবতীকে তাগাদা দেবে।

আর ঠিক এই সময়েই পাশের ঘরের দরজা খুলে কথা বলতে বলতে দু'জন বেরিয়ে এল। একটা মাল চালান সম্বন্ধে ওরা কথা বলছিল। কথা বলায় ওরা এতই ব্যস্ত যে ফিলিপকে ওরা লক্ষ্যই করে নি।

বই থেকে মুখ তুলে দু'জনের মধ্যে একজনকে দেখেই ও চিনতে পারল।

আরে সর্বনাশ! ফিলিপ আর অপেক্ষা করল না। নিঃশব্দে বইখানা রেখে দিয়ে এবং নিজের মুখখানা যতদূর সম্ভব আড়াল করে যুবতী রিসেপসনিস্টকে অবাক করে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

যদিও অনেক দিন হয়ে গেছে তবুও ওর লম্বা থুতনি আর হলদে চোখ দেখে লোকটাকে চিনতে ফিলিপ ভুল করে নি। লোকটা হল সেই লেনি। জুলিদের বাড়ি থেকে যে ছবিগুলো খুলে এনেছিল। ফিলিপ লিফটের জন্যেও অপেক্ষা করল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল।

খানিকটা পরে একটা টেলিফোন বুথ থেকে ঐ জাহাজী অফিসে ফোন করে হেয়র্ লেনিকে চাইল।

কণ্ঠস্বর শুনে বুঝল সেই যুবতীটি ফোন ধরেছে। যুবতী বলল : হেয়র্ লেনি নামে ত কেউ নেই।

তাহলে তোমাদের ম্যানেজারের নাম কি? ঐ যে যার লম্বা থুতনি, হলদে চোখ?

হ্যাঁ, উনিই ত ম্যানেজার, লেনি নয় ওঁর নাম হেয়র্ হোবিন।

হামবুর্গে আসা নেহাতই ব্যর্থ হয় নি। লেনি তাহলে এখানে ম্যানেজার সেজে বসে ছবিগুলো বিদেশে পাচার করছে। এখানে সে নাম ভাঁড়িয়েছে। নাম ভাঁড়িয়েছে কেন? ডরোথিয়মে সেই হোগার্ট আর সেজানের ছবির নীলাম, উকিল মশাই আরউইন বায়ার আর উকিলের চেম্বারে সেই যে জেনারেল যে ওভারকোট পরেছিল। যার প্রতিকৃতি একদা ফিলিপ এঁকেছিল এবং মার্কিন কনসাল অফিসে জন কেলির উপদেশ, গোয়েন্দাগিরি কোরো না, এসবের মধ্যে ফিলিপ যেন একটা অশুভ যোগাযোগ ও অস্পষ্ট ইঙ্গিত অনুভব করল। কোথাও যেন একটা চক্রান্ত চলছে আর এই চক্রান্তের শিকার হয়েছে হ্যানস ক্রুগ যার ফলে তার সাংবাদিক জীবনের অপমৃত্যু হয়েছে।

ফেরবার আগে ফিলিপ মিউনিকে হ্যানসের সঙ্গে দেখা করল।

হ্যানস বলল যে পর্যন্ত না থার্ড রাইখের উত্তরাধিকার ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ান সরকার স্বীকার করছে যে লুডউইগ শুবার্ট আর্ট কালকশন তাদের কাছে আছে সে পর্যন্ত ছবি উদ্ধারের আশা নেই। তবে ফিলিপ লেনিকে পরিচয় না দিয়ে ভালই করেছে। লেনি হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চয়ই ফিলিপকে বিপদে ফেলত।

এতদিন পরে ফিলিপ বুঝল যে ছবিগুলি উদ্ধারের আর আশা নেই। জুলি ত অনেক আগেই আশা ছেড়ে দিয়েছে।

ভিয়েনাতে ফিরে জুলির একখানা চিঠি পেল ফিলিপ। চিঠির সঙ্গে ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ তারিখের ইংলণ্ডের সানডে এক্সপ্রেস কাগজ থেকে একটা কাটিংও জুলি পাঠিয়েছে।

সানডে এক্সপ্রেসে প্রকাশিত খবরটি পড়ে ফিলিপকে আবার নতুন করে কাজে নামতে হল। প্রকাশিত খবরটি হল এইরকম :

> ভিয়েনা থেকে সানডে এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা জানাচ্ছে যে নাৎসীরা অস্ট্রিয়াতে যে সব আর্ট ট্রেজার লুট করেছিল বা যারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়িতে যেসব আর্ট ট্রেজার পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি এখন ভিয়েনার কাছে একটি বাড়িতে রাখা আছে। পেন্টিং এবং শিল্পসামগ্রীর তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃত মালিকদের জন্য অস্ট্রিয়া সরকার দীর্ঘ দিন ধরে খোঁজ করছেন এবং কিছু পেন্টিং ও শিল্প সামগ্রী মালিকদেব ফেরত দেওয়া হয়েছে কিন্তু প্রকৃত মালিকরা যদি এই বৎসরের মধ্যে অবশিষ্ট শিল্পসম্পদগুলি সংগ্রহ না করেন তাহলে সে সব সম্পদ সরকারের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হবে।

ফিলিপের বৌ ডরিস ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে ঘুরে এল। ইংলণ্ডে ডরিসদের মেসিনটুলের কারখানা আছে। যুদ্ধের পর রোম ও ভিয়েনাতে শাখা অফিস ও কারখানা খোলা হয়েছে। ডরিস লাউডন কম্পানির একজন ডিরেক্টর। ভিয়েনার অফিসে সে নিয়মিত বসে। রোম অফিসেও মাঝে মাঝে যেতে হয়।

ইংলণ্ডে পৌঁছে কম্পানির কাজে প্রথম সাতটা দিন ব্যস্ত ছিল। এই সাত দিন সে লণ্ডনে হোটেলে ছিল। কাজ মিটতে বান্ধবীর বাড়িতে উঠল।

ডরিসকে কাছে পেয়ে জুলিয়া ও তার স্বামী বিল ভারি খুশি। কয়েকদিন ধরে ওরা খুব আনন্দে কাটাল। যাবার আগের দিন ডরিস বলল :

জুলি আমি তোর কাছে বিদেয় নিতে এসেছি রে, আমি আর বেশি দিন বাঁচব না রে।

ওসব বাজে কথা ছাড় ত, কে কবে মরবে কেউ কি বলতে পারে।

পারে রে, ক্যানসার হলে জানা যায় আয়ু আর কতদিন।

তোর কি ক্যানসার হয়েছে নাকি ?

ভিয়েনার ডাক্তারদের দেখিয়েছি, লণ্ডনেও দেখালুম, তবে আমার ভাগ্য ভাল এখনও পর্যন্ত যন্ত্রণা নেই, জানিনা শেষের ক'দিন মানে রোগ যখন আরও ছড়িয়ে পড়বে, দিন ঘনিয়ে আসবে তখন কি হবে !

জুলি আর কোনো কথা বলতে পারল না। রুমাল বার করে চোখের জল মুছল। তারপর জিজ্ঞাসা করল :

ফিলিপ জানে ?

না জানে না, ওকে বলতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে। তবে তোকে একটা কথা বলে যাই, অমন মানুষ আমি দেখি নি রে। তুই আমাকে যে জিনিস দিয়েছিস তার তুলনা হয় না।

কিছুক্ষণ থেমে বলল : পরস্পরকে হিংসে না করেও দু'জন মেয়ে একজন পুরুষকে ভালবাসতে পারে আবার একজন পুরুষ একই সঙ্গে দু'জন মেয়েকেও সমানভাবেই ভালবাসতে পারে।

জুলি বলল : বিল আর ফিলিপে আশ্চর্য সাদৃশ্য। বিল জানে আমি ফিলিপকে ভালবাসি কিন্তু দেখ সেজন্যে আমাকে কোনোদিন অমর্যাদা করে নি। আমার প্রাপ্য আমাকে দিয়েছে।

আমরাও আমাদের প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করি নি, কি বল, ডরিস বলল।

জুলি বলল, তুই আমার কাছে এসেছিস বেশ করেছিস, আমি

খুব, খুব খুশি হয়েছি কিন্তু আমাকে ও কথাটা না শোনালেই পারতিস, আমি এখন কি করে দিন কাটাব ?

ডরিস ও প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলল : আমার ভাগ্যটা খুব ভাল রে, আমার ছেলেটা বেশ শেয়ানা হয়েছে রে, ব্যবসা বুঝতে শিখেছে, অফিসে বেরোচ্ছে, কাজে কর্মে খুব মন, আমাদের কথা খুব শোনে।

কে হেনরি ? তুই ফিরে গিয়ে তাকে একবার পাঠিয়ে দিস ত, আমার কাছে দিনকতক থেকে যাবে।

দোব, তোর কথা প্রায়ই বলে।

ফিলিপ এখন কেমন আছে ?

ভাল আছে, তুই খবরের কাগজের যে কাটিং পাঠিয়েছিলি সেটা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে।

কি জানি কি হবে। এতদিনেও ছবিগুলো যখন পাওয়া গেল না তখন ও আর পাওয়া যাবে না। আমি ত কবেই আশা ছেড়ে দিয়েছি, ফিলিপ ত কত চেষ্টা করল কিন্তু প্রতিবারই বাধা আসে।

ডরিস ভিয়েনা ফিরে যাবার পর ফিলিপ জুলিকে ছবির তালিকা পাঠাল। ছবি, অ্যান্টিক ও শিল্প সামগ্রী নিয়ে মোট ১২৩১টা দফার নাম আছে তবে বিবরণী অসম্পূর্ণ। ইচ্ছে করেই সম্পূর্ণ বিবরণী দেওয়া হয় নি। তাহলে প্রকৃত মালিক ঠকতে পারে।

ফিলিপ লিখেছে যে তালিকায় যে নাম পাওয়া যাচ্ছে তার মধ্যে চার পাঁচ খানা ছবি জুলিদের। এগুলো দাবি করতে হবে। ফিলিপ ইতিমধ্যে জুলির উকিল অটো জুরাকার সঙ্গে কথা বলেছে। অটো এখন একজন সরকারী উকিল। সে নিজে কিছু করতে পারবে না তবে আর একজন উকিল ঠিক করে দেবে।

জুলি ছবিগুলো দাবি করে চিঠি দিলে মালিকানার প্রমাণ হিসেবে ফিলিপ সাক্ষ্য দেবে। সরকার যদি মেনে নিয়ে ছবি ফেরত

দেয় তাহলে ভাল নইলে আদালতে কেস উঠলে কবে যে শেষ হবে কে জানে ?

ফিলিপ লিখেছে : প্রকৃত মালিকদের কোন কোন ছবি বা সামগ্রী ফেরত দেওয়া হয়েছিল, এ বিষয়ে আমি খোঁজ করেছিলুম কিন্তু উত্তর যা পেয়েছি তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারি নি। মূল প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছে। তুমি ভেবো না জুলি, আমি ছাড়ব না।

এরপর লিখেছে : ডরিস ফিরে এসে পর্যন্ত শুধু তোমার আর বিলের কথাই বলছে। হেনরি একটা কাজে ইটালি গেছে, ফিরে এলে তোমার কাছে পাঠিয়ে দোব। হেনরি নিজের ঘরে আন্টি জুলির একখানা ছবি রেখেছে।

আবার বছরের পর বছর ঘুরে গেল।

শীত শেষ হয়েছে। উত্তর দিক থেকে শীতল বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়েছে। গাছে গাছে কচি পাতার সমারোহ। সকালের কাঁচা রোদে কচি পাতা চিকচিক করছে। ভিয়েনার দৈন্যদশা ঘুচেছে। রাস্তা ঘাটের সংস্কার হয়েছে। পার্কে গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। শহরের আরও সংস্কার হচ্ছে। পাতাল রেল বসছে।

নিজের অফিসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রুপার্ট রাথ রাস্তা দেখছিল। শহরে যে পাতাল রেল বসছে তা তারই উদ্যোগে এবং এই প্রকল্প তারই মন্ত্রকের অধীন।

রাস্তা দিয়ে একখানা বিরাট অ্যামেরিকান গাড়ি চলে গেল। রুপার্টের অ্যামেরিকার দিনগুলি মনে পড়ল। অ্যামেরিকায় তার অনেক বন্ধু। বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক উপকার পেয়েছে, অনেক শিখেছে। তার বন্ধু জন কেলির কথা মনে পড়ল।

বেচারী জন! দু'বছর আগে জন আর্জেন্টিনা গিয়েছিল। সেখানে কারা তাকে গুলি করে হত্যা করেছে। যেখানে একটা

বুলেট যথেষ্ট সেখানে কম করে ছ'টা বুলেট তার দেহে পাওয়া গিয়েছিল।

জন কেলি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর রুপার্ট যখন অস্ট্রিয়ায় ফিরে এল সেই সময় অ্যামেরিকান মিলিটারি মিশনের সঙ্গে জনও এসেছিল।

কত পেন্টিং কত আর্ট অবজেক্ট, অ্যান্টিক, কিউরিও, যেসব নাৎসীরা লুট করেছিল সেগুলি সে উদ্ধার করে অস্ট্রিয়ান সরকারে জমা করে দিয়ে দেশে ফেরবার আগে রুপার্টকে বলে গিয়েছিল যে প্রকৃত মালিকরা দাবি করলে এইসব দুর্মূল্য বস্তু যেন তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

তারপর জন আবার ইউরোপে ফিরে এসেছিল। তবে অস্ট্রিয়াতে নয়। সে ফিরে এসেছিল কূটনীতিকরূপে পশ্চিম জার্মানিতে। এইসব কথা তার মনে পড়ছিল। জানালা থেকে সরে এসে রুপার্ট চেয়ারে বসে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল।

এই সময়ে তার মহিলা সেক্রেটারি ঘরে ঢুকে বলল : ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যান এসেছেন!

এসেছেন ? ঠিক আছে। তুমি ওকে অন্তত দশ মিনিট বসিয়ে রাখ।

ঠিক আছে, বলে সেক্রেটারি চলে গেল।

পাইপটা দাঁতে চেপে ধরে চোখে চশমা লাগিয়ে ড্রয়ার খুলে রুপার্ট রাথ একখানা ফাইল আর একটা নোট বই বার করে ফাইলটা একবার দেখে নিল।

নিজের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে সে যে ম্যাক্স ভিডারম্যানকে দশ মিনিট বসিয়ে রাখল তা নয়। ভিডারম্যানের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। তার সঙ্গে কিভাবে আলোচনা করবে সেটা মনে মনে ঠিক করে নেবার জন্যে ঐ দশ মিনিট সময় তার প্রয়োজন ছিল। আসলে সে এঞ্জিনিয়ার। ছবির ব্যাপার ভাল

বোঝে না অথচ ম্যাক্স ভিডারম্যান একজন কৃতী শিল্প-সমালোচক। যে কারণেই হক এই ম্যাক্স ভিডারম্যান লোকটিকে রুপার্ট রাথ পছন্দ করে না। তবুও সরকারী দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে।

দশ মিনিট পরে রুপার্টের সেক্রেটারি ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে এসে ঘরে বসিয়ে দিয়ে গেল।

ভিডারম্যান আগের চেয়ে একটু রোগা হয়েছে। খাড়া নাকটা আরও পাতলা দেখাচ্ছে, মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে। এখনও বেশ কর্মক্ষমতা আছে! বয়স হলেও বার্ধক্য তাকে কাবু করতে পারে নি। ফাইন আর্ট ডিভিশন এবং ডরোথিয়ম থেকে সরকারী-ভাবে অবসর নিলেও এখনও পরামর্শদাতারূপে ঐ দু'টি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত।

ডঃ ভিডারম্যানকে রুপার্টই ডেকে পাঠিয়েছিল। ভিডারম্যান এজন্যে মনে মনে বিরক্ত। কেউ তাকে ডেকে পাঠাবে এটা সে পছন্দ করে না। কেন? টেলিফোনে কি কথা বলা যায় না? মিনিস্টার রাথ ত পাতাল রেলের কাজ দেখবার জন্যে গাড়ি করে প্রায়ই ঘুরে বেড়ায়। এরই এক ফাঁকে সে ত তার অফিসে যেতে পারত?

রুপার্ট রাথ বলল: ডক্টর তুমি বোধহয় লুডউইগ শুবার্ট আর্ট কলেকশনের ব্যাপারটা ভুলে যাওনি। লুডউইগের মেয়ে জুলিয়া বেনেট ঐ আর্ট কলেকশনের উত্তরাধিকারী বলে সেই ১৯৪৬ সাল থেকে দাবি করে আসছে। মিসেস বেনেট এখন ব্রিটিশ নাগরিক। ব্রিটেনে সে সাংবাদিক এবং রেডিও ও টি ভি ব্রডকাস্টাররূপে খ্যাতি অর্জন করেছে। তার উকিল ডঃ অ্যাডলফ ওয়াগনার এই আর্ট কলেকশন বিষয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কেন?

কারণ যুদ্ধ শেষে নাৎসীরা যখন চলে গেল এবং আমরা ফিরে এলুম তখন অ্যামেরিকানরা নাৎসী কর্তৃক লুট করা অনেক ছবি

ইত্যাদি উদ্ধার করে আমার জিম্মায় দিয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে সাহায্য করতে পারি কিনা তাই জানতে অ্যাডলফ ওয়াগনার আমার কাছে এসেছিল।

তা আমি কি করতে পারি? সে ত অনেক দিনের ব্যাপার, চুকেবুকে গেছে।

না, ঠিক তা নয়। আমি বলছি, ষাটখানা ছবির মালিকানা দাবি করে সেই ১৯৪৬ সালে মিসেস বেনেট আমাদের ফাইন আর্টস ডিভিসনে একটা লিস্ট পেশ করেছিল, তুমি তখন সেই ফাইন আর্টস ডিভিসনের কর্তা ছিলে, তুমি হয়ত এ বিষয়ে কিছু জানতে পার, ছবিগুলোর দাম ত কম নয়, কোটি টাকা হবে বোধহয়।

তা হতে পারে, ছবি ত অনেকেই দাবি করেছিল। কত ছবি ত আমরা ফিরিয়েও দিয়েছি।

কিন্তু মিসেস বেনেট ১৯৪৬ সালে যে লিস্ট দাখিল করেছিল তার একখানাও ছবি ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ফেরত দেওয়া হয় নি।

এতদিন পরে হঠাৎ আবার একথা উঠছে কেন?

কারণ লণ্ডনের এক পত্রিকায় একটি খবর ছাপা হয়েছে যে অস্ট্রিয়া সরকার কিছু ছবি ফেরত দিচ্ছে। একটা তালিকাও আমাদের সরকার বিলি করেছে, সেই তালিকা থেকে মাত্র পাঁচখানা ছবি মিসেস বেনেট এখন দাবি করছে?

মাত্র পাঁচখানা কেন?

কারণ যে তালিকা ১৯৪৬ সালে মিসেস বেনেট তোমাদের কাছে দাখিল করেছিল তার কোনো নকল বা তালিকা দাখিল করার-রসিদ মিসেস বেনেটের কাছে নেই তবুও তালিকার কয়েকটা পৃষ্ঠার কার্বণ কপি তার কাছে ছিল তাই থেকে পাঁচখানা ছবি তাদের বলে মিসেস বেনেট দাবি করছে।

ঐ পাঁচখানা ছবি যে লুডউইগ গুবার্টের তার কোনো প্রমাণ কি তার মেয়ে দিয়েছে?

না কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে নি তবে মিসেস বেনেটের একজন বন্ধু সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছে, সে বলছে যে ছবিগুলি সে লুডউইগ শুবার্টের বাড়িতে অনেকবার দেখেছে এবং মিউনিকেও একটা ডিপোতে কয়েকখানা ছবি দেখেছে।

দেখলেই কি প্রমাণ হয়ে গেল ?

তা নয়, এই সাক্ষী ভিয়েনার এক বনেদী পরিবারের সন্তান, সে নিজেও নামী শিল্পী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য, উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তা এ বিষয়ে আমি কি করতে পারি ?

তুমি একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, একজন আর্ট এক্সপার্ট, তুমি ব্যক্তিগতভাবে একটু খোঁজ করে দেখ ছবিগুলোর কি হল ? আর যেসব ছবি ফেরত দেওয়া হয়েছে, কাকে দেওয়া হয়েছে, তার লিস্টখানাও আমাকে দিলে ভাল হয়।

ভিডারম্যান মনে মনে বিরক্ত। বলল : অর্ডার নাকি ?

না, না, ভুল বুঝো না, এটা বিশেষ অনুরোধ।

আরও ত অনেকের ছবি আছে তবে মিসেস বেনেটের জন্যে বিশেষ অনুরোধ কেন জানতে পারি কি ?

দেখ সেই ১৯৪৫ সালে ছবিগুলো অ্যামেরিকানরা উদ্ধার করে আমার জিম্মাতে দিয়ে বলেছিল যে প্রকৃত মালিকদের ছবিগুলো যেন অবশ্যই ফিরিয়ে দেওয়া হয়, এজন্যে নিজেকে আমি দায়ী বলে মনে করছি আর তা ছাড়া মিসেস জুলিয়ার স্বামী মিঃ উইলিয়াম বেনেট ইংলণ্ডের একজন খ্যাতনামা উকিল এবং মিসেস নিজেও একজন জনপ্রিয় সাংবাদিক।

তাতে কি হল ? ভিডারম্যান জিজ্ঞাসা করে।

সাংবাদিক হিসেবে মিসেস একটা কাজ করতে পারেন, নাৎসীদের লুট করা যেসব ছবি ১৯৪৫ সালে উদ্ধার করা হয়েছে সেসব ছবি তিরিশ বছর পরে ১৯৭৫ সালেও ফেরত ত দেওয়া গেলই না এমনকি

সন্তোষজনক কোনো কৈফিয়তও দেওয়া যাচ্ছে না এ নিয়ে মিসেস যদি সংবাদপত্রে একটা ফিচার স্টোরি লেখেন বা রেডিওতে প্রচার করেন তাহলে সেটা আমাদের পক্ষে ভাল হবে না।

আমাদের পক্ষে মানে কি? আপনার সোসালিস্ট পার্টি? না কি অস্ট্রিয়ান সরকার?

যেদিক দিয়েই বিচার কর আমরা দায়িত্ব এড়াতে পারি না।

কিন্তু আমি ত আর ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্টে নেই, আমার আর কি?

ওভাবে দায়িত্ব এড়ান যায় না ভিডারম্যান, তুমি ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্টের যতদিন ডিরেক্টর ছিলে ততদিন কি করেছ? কাকে কাকে ছবি ফেরত দিয়েছ তার একটা লিস্ট কি সরকারে দাখিল করেছ? ওভাবে দায়িত্ব এড়ানো যায় না ভিডারম্যান, এখনও তুমি পরামর্শদাতারূপে ফাইন আর্টস ডিপার্টমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত আছ অতএব আমি আশা করব তুমি আমার অনুরোধ যথাশীঘ্র সম্ভব রক্ষা করবে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর যেন দেরি না হয়।

ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যানের এরকম অসহযোগিতার মনোভাব কেন?

রুপার্ট রাথের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ভিডারম্যান হাঁটতে হাঁটতে নিজের অফিসে এসে বসল।

ডঃ ভিডারম্যান অফিসে এসেছেন, আমাণ্ডা বোধহয় টের পেয়েছিল। আমাণ্ডা হল ডরোথিয়মের অন্যতম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর। সে ডঃ ভিডারম্যানের ঘরে ঢুকে বলল:

আজ ত আপনাকে নীলামে দেখলুম না? গগাঁর একখানা সুন্দর ছবি, টাহিটির একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ, স্রেফ কাঠের ওপর আঁকা, খুব সস্তায় নীলাম হয়ে গেল।

কে কিনল?

ফ্রাউ নয়মান···অবিশ্যি আমাদেরই একজন মক্কেলের তরফে···

তাহলে ঠিক আছে, মক্কেল মানে আমাদের ন্যাশানাল গ্যালারি, আমি ফ্রাউ নয়মানকে ত বলে রেখেছিলুম।

আমাগুা হাসল। খোলা মনের সরল হাসি নয়। কেউ জানে না কি মজা হচ্ছে, এই ধরনের হাসি।

পাতাল রেল হচ্ছে। বাইরে তারই কাজ চলছে। কি একটা যন্ত্রের আওয়াজে আমাগুার কথা শোনা গেল না। ভিডারম্যান বলল :

রুপার্ট রাথের জ্বালায় আর টেঁকা যাচ্ছে না। পাতাল রেল করবার এখন দরকার ছিল না। ব্যাটা নিজের স্বার্থে পাতাল রেলের ঠিকে তার কোনো পেয়ারের লোককে পাইয়ে দিয়েছে।

আমাগুা বলল : নিজের পকেটে মোটা টাকা আসা চাই ত!

রুপার্ট রাথের কথাবার্তা মোটেই ভাল নয়, আমাকে অর্ডার দিতে সাহস করে আজকাল। কোথায় ছিলি বাপু, আমাদের ভয়ে ত অ্যামেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিলি? ভিডারম্যান বেশ রাগত স্বরেই বলল।

আমি এখন যাই ডক্টর, আমার একটু কাজ আছে।

আমাগুা চলে যেতেই ঘরে ঢুকল ইনগ্রিড ক্যাসপার। তাকে দেখে ভিডারম্যান জিজ্ঞাসা করল : কোনো খবর আছে ইনগ্রিড?

আমরা গগাঁর একখানা ছবি কিনেছি ডক্টর।

শুনেছি, আমাগুা বলে গেল, আর কিছু খবর আছে?

আপনাকে একজন টেলিফোন করেছিল কিন্তু নাম বলল না।

বুঝেছি, তুমি আমাকে এন আর ১৭৪ নম্বর ফাইলটা দাও ত?

এখন ফাইল নিয়ে বসবেন? ক'টা বেজেছে দেখেছেন?

ফাইলটা আমি বাড়ি নিয়ে যাব।

তাহলে ঠিক আছে, আমি এনে দিচ্ছি।

দশ মিনিট পরে ফাইলটা ব্রিফকেসে ভরে নিয়ে ডঃ ম্যাক্স

ভিডারম্যান নিজের বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বাড়ির সামনে এসে রাস্তা পার হবার সময় দেখলেন নীল রঙের গাড়িখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে। গাড়িখানা কার তা তিনি ভাল করে জানেন।

নীল গাড়ি চেপে যে এসেছে সে আসা মানেই কোথাও কোনো গোলমাল। তাঁর ভাল লাগল না।

ব্রুনো ফ্রিৎস কি বলতে চায়?

ডঃ ভিডারম্যানের বসবার ঘরখানা বেশ বড়। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, গদি আঁটা চেয়ার, এক কোণে লেখবার টেবিল, আলমারি ভর্তি চামড়ায় বাঁধানো সোনার জলে নাম লেখা আর্ট সংক্রান্ত বই। দেওয়ালে টাঙানো অয়েলপেন্টিং, ওয়াটার কলার, পেন অ্যাণ্ড ইংক স্কেচ। ঘরের এক কোণে কিছু ছবি প্যাক করে সযত্নে রাখা রয়েছে। মাথার ওপর উজ্জ্বল আলো জ্বলছে।

ব্রুনো ফ্রিৎস ভাবে তার এই অস্ট্রিয়ান সহযোগীটির ঘরে এত জোর আলো কেন জ্বলে? কোনো কারণ খুঁজে পায় না।

ভিডারম্যান ঘরে ঢুকে দেখল পায়ের ওপর পা তুলে বেশ আরাম করেই ব্রুনো বসে আছে। হাতে একটা নোটবই। কি যেন পড়ছে। ভিডারম্যানের পায়ের আওয়াজ পেয়ে নোটবইখানা বন্ধ করে পকেটে ভরল।

কতক্ষণ ব্রুনো?

এই ত মিনিট পাঁচেক।

ড্রিংক?

না, এখন থাক, আমাকে আজই রাত্রে মিউনিক যেতে হবে।

ব্রুনোর বয়স আটান্ন, ভিডারম্যানের চেয়ে মাত্র দু বছর ছোট কিন্তু মনে হয় যেন পাঁচ বছর বড়। তাকে দেখে সব সময়েই ক্লান্ত মনে হয়। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা হলে কি হয়, কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। একটু কুঁজো হয়ে গেছে। গায়ের কোটটা যেন ঢিলে হয়ে গেছে। মাথায় টাক পড়েছে।

ভিডারম্যান বলল : আমি ত ভেবেছিলুম তুমি বুঝি পেরু চলে গেছ ?

হ্যাঁ, গিয়েছিলুম ত, কালই ফিরেছি, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে ম্যাক্স, হেডকোয়ার্টারে গোলমাল···

হেডকোয়ার্টারে গোলমাল ? কেন ? কি হল ?

বোসো বলছি, কি যে হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে জার্মানিতে এবং অস্ট্রিয়াতেও সে ধাক্কা এসে লাগবে, কপাল কুঁচকে ব্রুনো বলল।

সে কি হে ! ভিডারম্যান যেন ভয় পেয়ে গেল, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার ভয় লাগছে।

দেওয়ালের ধারে গিয়ে বুক শেলফ থেকে কয়েকখানা বই সরিয়ে ভিডারম্যান হুইস্কির বোতল থেকে একটা গেলাসে একটু হুইস্কি ঢেলে খেয়ে নিয়ে বোতল ও গেলাস যথাস্থানে রেখে দিয়ে ব্রুনোর সামনে এসে বসল।

বল, এবার বল, কি হয়েছে ? তোমাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

শুনলে তুমিও উত্তেজিত হবে। শোনো, সাউথ অ্যামেরিকার আমাদের সবচেয়ে যে বড় মক্কেল এবং ধনী, সে হঠাৎ আমাদের কাছ থেকে ছবি কেনা বন্ধ করে দিয়েছে। সে আমাদের কাছ থেকে আর একখানাও ছবি কিনবে না বলে দিয়েছে।

তাতে কি হল, সে ত আর আমাদের একমাত্র মক্কেল নয়।

কিন্তু সবচেয়ে পুরনো এবং সমজদার, ফার্ডিনাণ্ডও চিন্তিত, কারণ আমাদের লিডারও চিন্তিত, ব্রুনো বলল।

তা এঁতে এত বেশি ভয় পাবার কি আছে ? আমি ত বুঝতে পারছি না ব্রুনো ? ভিডারম্যান বলল।

ব্রুনো উঠে জানালা দিয়ে, বাইরে একবার দেখে নিল। তারপর জানালাটা বন্ধ করে দিল। দরজাটাও বন্ধ করে দিল। কি ব্যাপার ?

ভিডারম্যান কিছুই অনুমান করতে পারছে না। তার দৃষ্টি ব্রুনোকে অনুসরণ করতে লাগল।

ব্রুনো এসে ভিডারম্যানের পাশে বসল তারপর ফিসফিস করে বলতে আরম্ভ করল:

আমি তোমাকে দুটো ঘটনা বলব, দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক না থাকতে পারে তবুও সিরিয়স। একটা অবশ্য বলেছি, সাউথ অ্যামেরিকায় আমাদের বড় মক্কেল যুয়ান এভারিস্টো ফর্ডিনাণ্ডকে বলে দিয়েছে যে সে তার মারফত আমাদের কোনো ছবি কিনবে না। এতে আমাদের আপাতত আর্থিক ক্ষতি তাতে লিডার অসন্তুষ্ট আর দ্বিতীয়টা রীতিমতো সিরিয়স।

সিরিয়স ? কি সিরিয়স ?

আমরা এত বছর ধরে যা গোপন রেখে এসেছি তাই বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়ে।

তাড়াতাড়ি বল, কি গোপন রাখছি আর কি প্রকাশ হয়ে যেতে পারে ? অধৈর্য হয়ে ভিডারম্যান বলল।

আমাদের লিডার আবিষ্কার করেছেন যে একজন বড় আর্ট ডিলারের একটা রসিদ, অরিজিন্যাল কপি, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কয়েকখানা ছবির জন্যে লিডার স্বয়ং ঐ আর্ট ডিলারকে অর্ডার দিয়েছিলেন। রসিদখানা লিডারের নামে অর্থাৎ মার্টিন বোরম্যানের নামেই কাটা হয়েছিল। সেই রসিদখানা পাওয়া যাচ্ছে না।

বল কি ? সর্বনাশ ! রসিদখানা কোন কোন ছবির জন্যে ছিল ?

এই রসিদখানা একটা ছবির জন্যেই ছিল। রুইজডায়েলের একটা বিখ্যাত, বিখ্যাত ত বটেই, বোধহয় সব সেরা ল্যাণ্ডস্কেপ··· এই ছবিখানা লিডারের কাছে পৌঁছয় নি। তার আগে মিউনিকের ডিপো থেকে ছবিখানা তোমার কাছে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু হেলমার ইডিয়টটা ছবিখানা '৬৮ সালে অস্ট্রিয়ায় পাঠিয়ে দেয়।

প্রকৃত মালিকদের ছবি ফেরত দেওয়া হবে বলে অস্ট্রিয়ান সরকার যে লিস্ট তৈরি করেছে তার মধ্যে ছবিখানা আছে।

মাই গড, আসল মালিক ত তাহলে ছবি দাবি করবে? ছবি ত তার বাড়ি থেকে কেড়ে আনা হয়েছিল?

ছবির প্রকৃত মালিক কে? তুমি কি জান?

খুব সম্ভব লুডউইগ শুবার্ট। এখন তার মেয়ে জুলিয়া ছবির মালিক। জুলিয়ার ফ্রেণ্ড কাউন্ট ফিলিপ লাউডন ত জুলিয়ার ছবিগুলো উদ্ধার করবার জন্যে সেই কবে থেকে লেগে আছে। এই ছবির জন্যে জুলিয়ার উকিল হালে রুপার্ট রাথের সঙ্গে দেখা করেছিল। ছবিগুলো খুঁজে বার করবার জন্যে রাথ আমাকে অর্ডার দিয়েছে। তাতে কিছু নয়। ছবির নাম যে লিস্টে বেরিয়ে গেছে! অর্থাৎ অস্ট্রিয়ান সরকারের কাছে ছবি আছে। কোর্টে যদি কেস ওঠে তাহলে ত অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে যেতে পারে!

যে করে হক ভিডারম্যান তোমাকে এটা বন্ধ করতেই হবে। লিস্টে ছবির পুরো বর্ণনা দেওয়া নেই। পারলে ছবিখানা বদলে দিতে হবে···

আমি কি করতে পারি? মিউনিক ডিপোর ওপর আমার কোনো হাত ছিল না। তারা ছবিখানা অস্ট্রিয়াকে ফেরত দিয়েছে। অস্ট্রিয়ান সরকার ছবি পেয়ে, সই করে দিয়েছে এবং ছবি যে তাদের কাছে আছে সে কথাও তারা লিস্টে জানিয়ে দিয়েছে। আমি এখন কি করতে পারি? এখন অন্য গভর্নমেণ্ট, আমিও রিটায়ার করেছি। আর রুপার্ট রাথ শেয়ালের মত ধূর্ত।

কিন্তু ছবিখানা যদি ফেডারেল জার্মানি দাবি করে?

তাহলে ত সব ফাঁস হয়ে যাবে। হয়ত মার্টিন বোরম্যানের নামে কাটা রসিদ বেরিয়ে পড়বে এবং ফেডারেল জার্মানি বোরম্যানের জন্য আবার খোঁজ করবে। নুরেমবার্গ আসামীদের সেই একমাত্র বড় আসামী যে পালিয়ে···

এই চুপ চুপ···ব্রুনো শঙ্কিত হয়ে পড়ল।

ভিডারম্যান নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: তার চেয়ে আমি বলি কি ছবি অপেক্ষা অরিজিন্যাল রসিদখানা খুঁজে বার করবার চেষ্টা কর, সেটা হারিয়ে গেছে না কেউ চুরি করেছে?

একই কথা, বোরম্যানের ফাইলে সেই রসিদ নেই।

তাহলে যেখান থেকে হারিয়েছে বা চুরি গেছে সেইখানেই কাজ আরম্ভ করা ভাল, হাঁফাতে হাঁফাতে এখানে ছুটে এলে কি হবে? পেরুতে কিছু করা হচ্ছে কি? ভিডারম্যান জিজ্ঞাসা করল।

পেরুতে আমাদের হেডকোয়ার্টারে কি করা হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

কিন্তু তারাই ত দায়ী।

কে দায়ী সে বিষয়ে তোমার বা আমার মাথা ঘামাবার অধিকার নেই। আজ প্রায় সাতাশ আটাশ বৎসর হতে চলল মার্টিন বোর-ম্যান সাউথ অ্যামেরিকায় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছেন আর অ্যর্গানাইজেশন লাইস্টার সেই সময়ে চালু হয়ে কাজ করে আসছে এবং লাইস্টারের কৃতিত্ব যে একটাও ভুল না করে সে কোটি টাকারও অধিক ব্যবসা করেছে।

সে ত আমি জানি কিন্তু কথা হচ্ছে এখন ভুল ত একটা হল এবং মারাত্মক ভুল, যাই হক সুইশ ব্যাংকে আমাদের প্রচুর মানে কয়েক কোটি টাকা জমেছে, এখন ত অর্গানাইজেশন লাইস্টার বন্ধ করে দিলেই হয়, লিডারেরও ত বয়স বাড়ছে···

শোনো ভিডারভ্যান, সঞ্চিত ফিক্সড ডিপজিটের ওপর আমাদের বিরাট সংগঠন চলতে পারে না, আমরা ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, আমরা কমিউনিজমমুক্ত সমাজ গঠন করবার চেষ্টা করছি, সমাজ কেন সাম্রাজ্য, যে সাম্রাজ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন আমাদের ফুহ্রের অ্যাডলফ হিটলার।

আমাদের দিন ত শেষ হয়ে আসছে, ক'দিনই বা আর বাঁচব,

ক'দিনই বা কাজ করতে পারব তাই আমরা আমাদের উত্তরাধিকারী তৈরি করছি, তাদের তৈরি করবার জন্যে আমাদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই শিল্প সামগ্রী বেচাকেনার বাজারও শীঘ্রই শেষ হবে তাই লিডার অন্যভাবে আয়ের চেষ্টা করছেন, পানামায় কি যেন করছেন, বলিভিয়ায় ত কোকেনের ব্যবসা ফেঁদেছেন, ভালই আয় হচ্ছে, সমরাস্ত্র বেচাকেনা থেকেও লাভ হচ্ছে। আর্থিক অবস্থা এখন ভালই কিন্তু হারানো রসিদটা পাওয়া দরকার, সেই রসিদ শত্রুর হাতে পড়লে আমাদের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে।

কথা বলতে বলতে ব্রুনো উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল। কথা শেষ করে দম নিয়ে বলল : দাও এক পেগ হুইস্কি।

ভিডারম্যান বোতল ও গেলাস বার করে দিল। ব্রুনো কিন্তু এক পেগেরও কম হুইস্কি খেল। শরীরটা একটু চানকে নিল।

ভিডারম্যান বলল : কিন্তু একটা প্রশ্ন ব্রুনো, যুয়ান এভারিস্টো আমাদের কাছ থেকে ছবি কেনা বন্ধ করল কেন? ব্যাপারটা কি? ওদের ভয়টা কিসের?

সেইখানেই ত আমার ভয়। আমার মনে হচ্ছে ফার্ডিনাণ্ড একটা বেফাঁস কাজ করে ফেলেছে। রসিদটা হয়ত যুয়ানের কাছে চলে গেছে, যুয়ান হয়ত জানে না যে বোরম্যান বেঁচে আছে, এখন বোরম্যানের অস্তিত্ব টের পেয়ে ঘাবড়ে গেছে, হতে পারে যুয়ান কোটিপতি, শুনেছি সে কোনো ঝামেলায় যেতে চায় না, টাকা দিয়ে মানুষ বশ করার নীতিতে সে নাকি বিশ্বাস করে না।

তাই বুঝি, কিন্তু ব্রুনো রসিদটা কি সত্যিই হারিয়েছে? হেডকোয়ার্টারে কোথাও ঢুকে আছে হয়ত।

হতে পারে হয়ত পেরুতেই আছে কিন্তু, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না নিশ্চিত হতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত দুর্ভাবনা কাটছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই রসিদ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত রুইজডায়েলের ঐ ছবি সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, আদালতে যেন না কেস

ওঠে তাছাড়া ছবিখানা লিডারের পছন্দ, ছবিখানা লিডার ফেরত পেলে খুশি হবে, আমাদেরও খাতির বাড়বে।

দেখি ওটার একটা পালটা দাবিদার দাঁড় করানো যায় কি না, সে অবশ্য আমাদেরই লোক হবে, ধর একজন ডাচম্যান, সেও প্রমাণ দেখাবে, বলবে ও ছবি তার।

দেখ, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি এবার উঠি, একটু পরেই আমাকে পেরু রওনা হতে হবে। আমি চলে আসবার পর পেরুতে কি ঘটল সেটা জানা দরকার।

সেনর যুয়ান এভারিস্টো পেরুর একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তি। খনি, কলকারখানা ও বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তিনি মালিক। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং শিল্পরসিক, সঙ্গীত-পিপাসু ও রুচিশীল ব্যক্তিরূপে পরিচিত।

সকালে নিজস্ব সুইমিংপুলে বেশ খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে দিনের কাজ আরম্ভ করলেন। এঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত একটা পত্রিকা থেকে কিছু নোট করে নিলেন, তারপর হঠাৎ কি মনে করে পত্রিকাখানা নামিয়ে রেখে আর্ট গ্যালারিতে ঢুকলেন। প্রচুর অর্থ ব্যয় করে তিনি এই আর্ট গ্যালারিটি তৈরি করেছেন। ইউরোপের বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি তাঁর আর্ট গ্যালারির শোভা বর্ধন করছে।

তাঁর কোনো একটা কথা মনে পড়ে গেল। আর্ট গ্যালারিতে ঢুকে তিনি বিখ্যাত ডাচ শিল্পী রুইজডায়েলের আঁকা একটি ল্যাণ্ড-স্কেপের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ছবিখানি শীতঋতুর দৃশ্য, কিনেছেন ১৯৬৫ সালে। যুয়ান শুনেছেন যে রুইজডায়েল গ্রীষ্মেরও একটি ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকেছেন। সেই ছবির ফটোগ্রাফও নাকি দেখেছেন। তিনি তাঁর এজেন্টকে বলেছেন গ্রীষ্মের সেই ল্যাণ্ডস্কেপ-

খানি সংগ্রহ করে দিতে এবং খোঁজ নিতে রুইজডায়েল অন্য ঋতুর ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকেছেন কি না এবং সেগুলি কেনা যাবে কি না। যত টাকা লাগুক চিন্তা নেই, ছবি তাঁর চাই।

ইতিমধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যে জন্যে সেনর যুয়ান একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। চারুশিল্প সংগ্রহের মধ্যেও কতরকম কূটনীতিক কুটিলতা!

লিমা গলফ ক্লাবে পুলিস চিফ র‍্যামন টাপিয়া এবং মার্কিন কূট-নীতিক কর্নেল ডেভিড হলের সঙ্গে যুয়ান বিয়ার পান করছিলেন। কথা প্রসঙ্গে পুলিস চিফ র‍্যামন টাপিয়া পেরুতে কয়েকজন জার্মান বাসিন্দার সন্দেহজনক গতিবিধির উল্লেখ করলেন। তারা চোরাপথে কিছু ব্যবসা করছে কিন্তু সন্দেহ করলেও পুলিস এখনও পর্যন্ত কোনো অকাট্য প্রমাণ পায় নি। যুয়ান ত ব্যবসায়ী তাই ব্যাপারটা তাঁর জেনে রাখা ভাল এবং জার্মানদের সঙ্গে কোনো ব্যবসা করলে তিনি যেন তা সাবধানে করেন।

র‍্যামন টাপিয়ার কথা সমর্থন করে ডেভিড হল বললেন যে এই রকম কয়েকজন জার্মান ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের অভিযোগ আছে। অ্যামেরিকায় তাদের বিচার করা দরকার। পেরু সরকারের কাছে তিনি অ্যামেরিকান সরকারের পক্ষ থেকে আবেদন করেছেন। পেরু সরকার যেন এইসব জার্মানদের মার্কিন সরকারের হাতে তুলে দেয়।

ডেভিড হল বলল যে অনেক জার্মান নাৎসী ইউরোপ থেকে পালিয়ে এসে দক্ষিণ অ্যামেরিকায় নানারকম বেআইনী কাজে লিপ্ত রয়েছে তার মধ্যে আপাততঃ প্রধান হল চোরা ছবি বিক্রি করা ও অবৈধভাবে কোকেন চালান দেওয়া। এরা সাংঘাতিক মানুষ, এদের বিশ্বাস নেই, এরা খুনজখম সব করতে পারে এবং করছেও।

এ আবার কি কথা! সেনর যুয়ান ঘাবড়ে গেলেন। তিনি কি তাহলে চোরা ছবি কিনছেন নাকি? সেই দিনই তিনি লিমা থেকে

তাঁর বাগানবাড়ি ভিলা মারিপোসাতে ফিরে এলেন। এই বাগানবাড়িতেই রয়েছে তাঁর আর্ট গ্যালারি।

হামবুর্গে ছবি সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জন্যে তিনি চিঠি লিখলেন।

উত্তর এখনও আসে নি। ইতিমধ্যে পেরুতে তিনি তাঁর ছবির এজেন্ট ফার্ডিনাগুকে বলে দিলেন তিনি তাঁর মারফত আর একখানাও ছবি কিনবেন না।

যুয়ান খুবই চিন্তিত। যেসব ছবি কেনা হয়েছে তার কাগজপত্র চালান ও রসিদগুলো একবার ভাল করে দেখা দরকার। ফার্ডিনাগুের ওপরই তিনি নির্ভর করতেন। ছবি সংক্রান্ত ডকুমেণ্টগুলি তিনি আর খতিয়ে দেখতেন না। সেগুলো ত এখনি দেখা দরকার হয়ে পড়েছে।

সেনর যুয়ান গ্যালারি থেকে বেরিয়ে তাঁর লাইব্রেরিতে এলেন। প্রথমে তিনি তাঁর হাউসকিপারকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন

আমার অনেক কাজ আছে, আজ লাঞ্চ খাবার সময় হবে না। আমাকে যেন কেউ বিরক্ত না করে।

হাউসকিপার তার মনিবকে চেনে। লাইব্রেরিতে একটা ছোট ফ্রিজ আছে। সেটা সে খুলে দেখল। তারপর বলল: ফ্রিজে অরেঞ্জ ও গ্রেপ ফ্রুট আছে, চকোলেট আছে, দরকার হলে···

ঠিক আছে, আমি বুঝেছি, তুমি এখন যাও।

হাউসকিপার ঘর থেকে বেরিয়ে যেয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাগানের দিকে চেয়ে রইল। গাছে গাছে অজস্র ফুল ফুটেছে। অপরূপ শোভা, চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। ডালে ডালে কত রকম পাখি, ফুলে ফুলে প্রজাপতির রঙিন মেলা।

বোরমানের নামে কাটা সেই যে রসিদ সেটি রুইজডায়েলের ঐ উইনটার ল্যাণ্ডস্কেপের সঙ্গে সেনর যুয়ানের কাছে চলে এসেছে।

ছবি ডেলিভারি দেবার সময় ফার্ডিনাণ্ড যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ না করায় এই কাণ্ড ঘটেছে।

রসিদখানা যুয়ানের হাতে আসার পর থেকে যুয়ান কিছু চিন্তিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দেয় নি কিন্তু পুলিস চিফ র‍্যামন টাপিয়া এবং মার্কিন কূটনীতিক কর্নেল ডেভিড হল যা বলল তারপর থেকে যুয়ান রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

তার মনে হচ্ছে যত ছবি সে কিনেছে ফার্ডিনাণ্ডের মারফত তার সবই বোধহয় চোরাই মাল অতএব দক্ষিণ অ্যামেরিকায় যে জার্মান চক্রান্ত গড়ে উঠেছে সে হয় ত তার খপ্পরে পড়তে পারে। তারা তাকে বিপদে ফেলতে পারে।

লাইব্রেরিতে বুকশেলফে রক্ষিত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার কয়েকটা খণ্ড সরিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একটা বোতাম টিপল।

বোতামটি হল একটি লুকনো লোহার সিন্দুকের। বোতাম টিপতে সিন্দুকের একটি পাল্লা পাশে সরে গেল।

পাল্লা সরে যেতে একটি দরজা। দরজার ওপর একটা ডায়াল। টেলিফোনের ডায়ালের মতো এই ডায়ালের ওপর সংখ্যার পরিবর্তে ইংরেজি বর্ণমালার কয়েকটি অক্ষর। অক্ষরগুলির মধ্যে একটি সাংকেতিক নাম লুকিয়ে ছিল। ডায়াল ঘুরিয়ে যুয়ান সেই সাংকেতিক নামটি রচনা করতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে যুয়ান কয়েকটা ফাইল বার করে নিল।

সারাদিন ধরে যুয়ান সেই ফাইল নিয়ে কাজ করল। ছবিগুলির ইতিহাস পড়ল। হিসাব পরীক্ষা করল। কেনবার আগে যে সব পত্র ব্যবহার হয়েছিল সেসব পড়ল। কিছু নোট করল।

কখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে খেয়াল করে নি। সন্ধ্যার পর হাউস-কিপার এসে কফি ও স্যাণ্ডউইচ খাইয়ে গেছে এবং বলে গেছে ডিনার তৈরি করছে। টেবিলে ডিনার সাজাবার আগে ইণ্টারকম মারফত সে জানিয়ে দেবে।

এমন কিছু কাগজপত্র বা রসিদ দেখা গেল যাতে য়ুয়ান রীতি-মতো ঘাবড়ে গেল। চিন্তা করতে লাগল সম্ভাব্য বিপদ থেকে কি করে সে অব্যাহতি পেতে পারে।

চিন্তা করতে করতেই এক সময়ে ডিনার খেল। তারপর কাগজ-পত্র সরিয়ে রেখে লেখার টেবিলে বসে হামবুর্গের এজেন্টকে একখানা চিঠি লিখতে আরম্ভ করল।

কখন যে ঘরে একজন লোক ঢুকেছে তা সে টের পায় নি। লোকটিকে দেখে দস্যু মনে না হলেও সে যে সৎলোক নয় তা বেশ বোঝা যায়। মাথাভর্তি টাক, নিষ্প্রভ চোখ, দৃষ্টি ক্রুর, গালে খোঁচা, খোঁচা দাড়ি, চ্যাপ্টা নাক, তোবড়ানো গাল।

য়ুয়ান মুখ তুলে সামনে যে লোকটিকে দেখল তাকে আশা করে নি। এই লোকটিই তার সব চিন্তা কেড়ে নিয়েছে। এরই জন্যে য়ুয়ানের শিরঃপীড়া।

য়ুয়ান রীতিমতো বিরক্ত। বললেন : কে তোমাকে আসতে বলেছে, তুমি আমাকে না জানিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছ কেন? তুমি বেরিয়ে যাও নইলে আমি আমার চাকরদের ডাকব।

লোকটির নড়বার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সে সোজা এসে য়ুয়ানের লেখবার টেবিলের একধারে বসল, তারপর বলল :

অত চটছ কেন বন্ধু, তুমি ত আমার ওপর এত বিরূপ ছিলে না, হঠাৎ কি হল?

জান না বুঝি? আমি যখনই একটা ছবি কিনি তখনই তার ইতিহাসটাও সংগ্রহ করি যেমন শিল্পীর নাম, পরিচয়, কবে ছবি আঁকা হয়েছে, ছবি কার কাছে ছিল বা কাকে বিক্রি করা হয়েছিল ইত্যাদি তথ্য আমি সংগ্রহ করি এবং এই সংক্রান্ত কাগজ বা রসিদও আমি সংগ্রহ করি এবং তথ্যগুলি যাতে প্রামাণিক ও বিশ্বাসযোগ্য হয় সেদিকে নজর দেবার চেষ্টা করি।

বুঝেছি এবং জানি, তাহলে সেই রসিদখানা তোমার কাছেই আছে, তাই নয় কি ? আগন্তুক বলল :

অনেক রসিদ ত তুমি আমাকে দিয়েছ, কোনটা আসল, কোনটা নকল তা তুমিই জান, তুমি যদি ভেবে থাক যে রুইজডায়েলের ছবির রসিদ আমার কাছে আছে তাহলে ভুল করছ, বরঞ্চ আমি দেখছিলুম ভ্যান ডাইকের ছবির রসিদখানা আসল কি না।

না, ভ্যান ডাইক নয়, রুইজডায়েলের ছবি দিয়েছি আর সেই সঙ্গে আগেকার মালিকের রসিদ দিই নি তা হতে পারে না। রসিদ-খানা আমাকে ফেরত দাও আমি তোমাকে রুইজডায়েলের জোড়া ছবি সামার ল্যাণ্ডস্কেপটা যোগাড় করে দোব। যেটার জন্যে তুমি আমাকে অনেকবার তাগাদা দিয়েছ।

এখন আর তাগাদা দিচ্ছি না। আমি তোমার কাছ থেকে আর কোনো ছবি কিনব না ; তুমি এখন যাও, য়ুয়ান বেশ জোর দিয়েই বলল।

কথা বলতে বলতে এক সময়ে আগন্তুক চৌকো পাথরের কারু-কাজ করা ভারি একটা পেপারওয়েট ডান হাতে তুলে নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিল। সে বলল :

থাকতে আমি আসি নি, সেই রসিদখানা দিয়ে দাও আমি চলে যাচ্ছি।

আর লুকোছাপা কেন ? তুমি ত মার্টিন বোরম্যানের নামে কাটা সেই রসিদ খানা ফেরত চাইছ ? কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। আমি তোমার ফাইলখানা দেখছিলুম, আমার এখন চোখ খুলে গেছে, যা সব কেলেংকারি করেছ দেখছি তাতে ফাইলখানা পুলিসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই।

কথা বলতে বলতে সেনর য়ুয়ান টেবিল থেকে একটা ফাইল তুলে নিলেন।

আগন্তুক যেন য়ুয়ানের কোনো কথাই শোনে নি। সে দৃঢ় স্বরে বলল :

রসিদখানা আমাকে ফেরত দিলে বুদ্ধিমানের কাজ করবে সেনর যুয়ান।

বললুম ত ইউ আর টুউ লেট।

রসিদখানা ঐ ফাইলে নেই? কোথায়?

জার্মানিতে ··কি? আমার কথা বিশ্বাস করছ না; এই দেখ আমার চিঠি, এই চিঠির সঙ্গে রসিদখানা আমি জার্মানিতে পাঠিয়েছি এ বিষয়ে খোঁজ নেবার জন্যে।

রসিদখানা যুয়ান জার্মানিতে পাঠিয়েছে? সর্বনাশ! আগন্তুক বোধহয় ঘেমে উঠল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। যুয়ান মিথ্যা কথাও বলছে না। চিঠির নকল ত তার ফাইলেই রয়েছে।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: যুয়ান তুমি একটা মূর্খ, সাংঘাতিক ভুল করেছ, নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছ, ভীষণ ভুল করেছ।

দেখা যাবে ভুল করেছি কি না।

আমাকে যদি আগে বলতে তাহলে হয় ত তুমি মাথাটা বাঁচাতে পারতে, এখন আমিও কিছু করতে পারব না।

কে তোমায় কিছু করতে বলছে, পাজী, বদমাস, জোচ্চোর, গেট আউট।

সেনর যুয়ান লোক ডাকবার জন্যে টেবিলের ওপর ঘণ্টা বাজাতে গেল আর সেই মুহূর্তে লোকটা যুয়ানের ডান হাতে সেই পেপার ওয়েট দিয়ে সজোরে আঘাত করল। আঙুলের হাড় বোধহয় ভেঙেই গেল। হাত অসাড় হয়ে গেল, রক্ত বেরিয়ে পড়ল।

বাঁ হাত দিয়ে হাত চেপে ধরে যুয়ান উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে দরজা খোলবার জন্যে বাঁ হাত দিয়ে নব ধরার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা কোমর থেকে শানিত ছোরা বার করে ঘাড়ের ওপর আমূল বসিয়ে দিল। যুয়ান মেঝেতে কর্পেটের ওপর পড়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার!

পুলিস এল। তারা সাব্যস্ত করল চুরি করতে এসে খুন। দেওয়ালে লতা গাছ ধরে চোর উঠে ক্লোকরুমে ঢুকেছিল। ক্লোকরুম থেকে লাইব্রেরিতে ঢোকে। একজন চোরই এসেছিল। পেরুর চোর গুণ্ডারা ছোরা চালাতেই অভ্যস্ত। কি চুরি গেছে বোঝা যাচ্ছে না, তবে চোর কাগজপত্র ঘেঁটেছিল। ইতস্তত অনেক কাগজ এলো-মেলোভাবে পড়ে রয়েছে।

কিন্তু যেহেতু সেনর যুয়ান এভারেস্টো একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি সেজন্য স্থানীয় পুলিস এই হত্যার দায়িত্ব নিজের হাতে রাখতে সাহস করল না। পুলিস চিফ র‍্যামন টাপিয়াকে খবর দেওয়া হল।

র‍্যামন টাপিয়া যুয়ানের হত্যাকাণ্ড খবরের কাগজে পড়ে নিজেই প্যাসিফিক সমুদ্রের ধারে কাসমাতে যুয়ানের বাগানবাড়ি মারিপোসা ভিলাতে লিমা থেকে আসবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল আর এমন সময় কাসমা পুলিসের জরুরী ডাক।

স্থানীয় পুলিসের তদন্তে বা তারা যা সাব্যস্ত করেছে তাতে র‍্যামন সন্তুষ্ট হতে পারল না। লাইব্রেরি ঘর ছাড়া চোর আর কোনো ঘরে ঢোকে নি। লাইব্রেরিতে নগদ টাকা রাখা হত না। টাকা চুরি উদ্দেশ্য নয়। কাগজপত্র যেভাবে ঘাঁটাঘাটি করা হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে চোর কোনো কাগজ বা চিঠির সন্ধানে এসেছিল।

চোর ডান হাতে আঘাত করল কেন? পেরুর চোরেরা ছোরা চালালেও ঘাড়ে ছোরা মারে না। যে খুন করেছে সে জানে যে ঘাড়ের এই বিশেষ স্থানে আঘাত করলে মৃত্যু দ্রুত ও অনিবার্য।

ময়না তদন্তের জন্যে একটা হেলিকপ্টারে করে লাস লিমা শহরে পাঠান হল। একজন অভিজ্ঞ ফোরেনসিক এক্সপার্ট লাস চেরাই করল কিন্তু কোনো নতুন তথ্য জানাতে পারল না।

কর্নেল ডেভিড হলকে র‍্যামন টাপিয়া বলল: এই হত্যাকাণ্ড কোনো পেরুভিয়ান করে নি এবং আমার মনে হয় কোনো

আক্রোশের ফল। কারণ ঘরে অনেক মূল্যবান সামগ্রী রয়েছে, যথা সোনার সিগারেট কেস। খুনী সে সবে হাত দেয় নি।

কোনো লোককে সন্দেহ করতে পেরেছ? ডেভিড হল জিজ্ঞাসা করল।

সেনর যুয়ানের পাশের বাংলোটা একজন জার্মান হালে কিনেছে। আমি তার ওপর নজর রাখবার ব্যবস্থা করেছি। তুমি তার নাম শুনে থাকতে পার। ফার্ডিনাণ্ড, ওর আর একটা নাম আমরা জানি, ব্রেগু।

অ্যাঁ? ব্রেগু ফার্ডিনাণ্ড! লিয়নসের কসাই! খুব জানি। লোকটা বেঁচে আছে? লিয়নসের নাগরিকদের ওপর অকথ্যভাবে অত্যাচার করেছে। তারপর তাদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। আমাদের ধারণা ব্যাটা মরেছে বুঝি, তাহলে ওকে গ্রেফতার করবে?

কোনো প্রমাণ ত নেই, তবে আমরা এটা জানি যে এইসব নাৎসীরা এখন নাম ভাঁড়িয়ে সাউথ অ্যামেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। ফেডারেল জার্মানিতে এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে এখনও যে সব নাৎসী রয়েছে তাদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রয়েছে। সকলেই নাম ও পরিচয় পালটে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে মিশে গেছে। ওদের উদ্দেশ্য নাৎসীবাদকে আবার ফিরিয়ে আনা।

কিন্তু র‍্যামন এমন সাংঘাতিক একটা ক্রিমিন্যালকে তুমি কি করে ছেড়ে দেবে?

একটু ধৈর্য ধর। আমরা জাল বিস্তার করেছি, ফার্ডিনাণ্ড টের পেয়েছে, পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পারবে না।

ইতিমধ্যে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে।

ফিলিপের স্ত্রী ডরিস মারা গেছে। হেলগার সঙ্গে তার স্বামী

অটোর বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও তারা দেখা করে বন্ধু হিসেবে, পরস্পরের বাড়িতেও যায়।

জুলিয়ার ছবির সমাধান এখনও হয় নি। শেষ পর্যন্ত আদালতে উঠেছে। ছবিগুলি পশ্চিম জার্মানি দাবি করছে, কয়েকখানা ছবি আবার একজন আর্ট কলেকটরও দাবি করেছে। যে বিচারকের আদালতে মামলা উঠেছিল সেই বিচারককে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। নতুন বিচারপতি বলেছেন তিনি গোড়া থেকে সব খতিয়ে দেখে নতুন করে বিচার করবেন।

এইজন্যে জুলির নতুন উকিল অ্যাডলফ ওয়াগনার তাকে লণ্ডন থেকে আনিয়েছে। অটো পরামর্শ দিচ্ছে বটে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে মামলা চালাচ্ছে না। সে এখন সরকারী উকিল এবং অন্যতম আইন প্রণেতা। অ্যাডলফ ওয়াগনারকে সেই জুলির উকিল ঠিক করে দিয়েছে।

হেলগা এখন রীতিমতো ধনী মহিলা। ভিয়েনার হাই সোসাইটিতে এখন তাকে নইলে চলে না। একটা মস্ত বড় বাড়িতে সে বাস করে। দামি ফার্ণিচার, আসবাব, পর্দা, কার্পেট, ছবি, আলো ও নানা সামগ্রী দিয়ে সে বাড়ি সাজিয়েছে। বাড়ি ঘিরে মনের মতো বাগান করেছে। বাগানে এমন সব গাছ লাগিয়েছে যা নাকি অস্ট্রিয়ায় সাধারণতঃ দেখা যায় না।

জুলি আপাততঃ তার বাড়িতে কয়েকদিন আছে। এর আগে ছিল ফিলিপের বাড়িতে। ফিলিপের ছেলে হেনরি এখন বেশ বড় সড় হয়েছে, বলতে কি লায়েক হয়েছে।

সেদিন হেলগার বাড়িতে পার্টি। পার্টিটা সে জুলির জন্যেই দিচ্ছে। বেশি লোক বলে নি। হেলগাকে জিজ্ঞাসা করল জুলি

কারা কারা পার্টিতে আসবে রে হেলগা?

বেশি লোক ত বলি নি, তবে ফিলিপ, হেনরি আর অটো ত আসবেই এ ছাড়া সেই আর্ট এক্সপার্ট ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যানকে

বলেছি। আর ভিডারম্যানকে বলতে হলে কাউন্টেস এঞ্জেলাকে বলতে হবে

কেন? কাউন্টেস এঞ্জেলাকে কেন?

জানিস না বুঝি? কাউন্টেস এঞ্জেলা ত ভিডারম্যানের বাড়িতে ওরই সঙ্গে থাকে। কাউন্টেস আসলে ইটালিয়ান। ওর স্বামী সাউথ সি আইল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিল। সেখানে কি হয়েছিল কে জানে শুনছি নাকি মারা গেছে।

মারা গেছে? কি করে?

কেউ কেউ বলছে মারা যায় নি। কাউন্ট টাহিটি দ্বীপের ভেতরে চলে গেছে। নেটিভ হয়ে গেছে। নেটিভ মেয়েদের সঙ্গে নাকি থাকে।

তাই নাকি?

ওসব বাদ দে, বড় ঘরের বড় বড় কথা। এরা ছাড়া আমি ডিটমারকেও বলেছি।

ডিটমার? কোন ডিটমার?

তোর মামলার জজ।

সে আসবে কেন?

আসবে, এ ছাড়া মাত্র দু'তিনজন। ছোট একটা ব্যাণ্ড পার্টি আসবে, পিয়ানো, ভায়োলিন আর চেলো। ওয়াল্টজ সুর বাজাবে। দারুণ বাজবে রে!

ছোট পার্টিই ভাল। জুলি বলল,

যা তুই ড্রেস করে আয়, সময় হয়ে গেছে। আমি একবার কিচেনটা দেখে আসি। একজন ইণ্ডিয়ান কুক পেয়েছি, গেস্টদের আমি ইণ্ডিয়ান পিলাউ (পোলাও), কাবাব আর ইণ্ডিয়ান সুইট খাওয়াব।

নিমন্ত্রিতরা সকলেই এসে গেল। ছোট পার্টি। পার্টি বেশ জমে উঠল।

নানারকম আলোচনা হচ্ছে। ভিয়েনার আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ের কথাও উঠল। যতদিন না এই রেলওয়ে শেষ হচ্ছে ততদিন নাকি রাস্তায় গাড়ি চালানো বা পার্ক করা দূরের কথা, রাস্তায় হাঁটা বা দাঁড়িয়ে দু' দণ্ড কথা বলাই যাবে না।

একজন মন্তব্য করল, আমাদের মন্ত্রীমশাই রুপার্ট রাথের কিন্তু বেশ দু' পয়সা হচ্ছে। সে নাকি সুইটজারল্যাণ্ডে কোথায় একটা ক্যাসল তৈরি করছে।

ভিডারম্যান সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল : ক্যাসল তৈরি করছে? না না এত টাকা তার ভাগে পড়বে না।

তুমি জান না ডঃ ম্যাক্স? হেলগা বলল, এই দেখ 'প্রেসি' পত্রিকায় কি লিখেছে। এরপর রাথের রিজাইন দেওয়া উচিত। দাঁড়াও কাগজখানা তোমাকে দেখাচ্ছি।

হেলগা কোথা থেকে কাগজখানা এনে সামনের পাতা বার করে ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যানকে পড়তে দিল।

রুপার্ট রাথের সম্পর্কে খবরের মাথায় বড় টাইপে আর একটা খবর ছাপা হয়েছিল। ভিডারম্যানের চোখ সেইদিকে আটকে গেল। খবরটা সকালের কাগজে ছিল না। এটা হল বৈকালিক সংস্করণ।

খবরটা ভাল করে পড়ে কাগজখানা ভাঁজ করে পকেটে ভরে ভিডারম্যান সকলের অলক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হেলগার বাড়িতে ভিডারম্যান বেশ কয়েকবার এসেছে। সব ঘর তার চেনা।

নীচতলায় হেলগার একটা ছোট স্টাডি আছে। সেই ঘরে টেলিফোনও আছে। ভিডারম্যান নীচে নেমে গেল।

কেউ লক্ষ্য না করলেও জুলিয়া লক্ষ্য করেছিল। বাকি সকলে সুরাপানে ব্যস্ত ছিল, তবে অপূর্ব ওয়াল্টাজ সঙ্গীতও তাদের মন হরণ করছিল এজন্য ভিডারম্যানের দিকে কেউ মন দেয় নি। মন দিয়ে থাকলেও হয় ত ভেবেছিল যে সে 'জেণ্টস' রুমে যাচ্ছে।

জুলিয়ার ছোট স্টাডিতে ঢুকে মিউনিকের জন্যে লং ডিস্ট্যান্স আর্জেন্ট কল বুক করল। পার্সন টু পার্সন কল। পার্সনের নাম ব্রুনো ফ্রিৎস।

ভিডারম্যানকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হল। মিউনিকের টেলিফোন অপারেটর রিং করে বলল: কথা বলুন, হেয়র ফ্রিৎস লাইনে এসে গেছেন।

ভিডারম্যান তার আগে শুনতে পেয়েছে, অপারেটর জিজ্ঞাসা করছে:

হেয়র ব্রুনো ফ্রিৎস কথা বলছেন, ভিয়েনা থেকে আপনার কল, কথা বলুন।

হ্যালো কে? ব্রুনো জিজ্ঞাসা করল।

এম ভি, ভিডারম্যান বলল।

স্যাক্স? কি বল? এনি লাক?

না, খবর ভাল নয়।

কেন কি হল?

এখানকার কাগজে হামবুর্গের ডেটলাইনে একটা খবর ছাপা হয়েছে। কোনো এক আরব বিপ্লবীদল সাউথ অ্যামেরিকায় কিছু রিকয়েলেস গান আর কি সবের অর্ডার দিয়েছিল। অস্ত্রগুলো নাকি ইজরেলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। ব্যাপারটা ইজরেলের ইনটেলিজেন্স দফতর জানতে পেরেছে। তারা বলছে যে অস্ত্রগুলো সাউথ আমেরিকা থেকে এলেও এগুলোর সরবরাহকারক হচ্ছে সেখানকার এক জার্মান প্রতিষ্ঠান।

খবর বেরিয়ে গেছে? তবে জার্মানির কোনো কাগজে খবরটা ছাপা হয় নি তবে সাপ্লাই কে করেছে তা কি তুমি জান? ব্রুনো জিজ্ঞাসা করল।

ভিডারম্যান বলল: তা আর জানি না? আমাদের 'অর্গানাইজেশন লাইস্টার'। যাই হক তোমাকে জানিয়ে রাখলুম, এখন যা করবার তুমি করবে। আমি তোমাকে পরে ফোন করব।

বেশ পণ্ড ফোন কোরো, এখানে নয়। আমার ক্লাবে।

হামবুর্গ।

সন্ধ্যার পর হঠাৎ ঝোড়ো আর ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। পথ-ঘাট ফাঁকা হয়ে গেল। পার্কের বেঞ্চিতে বা এলব নদীর ধারে একটিও প্রেমিক যুগল দেখা গেল না।

বলিভিয়ার কূটনীতিক দফতরের একজন অফিসার সেনর সাইমন কারমেলো একটা চেয়ারে আরাম করে বসে একটা জমাটি উপন্যাস পড়ছে। জানালার ব্লাইণ্ড নামিয়ে দিয়েছে। ঘরের ভেতর বাইরের কোনো আওয়াজ ঢুকছে না, হাওয়া ত ঢুকছেই না।

উপন্যাসখানা জমাটি হলেও কারমেলো ঠিক মন বসাতে পারছে না। জার্মানি, বিশেষ করে এই হামবুর্গ শহরটা তার মোটেই ভাল লাগে না। ফরেন মিনিস্টারকে সে অনেকবার অনুরোধ করেছিল তাকে যেন ইটালি বা স্পেনে পাঠান হয় কিন্তু ফরেন মিনিস্টার ব্যারিয়েনটস কিছুতেই রাজি হলেন না, ইটালিতে পাঠালেন নিজের জামাইকে আর ফ্রান্সে পাঠালেন ভাইপোকে। তবে একথা ঠিক যে জামাই বা ভাইপো হলেও তারা কিন্তু কাজের লোক।

সুদূর বলিভিয়াতে তার মন চলে গেল, আর ঠিক সেই সময়েই ষণ্ডামার্কা দু'জন সহকারী নিয়ে মারমুখী হয়ে ব্রুনো ফ্রিৎস ঘরে ঢুকেই কারমেলোর মাথার ওপর রিভলভার তাক করে বলল :

কোথায় সেই চিঠি বার কর, যুয়ানো এভারিস্টোর চিঠি আর সেই সঙ্গে একটা রসিদ।

ওদের দেখেই ত কারমেলো কি রকম হয়ে গেছে। অত ঠাণ্ডাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে, বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটছে। অতি কষ্টে বলল : যুয়ানো এভারিস্টো···পেরুর বিজনেসম্যান···আমি ত বলিভিয়ার···

জানি, যুয়ানো চিঠিখানা লিখেছিল তার ভাইপোকে, ভাইপো

সেই চিঠির বিষয়বস্তু যাচাই করবার জন্যে তোমার কাছে পাঠিয়েছিল কারণ তুমি হলে ভাইপোর বন্ধু, একই মেয়েমানুষের বাড়ি তোমরা রাত্রি কাটাও, আমরা সব খবর রাখি।

সেই চিঠি···

শুধু চিঠি নয়, চিঠি আর রসিদ, দুইই আমাদের চাই।

উঃ বড্ড গরম···বাতাস।

কারমেলো কোনোরকমে তার বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল :

চিঠিখানা···চিঠিখানা···উঃ আমার শরীর কেমন করছে···রসিদ ত কিছু পাইনি···

তার কথা শেষ হল না। মাথা চেয়ারের একপাশে হেলে পড়ল। সাইমন কারমেলো মরে গেল। হার্ট অ্যাটাক!

কি সর্বনাশ! ব্রুনোর একজন সঙ্গী বলল, এখন কি হবে, লোকটা ত মরে গেল।

মরে গেল ত কি হল, আমরা ত আর খুন করি নি, কিন্তু রসিদ কোথায় যাবে?

আর একজন বলল : লোকটা বোধহয় সত্যি কথাই বলেছে, রসিদ ওর কাছে নেই।

ব্রুনো বলল : ও ত বুক পকেটে হাত ঢোকাচ্ছিল। দেখি বুক পকেটে কি কাগজপত্র আছে।

কারমেলোর বুক পকেট থেকে ব্রুনো একগাদা কাগজ বার করল। ব্যক্তিগত চিঠি, ক্যাশমেমো। ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, অনেক কিছু রয়েছে কিন্তু য়ুয়ানোর চিঠি বা বোরম্যানের রসিদ কিছুই পাওয়া গেল না।

টেবিলের ড্রয়ারগুলো খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। চিঠি এবং রসিদ কারমেলোর বাড়িতে নেই। তবে কি মেয়েটা ভুল খবর দিয়েছে? তবে কারমেলোর কোটের একটা পকেট থেকে একটা লাল রঙের ছোট এনগেজমেন্ট ডায়েরি পাওয়া গেল।

চল হে আমরা যাই।

লাসের কি হবে ?

কি আবার হবে ? ঐখানেই পড়ে থাক, ব্রুনো বলল।

বোরম্যান রসিদ সম্বন্ধে খোঁজ নেবার জন্যে য়ুয়ানো তার ভাইপোকে জার্মানিতে সত্যিই চিঠি লিখেছিল। হয়তো আরও দু'দিন আগে কারমেলোর বাড়িতে হানা দিলে রসিদখানা পাওয়া যেত। কিন্তু ইতিমধ্যে যে লাইস্টারের বন্দুক চালানোর ব্যাপারটা সামলাতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

সেদিন পার্টির পর হেলগার বাড়ি থেকে ফিলিপের বাড়িতে জুলিয়া ফিরে এসেছিল। ফিলিপ বাড়ি নেই। ছেলে হেনরিও অফিস থেকে এখনও ফেরে নি। জার্মানির ডুসেলডরফে একটা শাখা অফিস এবং যন্ত্রাংশ জোড়া দেবার একটা কারখানা খোলার প্রস্তাব নিয়ে হেনরি ব্যস্ত আছে। ইউরোপের ব্যবসাটা হেনরি এখন একাই দেখাশোনা করে। এ বিষয়ে ফিলিপের কোনো আগ্রহ নেই। সে তার ছবি ও শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ নিয়েই নিজেকে ব্যস্ত রাখে।

ফিলিপের স্টুডিওতে জুলি একা, বসে ছবিগুলোর ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। সেই যুদ্ধের আগে আঁকা তার সেই ন্যুড ছবিখানা একই জায়গায় টাঙানো আছে। চোখ মুখের ওপর মাথার চুল ফিলিপ এমনভাবে বিন্যস্ত করেছে যে তাকে চেনা যায় না, একমাত্র হেলগা জানে ছবিখানা কার।

সন্ধ্যা কখন পার হয়ে গেছে। ফিলিপ এখনও ফিরল না। তবে হেনরি ফিরে এল। ঘরে পা দিয়েই জিজ্ঞাসা করল : বাবা ফেরে নি ?

না, এখনও ফেরে নি।

সে কি ? এতক্ষণে ত ফেরার কথা, কে জানে রাস্তার যা অবস্থা। কোথাও হয়ত ট্র্যাফিকজ্যামে আটকে গেছে।

তোমার বাবা কোথায় গেছে জান ?

হ্যাঁ জানি ত, আর্ট ডিলার লুবের বাবাকে তুপুরে ফোন করেছিল। পনের শতকের একটা রাশিয়ান ইকন বুঝি পাওয়া গেছে, বাবা সেইটে দেখতে গেছে। তার আগে বসে বসে তোমার ছবির মামলার কাগজপত্র দেখছিল।

ইকন দেখে ফিরতে এত দেরি হচ্ছে ?

একটা আর্ট একজিবিশন হবে বুঝি, বাবা বোধহয় সেই বিষয়ে আলোচনা করতে গেছে

তা হতে পারে।

তু'জনে কথা বলতে বলতে ডিনারের টাইম হয়ে গেল। হেনরির ক্ষিধে পেয়েছে। বাবা এখনও ফিরল না। মিটি ডিনারে বসবার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে। বয়স হয়েছে ত! সকাল সকাল কাজ মিটিয়ে ফেলতে চায়।

জুলি বলল : লুবেরকে একবার ফোন কর না।

হেনরি ফোন করল। লুবের দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে গেছে। তার বাড়িতে ফোন নেই।

মিটি আর অপেক্ষা করল না। সে টেবিলে ডিনার সাজিয়ে দিয়ে বলল : তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ফিলিপের খাবার আমি হট চেম্বারে রেখে দিচ্ছি।

ডিনার শেষ হল। ওরা তু'জন স্টুডিওতে বসেই গল্প করতে লাগল। রাত্রি বাড়তে লাগল। রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাওয়া আসার আওয়াজ ক্রমশঃ কমতে লাগল।

হেনরির ঘুম পাচ্ছে। হাই তুলছে।

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি এসে থামল বুঝি। জুলি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে জানালা দিয়ে দেখল। না। ফিলিপের গাড়ি নয়। অন্য কারও গাড়ি। গাড়ি থেকে কেউ নামল না।

হঠাৎ রাস্তার গাছগুলো দুলে উঠল। সোঁ সোঁ করে হাওয়া উঠল। জুলির গা ছম ছম করে উঠল। তার মনে পড়ল এমনি এক রাত্রে তার বাবা ও মাকে গেস্টাপোরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সে কত দিনের কথা কিন্তু মনে পড়লে আজও তার চোখে জল আসে।

জানালার ধার থেকে ফিরে এসে হেনরিকে ডাকল। হেনরি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কোথাও ফোন করে খবর নাও না বাবা।

ফোন? কোথায় ফোন করব আন্টি? আচ্ছা আগে হসপিটালে ফোন করি। হেনরি তিনটে হসপিটালে ফোন করল। তিনটে হসপিটাল থেকে জানা গেল যে কাউণ্ট ফিলিপ বা তার বয়সী কোনো লোক হাসপাতালে ভর্তি হয় নি। এমারজেনসিতে যে কটা লোক অ্যাকসিডেণ্টের জন্যে ভর্তি হয়েছে তাদের সকলের বয়স তিরিশের নীচে, ছোট ছেলে মেয়েও আছে কিন্তু কাউণ্টের মতো কাউকে ভর্তি করা হয় নি।

পুলিসকেও ফোন করা হল। পুলিস কোনো রিপোর্ট পায় নি তবে তারা তাদের টহলদারী সব কটা অয়ারলেস ভ্যান ও জিপকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

জুলিয়া নিজে হেলগাকে ফোন করল। হেলগাও কিছু জানে না। সেদিন হেলগার বাড়িতেও ফিলিপ যায় নি। হেলগা নিজেও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে বলল যে সে তার পরিচিত চিফ ইন্সপেক্টর ভিলমসকে ফোন করছে। কোন খবর পেলে সরাসরি হেনরিকে জানাতে বলবে।

সারারাত্রি কেটে গেল। ফিলিপ ফিরল না। রাত্রিটা জুলিয়া জেগেই কাটিয়ে দিল। সকালে উঠে ফিলিপের টেবিলের ওপর টুকরো টুকরো কয়েকটা কাগজ উলটে পালটে জুলিয়া দেখল। যদি কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

একটু বেলায় ইন্সপেক্টর ভিলমস টেলিফোন করল। একটা

ট্যাকসিওয়ালার সন্ধান পাওয়া গেছে। বাড়ির কাছে গতকাল দুপুরে ফিলিপ বুঝি সেই ট্যাকসিতে উঠেছিল। ট্যাকসিওয়ালা কাউণ্ট লাউডনকে চেনে। সে বলছে যে কাউণ্টকে সে রাশিয়ান কনস্যুলেটের একটু আগে নামিয়ে দিয়েছিল।

আর্ট ডিলার লুবেরকেও ফোন করা হল। সে ত অবাক। না সে ত ফিলিপকে ফোন করে নি এবং কোনো ইকনের বিষয়ও সে জানে না।

ইন্সপেক্টর ভিলমসের অভিমত যে রাশিয়ানরাই কাউণ্ট ফিলিপকে হয় তাদের কনস্যুলেটে আটকে রেখেছে নয় ত রাশিয়ায় চালান করে দিয়েছে। রাশিয়ায় জন্ম অথবা যুদ্ধের সময় বা ঠিক পরে যে সব অস্ট্রিয়ান রাশিয়াতে গিয়েছিল, তাদের নাকি রাশিয়ানরা গোপনে রাশিয়াতে চালান করছে। এমন কিছু খবর ভিয়েনা পুলিস হেড কোয়ার্টারে পৌছেছে।

খবরটা খবরের কাগজে প্রকাশিত হল :

স্বনামখ্যাত শিল্পী কাউণ্ট ফিলিপ লাউডন নিরুদ্দেশ। তিনি বাড়িতে কিছু না বলে কোথায় গেছেন কিছু জানা যায় নি। পুলিস সন্দেহ করছে কাউণ্টকে রাশিয়াতে পাচার করা হয়েছে। ইত্যাদি।

ফিলিপের ছবিও ছাপা হয়েছে।

যতখানি ব্যস্ত হয়ে ম্যাক্স ভিডারম্যান বন্দুক পাচারের খবরটা ব্রুনোকে দিল, ব্রুনো কিন্তু খবর শুনে সেই পরিমাণ আগ্রহ দেখাল না। এটা ঠিক যে জার্মানিতে সে অর্গানাইজেশন লাইস্টারের টপ একজিকিউটিভ অফিসার। দক্ষিণ আমেরিকা ও জার্মানির মধ্যে যাবতীয় ব্যাপারের সে হল সংযোগ রক্ষাকারী ব্যক্তি। তার দায়িত্ব অনেক। বর্তমানে সে বোরম্যানের নামে কাটা হারিয়ে যাওয়া রসিদ উদ্ধার করতে ব্যস্ত। শোনা যাচ্ছে ঐ রকম রসিদ নাকি আরও আছে।

থার্ড রাইখের নাৎসী কোনো কোনো নেতার জন্যে সে অনেক দিন থেকে পেন্টিং ও আর্ট ট্রেজার অ্যান্টিক সংগ্রহ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। এখন আর কাজ করতে ভাল লাগছে না কিন্তু যে চক্রান্তে পড়েছে তা থেকে তার মুক্তি নেই। চাকরিতে ইস্তফা দিতে চাইলেও তাকে ছাড়বে না। পালাবারও পথ নেই। পালালে মরতে হবে। কখন কোথা থেকে একটা বুলেট এসে তার মাথা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেবে।

অস্ট্রিয়াতে নাকি ছবি নিয়ে মামলা আরম্ভ হয়েছে। আবার নাকি বিচারক বদল হয়েছে, ডিটমারের বদলে অন্য বিচারক নিযুক্ত হয়েছে। ভিয়েনাতেও রুইজডায়েলের অন্য ছবি নিয়ে মামলা উঠবে। সেই ছবির সঙ্গে বোরম্যানের নামে আর একখানা রসিদ নেই ত?

ব্রুনোর এসব আর ভাল লাগছে না। তার ইচ্ছে ছিল ইটালির ফ্লোরেন্সে বাড়ি বানিয়ে বাস করবে। স্ট্যাচু আর ছবি বিক্রির একটা দোকান করবে। দোকানের আয় থেকে তার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। অ্যামেরিকান টুরিস্টরাই তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

ভিয়েনার অ্যামেরিকান এমব্যাসিতে নতুন একজন 'ট্রেড অ্যাটাশি' আসছে নাকি। সাউথ অ্যামেরিকায় জন কেলি খুন হবার পর এই লোকটাকে পাঠান হয়েছিল। লোকটার নাম কর্ণেল ডেভিড হল। এক সময়ে নাকি নিউইয়র্ক স্টেট পুলিসের অফিসার ছিল। সাউথ অ্যামেরিকার চিলি, পানামা, আরজেনটিনা, বলিভিয়া আর পেরু সে নাকি চষে বেড়িয়েছে। অ্যামেরিকার এফ বি আই, সি আই ও ডি আইএ-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।

বলিভিয়ায় কোকেন পাচার, পানামা থেকে বন্দুক পাচার আর অসৎ উপায়ে পেন্টিং সংগ্রহের ব্যাপার তার নাকি জানা আছে। ম্যাক্স ভিডারম্যান এরকম সন্দেহ করে।

ব্রুনোর নতুন শিরঃপীড়ার কারণ লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে।

পেরুতে ব্রেগু ফার্ডিনাগুকে পুলিস তাকে তার বাড়িতে আটকে রেখেছে। বাড়ি থেকে পুলিসকে না জানিয়ে বেরোন নিষিদ্ধ। তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কোনো লোককে তার বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। টেলিফোনেও আড়ি পাতা হচ্ছে।

পেরুতে ওদের আর একজন জার্মান কর্মীকেও পুলিস গ্রেফতার করেছে। সে নাকি কোনো ব্যবসায়ীকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছিল।

আরও একটা খারাপ খবর। মার্টিন বোরম্যানের দু'জন বিশ্বস্ত কর্মী যোয়াকিম ওয়েল্ড এবং কুর্ট বেনডিন। বলিভিয়ায় কোকেন পাচারের কাজটা এরা দু'জন তদারক করে। এরা অনেক অপরাধ করে জার্মানি থেকে পালিয়ে গেছে। অ্যামেরিকা এদের ফিরিয়ে দিতে বলছে। পেরু সরকারের ওপর তারা চাপ দিচ্ছে। ওরা দু'জন গা ঢাকা দিয়ে থাকে। কতদিন থাকতে পারবে কে জানে!

নানা সমস্যা। নানা কাজের চাপ। সাইমন কারমেলোর ডায়েরিতে অনেক নাম পাওয়া গেছে। এদের কারও কাছে যুয়ান এভারিস্টোর লেখা চিঠি ও বোরম্যানের হারানো রসিদ থাকতে পারে। এই সব লোকের বাড়ি বাড়ি 'চোর' পাঠান হচ্ছে। তাদের বাড়ির ঝি চাকরদের ঘুষ দেওয়া হচ্ছে। মনিবের ড্রয়ার আলমারি খুলে চিঠি-পত্তর চুরি করে আন।

ডায়েরিতে যাদের নাম আছে তারা সবাই ত আর হামবুর্গ বা মিউনিকে থাকে না, বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে আছে। পনেরো কুড়ি জনের নাম পাওয়া গেছে। এখনও পর্যন্ত উৎসাহিত হবার মতো খবর পাওয়া যায় নি।

সেই হেলমার মুলারের কথা মনে আছে? মিউনিকে দশ নম্বর মাইজার স্ট্রাসে আর্ট ডিপোতে যে চাকরি করে। এই বাড়ির আগে কর্তা ছিল ব্রুনো কিন্তু ব্রুনোকে অন্য কাজের ভার দেওয়ায় এখন

হেলমারই কর্তা কিন্তু কর্তা হলে কি হয় এখনও তাকে ক্রনো ফ্রিৎসের পরামর্শমতো চলতে হয়।

মন্ত্রী ডঃ বার্নার্ড গুনস্টের বৌ হেলমারের মায়ের বান্ধবী। বান্ধবীকে ধরে ছেলের চাকরিটা তার মা ক্রিস্টা করে দিয়েছিলেন। হেলমারের বাবা নেই।

মিউনিকের শহরতলীতে ছেলেকে নিয়ে ক্রিস্টা নিজের বাড়িতে বাস করেন। হেলমারের স্বাস্থ্য ভাল নয়। শহরের জলবায়ু তার সহ্য হয় না। মা তাকে এই বাড়িতে সযত্নে নিয়মের মধ্যে রেখেছেন।

হেলমারের ফুল আঁকা অভ্যাস। ঘেরা বারান্দায় হেলমারের ছোট একটা স্টুডিও মতো আছে। সেইখানে সে ছবি আঁকে। বাগান থেকে রোজ, অ্যাস্টার, ক্রিসেনথিমাম, উইস্টেচেরিয়া, ফিউ-জিয়া, যখন যে ফুল পান তুলে এনে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখেন। অন্য ঘরেও ফুল রাখেন। বাগানে, বারান্দায়, টবে, জানালার সামনে খাঁজে প্রচুর ফুল ফোটে। ফুলের অভাব নেই।

সেদিন সকালে হেলমারের স্টুডিওতে টেবিলের ওপরে যে ছোট ফুলদানিটা থাকে তাতে কয়েকটা হলদে গোলাপ রাখতে গিয়ে টেবিলের ওপর কয়েকটা ফোলডার এবং টাইপকরা কয়েকটা কাগজ দেখতে পেলেন। ফুল কয়েকটা ফুলদানিতে সাজিয়ে কাগজগুলো গুছিয়ে রাখতে গিয়ে একখানা কাগজের দিকে নজর পড়তেই চোখ কপালে উঠল। চশমাটা একবার মুছে নিয়ে ভাল করে লাগিয়ে আর একবার ভাল করে দেখলেন।

কাগজখানা একটা ফটোস্টাট কপি। একটা নাম তাঁর চোখে পড়েছে। তাঁর হাত কাঁপতে লাগল। কাগজখানা হাত থেকে পড়ে গেল। মার্টিন বোরম্যান! এ নাম এখানে কেন? হেলমার এই কাগজ কোথায় পেল?

নিজের দেশ জার্মানিতে বাস করলেও ক্রনো ফ্রিৎসের প্রাণের ভয়

আছে সর্বদা। সে যে এখনও মনে প্রাণে নাৎসী একথা আর কেউ ভুললে সে নিজে ত ভুলতে পারে না।

তাই সে নিজের গাড়িখানা বেশ মজবুত করে তৈরি করিয়েছিল যাতে বুলেট ভেদ করতে না পারে। শক্তিশালী এঞ্জিন বসিয়েছিল। গাড়িখানা ঘণ্টায় একশ মাইল বেগে ছুটতে পারত।

জার্মানি আত্মসমর্পণ করার পরই নিজের চেহারারও খানিকটা পরিবর্তন করেছে। চুলের রং পালটেছে, বড় গোঁফ রাখে, চোখে বেশ বড় সবুজ চশমা পরে।

মিউনিক শহরের বড় রাস্তা দিয়ে নিজেই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। যাবে শহরের পুরানো অঞ্চল অ্যাসবার্গে, গ্যেটে স্ট্রীটে।

গ্যেটে স্ট্রীটে পৌঁছে কেলার আর্ট গ্যালারি খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। দোকানের বাইরে শো-উইণ্ডো ছবি ও কিছু শিল্প সামগ্রী সাজান আছে। প্রবেশ-পথের ত্ব'ধারে টবে ফুলগাছ সাজান রয়েছে। মাথার ওপর সাইনবোর্ডটাই একটা শিল্পকর্ম।

ব্রুনো দোকানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কোথাও একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। সামনের সুন্দর পর্দাটা তুলে উঠল। পর্দা সরিয়ে সুন্দরী একটি যুবতী বেরিয়ে এল। যেন শিল্পীর মডেল। দেহ-সৌষ্ঠবের বুঝি তুলনা হয় না।

ব্রুনো জিজ্ঞাসা করল: তোমার নামই কি ভিলমা কেলার?

হ্যাঁ, কি চাই?

তোমার ভাই এরহার্ড কোথায়?

সে ত পঙ্গু, বিছানায় শুয়ে আছে, আমিই দোকান দেখাশোনা করছি। আপনার কি চাই বলুন।

লোকটার দৃষ্টি কি ভীষণ যেন ওকে গিলে খাবে। যত না দেখছে তার মুখ তত দেখছে তার বুক। হাত তুটো যেন তুটো থাবা। তাড়াতাড়ি বিদেয় হলে বাঁচি। সোবেল আজ আসতে এত দেরি করছে কেন। সে এখন একা। লোকটা যদি তাকে জড়িয়ে ধরে?

হ্যাঁ, দরকার ত নিশ্চয় আছে নইলে কি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছি।

কি অসভ্য রে বাবা। গা জ্বালা করে এমন কথা শুনলে। ভিলমা ভুরু কোঁচকায়। ভয়ে ভয়ে বলে :

বসুন।

এখানে কথা হবে না। ভেতরে চল, বলে ক্রুনো পর্দা ঠেলে নিজেই আগে ঢুকে পড়ে। ভেতরে একটা ছোট টেবিল, টেলিফোন, টাইপরাইটার আর দু'খানা চেয়ার। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার। এক কোণে ফুলদানিতে ফুল।

ক্রুনোরই যেন দোকান। নিজে একটা চেয়ারে বসে ভিলমাকে বসতে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল :

হামবুর্গে বলিভিয়ান কনস্যুলেটে তুমি চাকরি করতে না ?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে ? পুলিস থেকে আসছেন কি ? তবে সেনর সাইমন কারমেলো মারা যাবার পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। সে কথা ত আমি আগেই পুলিসকে একবার বলেছি···

না, আমি পুলিস থেকে আসছি না। তুমি চাকরি ছাড়লে কেন ?

আমার ভাই এরহার্ড মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে জখম হয়ে গেছে। সে নড়াচড়া করতে পারে না। তাই আমাকে দোকান দেখতে হচ্ছে। সেনর কারমেলো মারা যাওয়ার সঙ্গে আমার চাকরি ছাড়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

ঠিক করে বল ত কারমেলো মারা যাবার আগে তুমি চাকরি ছেড়েছ না পরে ?

আপনাকে আমি বলব কেন ? আপনি ত পুলিস থেকে আসছেন না, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার আগ্রহ কেন ? আমার এখন কাজ আছে···ভিলমা ওঠবার উপক্রম করল।

বোসো, আমাকে প্রশ্নর উত্তর দিতেই হবে জেনে রাখ।

কেন ? আপনি কে ? আপনার পরিচয় কি ?

ব্রুনো ভ্রূক্ষেপ করল না। উলটে জিজ্ঞেসা করল :

রুইজডায়েলের আঁকা একটা পেন্টিং বাবদ কারমেলো তোমাকে একটা রসিদ দিয়েছিল কি না ?

আমার মনে পড়ছে না।

রসিদটা নিয়ে তুমি কি করেছ ?

রসিদ দিয়েছিল কিনা তাই আমার মনে নেই আর জিজ্ঞাসা করছেন রসিদ নিয়ে আমি কি করলুম ?

ভিলমার সারা মুখ লাল হয়ে গেল। নাক ফুলে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল। লোকটা যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো তার দিকে চেয়ে আছে। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি ?

মিস্ ভিলমা রসিদটা তুমি যদি আমাকে ফেরত দাও তাহলে তোমার ভাল হবে।

আমার কাছে কোনো রসিদ নেই।

তোমার বাড়িতে সেই রসিদ আছে।

না নেই।

ভাল করে মনে করে দেখ, কারমেলো তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল আর সেই চিঠির সঙ্গে একটা রসিদ পাঠিয়েছিল। সে তোমাকে কি করতে বলেছিল ?

ধমকের সুরে কথা শেষ করল ব্রুনো ফ্রিৎস তারপর থাবাসদৃশ দুই হাত বাড়িয়ে ভিলমার দুই বুক চেপে ধরে বলল :

শীগগির বল বলছি।

হাত সরাও।

ব্রুনো হাত তুলে নিল। ভিলমা হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে দাঁড়াল। তারপর হাত দিয়ে পর্দা সরিয়ে বলল : আমার ভাই আর্ট ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের একজন মেম্বার তাই সেনর কারমেলো···

ভিলমা কথা শেষ করল না। কেঁদে ফেলল। ততক্ষণে ব্রুনো

তাকে আবার ধরেছে। ভিলমা সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। লোকটার কাছে স্বীকার না করলে সে তার সর্বনাশ করবে।

ক্রিস্টা মুলার ছেলেকে বলল: হেলমার তোমার স্টুডিওতে যে সব কাগজপত্র ছিল সেগুলো আমি গুছিয়ে ড্রয়ারে ভরে রেখেছি।

থ্যাংক ইউ মা। হেলমার মায়ের রক্তাভ গালে চুমো খেল।

তা তোমার টেবিলে কোনো দরকারি চিঠি বা রসিদ ছিল না?

কি আর দরকারি থাকবে? ওগুলো দেখবার জন্যে অফিস থেকে এনেছিলুম, আবার অফিসে নিয়ে যাব, ঠিক আছে। মা, আজ তুমি আমাকে কিস কর নি, তুমি যেন গম্ভীর, কি হয়েছে মা?

ক্রিস্টা কথাটা এড়িয়ে গেল। বলল:

একটা দরকারি রিসিট মানে একটা রিসিটের ফটোস্টাট কপি আমার নজরে পড়ল।

কিসের ফটোস্টাট কপি? তবে কফিটা মা আজ বেশ ভালই করেছ।

রিসিটখানা বোধহয় দু'খানা পেন্টিং সম্বন্ধে এবং মার্টিন বোরম্যানর নামে কাটা।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ কিন্তু তাতে কি হয়েছে? হেলমারের মন তখন কফির দিকে।

ক্রিসটা ছেলের মুখের দিকে চাইল। কোনো ভাব বৈলক্ষণ্য দেখল না, এমন কি মার্টিন বোরম্যান নামটা তাকে স্পর্শই করল না।

হেলমার আমার মনে হয় বোরম্যানের নামে ঐ রসিদখানা কোনো অশুভ ঘটনা ডেকে আনতে পারে।

কি বলছ মা? কি অশুভ?

তুমি ওখানা কোথায় পেলে?

গ্যেটে স্ট্রীটের একজন আর্ট ডিলার ওটা আমাকে পাঠিয়েছে।

এত লোক থাকতে তোমার কাছেই বা পাঠাল কেন?

তুমি বাড়াবাড়ি করছ মা, ওটা কিছু নয়, ঐ আর্ট ডিলারের দোকানের মেয়েটি রসিদখানা কার কাছ থেকে যেন পেয়েছিল, তারপর লোকটা মারা যায়। মেয়েটি মানে ভিলমা বুঝতে পারে নি রসিদখানা নিয়ে কি করবে কিন্তু সে জানত যে আমাদের অফিসে মালিকহীন অনেক ছবি আছে। তা আমি যদি কোনো মালিকহীন কোনো ছবির সঙ্গে রসিদখানার যোগাযোগ করতে পারি সেইজন্যে ভিলমা রসিদখানা আমাকে পাঠিয়েছিল।

হেলমার বুঝতে পারছে না তার মা তাকে এত জেরা করছে কেন? কি আছে রসিদখানায়। অমন কত রসিদ ত তাকে দেখতে হয়। কে না কে মার্টিন বোরম্যান? তাকে নিয়ে মায়ের এত ভাবনা কেন?

তুমি কিছু ভেব না মা, ভিলমা কিছু অন্যায় করে নি। রসিদখানা আমার কাছে পাঠিয়ে ভালই করেছে।

মোটেই ভাল করে নি, ভিলমাও হয়ত জানে না। হেলমার তাহলে কি তুমি জান ঐ রসিদ কোন ছবির বা অন্য কিছু?

তুমি দেখছি মা আমার কফিটাই নষ্ট করে দিলে, আরে বলছি ত, আমাদের দশ নম্বর মাইজারস্ট্রাসের বাড়িতে অনেক মালিকহীন ছবি আছে, ঐ রসিদ দেখে আমি হয়ত হারানো ছবির হদিশ করতে পারব এইজন্যেই ত ভিলমা আমাকে রসিদখানা পাঠিয়েছে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে?

ওটা ত ফটোস্টাট কপি, অরিজিন্যালটা কোথায়?

রসিদের? জানি না। আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না মা কারণ ঐ দশ নম্বর বাড়ির সবকিছু গোপন রাখবার নির্দেশ আছে।

জানি, সেইজন্য তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, তুমি আমাকে কিছু না বললেও বা না জানালেও আসবার্গের গ্যেটে স্ট্রীটের সেই আর্ট ডিলার জানে।

মা, এবার তুমি চুপ কর। এবার বল ত কাল কোন ফুলের ছবি আঁকব। বাগানে ম্যাগনোলিয়া ফুটেছে···

হেলমার, আমার দিকে চাও ত, মার্টিন বোরম্যান নামটা কি কখনও শোনো নি ?

শুনেছি যেন মনে হচ্ছে, একজন বড় শিল্পপতি ছিল, কিসের যেন বড় কারখানা ছিল না ?

না, তার চেয়েও বড় ও অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি, এক সময়ে হিটলারের পরেই তার স্থান ছিল, ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং অপেক্ষা তার ক্ষমতা বেশি ছিল।

বল কি মা ? কোথা থেকে জানব ? স্কুলে আমাদের থার্ড রাইখের ইতিহাস সামান্যই পড়ানো হয়েছিল আর তোমাদের কাছে শুনেছি যে নাৎসী শাসন ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়টা তোমাদের দুঃস্বপ্নে কেটেছে, আমরা ভয় পাব বলে তোমরা আমাদের কিছু বলতে না।

আচ্ছা হেলমার এটুকু ত শুনেছিলে যে নাৎসী সরকার ইহুদিদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাদের পথের ভিখিরি করে ছেড়ে দিয়েছিল ?

হ্যাঁ, আমাদের অফিসের দশ নম্বর বাড়িতে দামী দামী পেন্টিং আছে তা নাকি ইহুদিদের বাড়িতে টাঙানো ছিল, রথচাইল্ডদের কিছু অ্যান্টিক নস্যদানি আমাদের হেফাজতে আছে। আরও যে কি আছে তা আমি এখনও ভাল করে জানি না। তাছাড়া আমি চাকরিতে ঢোকবার আগে অনেক ছবি ও শিল্পসামগ্রী ক্রুনো ফ্রিৎস কাদের নাকি ফেরত দিয়েছে।

আরও একটা কথা বলি, সেই যে টেলিভিসন প্রোগ্রাম, যাতে মিনিস্টার ডঃ বানার্ড গুনস্টকে সাংবাদিক হ্যান্স ক্রুগ জেরা করে বলেছিল যে ছবিগুলো প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া উচিত এবং এই ছবি সম্বন্ধে ক্রুগ পরে খবরের কাগজে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছিল···

না ওসব আমার জানবার দরকার নেই, আমি সরকারী চাকরি করি, আমার কাছে ওপরওয়ালার অর্ডার আসে অমুক ছবি বা আর্ট অবজেক্ট অমুক জায়গায় পাঠিয়ে দাও, ব্যস, আমি সেই অনুসারে কাজ করি। অতএব তুমি মা বৃথা মাথা ঘামাচ্ছ, থার্ড রাইখের এমন কি হিটলারের কিছু ডকুমেণ্ট আমাকে নাড়াচাড়া করতে হয়।

হিটলার ত মরে গেছে কিন্তু মার্টিন বোরম্যান বোধহয় আজও বেঁচে আছে।

তাতে কি হল ?

তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। হিটলারের সঙ্গে কাজ করত এমন কয়েকজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আজও বেঁচে আছে এবং তারা নানা ভূমিকায় গোপনে কি সব কাজ করছে তা আমি সঠিক না জানলেও এটুকু জানি যে ভাল কিছু করছে না, জার্মান জাতি এবং ইহুদিরা আবার হয়ত বিপদে পড়তে পারে। বোরম্যানের ঐ যে রসিদখানা রুইজডায়েলের ছবি কেনার দরুন ? ষাট হাজার মার্ক দিয়ে বোরম্যান নাকি কিনেছে ? বোরম্যানের আর কত ছিল ? ওসব লুট করা ছবি।

তাহলে তুমি বলতে চাও গোয়েরিংও এইভাবে ছবি লুট করেছিল ? তা যা করে থাকুক, ওসব ছবির আমি ভালভাবেই মোকাবিলা করছি, মিনিস্টার বার্নার্ড গুনস্ট আমার কাজে সন্তুষ্ট। বোরম্যানের সমান্য একটা রসিদ নিয়ে আমি চিন্তিত নই।

হেলমার আমার কথা শোনো, ঐ রসিদখানা আগুন, ছুঁলে তোমার হাতে ফোসকা পড়বে। তুমি ঐ রসিদখানা নষ্ট করে ফেল।

সে যে মা বেআইনী কাজ হবে।

আমি কি তোমাকে তোমার অফিসের কাজ সম্বন্ধে কিছু বলেছি ? তুমি ঐ রসিদখানা পুড়িয়ে ফেল।

হেলমারের মনে হল তার মা যেন বাড়াবাড়ি করছে। তার কি দায়িত্ব? এবং ব্যক্তিগতভাবে তার কি বিপদ হতে পারে? নিয়ম মেনে অফিসের কাজ করে গেলে তার ঝুঁকিটা কোথায়?

শহরতলী থেকে সে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। ট্রেনে চেপে মিউনিক যায়। সেদিনও যথারীতি ট্রেনে উঠল। যাবার সময় স্টেশনে খবরের কাগজ কিনল। ট্রেনে রোজই বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে, কাগজ পড়ার সময় লাঞ্চের আগে আর হয়ে ওঠে না।

তার অফিসের কাছেই একটা কফি-হাউস আছে। সেখানে কফি ও স্ন্যাক ছাড়া সালামি, হামবুর্গার, ম্যাকারনি এসবও পাওয়া যায়। হেলমার বেশি দূরে যায় না। এইখানেই লাঞ্চ সেরে নেয়। মাও কোনো কোনোদিন সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দেয়।

লাঞ্চ সেরে নিয়ে খবরের কাগজ অর্থাৎ জাইটুংখানা খুলল। নানা খবর, ইস্ট জার্মান পলিসি, অ্যামেরিকার ইলেকশন। মিউনিকের ট্র্যাফিক প্রবলেম। ইণ্ডিয়াকে জার্মান এড, খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি …। এইসব খবর পড়তে পড়তে একটা খবরে তার চোখ আটকে গেল। সমস্ত খবরটা ছোট করে ছাপা হলেও বাঁকা অর্থাৎ ইটালিকস অক্ষরে ছাপা হয়েছিল সেইজন্য তার চোখে পড়েছিল। খবরটার হেডিং ছিল: অ্যাসবার্গে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু। আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ফলে অ্যাসবার্গে গ্যেটে স্ট্রীটে এরহার্ড আর্ট গ্যালারি নামে দোকানটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে দোকানের অন্যতম মালিক ভিলমা কেলারের মৃত্যু হয়েছে। পুলিসের অনুমান বৈদ্যুতিক কারণেই আগুন লাগে। ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায় নি তবে কয়েক লক্ষ ডয়েটস মার্ক।

খবরটা পড়ে হেলমার চমকে উঠল। প্রথমে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ভিলমাই ত তাকে বোরম্যান রিসিট্‌খানা পাঠিয়েছে। ভিলমাই হামবুর্গে বলিভিয়ার দূতাবাসে কিছুদিন চাকরি করেছিল। সেখানেও একজনের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। বোরম্যান রিসিট্‌খানা

কি অভিশপ্ত? নাকি এর পশ্চাতে রহস্য কিছু আছে? মা কি আরও কিছু জানে? ভাবিয়ে তুললে ত!

লাঞ্চ থেকে অফিসে ফিরে কাজে মন বসাতে পারছে না। দূর ছাই! যা হবার তা হবে, ভেবে সে কি আর করতে পারে। তবুও ব্যাপারটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না।

বাড়ি ফিরে মায়ের সঙ্গে আরও আলোচনা করতে হবে। মার্টিন বোরম্যান সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে হবে।

ছুটি হবার আধ ঘণ্টা আগেই সে উঠে পড়ল। আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি যাওয়া যাক। মা খুশি হবে।

কাগজপত্র গুছিয়ে ড্রয়ারে চাবি বন্ধ করে নিজের সেক্রেটারির হাতে চাবিটা দিয়ে নিজের চেম্বারের বাইরে পা বাড়িয়েছে আর প্রাক্তন বস ব্রুনো ফ্রিৎসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কি হেলমার কোথায যাচ্ছ?

আজ একটু আগে বাড়ি যাচ্ছি, হেলমার কিন্তু কিন্তু হয়ে বলল।

তোমার সঙ্গে দরকার আছে। ব্রুনো বলল।

বেশ ত কাল তাহলে লাঞ্চে বসা যাবে, কোথায় যাব বলুন?

কাল নয়, আজ এখনি, ব্রুনো বলল।

কড়া মাস্টারমশাই যেন অমনোযোগী ছাত্রকে আদেশ করল। ব্রুনো ফ্রিৎসকে কখনই হেলমার পছন্দ করে নি। লোকটাকে তার ভাল লাগে না, লোকটার কোথাও যেন বড় কিছু একটা গলদ আছে। আর হেলমারকে ত ব্রুনো চাকর ছাড়া আর কিছু মনে করে না। হেলমারের সঙ্গে ব্রুনোর যেন প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক।

অথচ মজা এই যে পরস্পর পরস্পরকে ছেড়ে চলতে পারে না কারণ যে চাকরিতে হেলমারকে বসানো হয়েছে তার যোগ্যতা তার নেই, মন্ত্রীর সুপারিশে তার চাকরি হয়েছে অতএব সে নিজে বিভাগীয় কর্তা হলেও ব্রুনোর পরামর্শের ওপর নির্ভর করে, নিজেরও ব্যক্তিত্বের অভাব। আর ব্রুনো এমন একজন 'যো হুকুম' কর্মী পায়

নি। ব্রুনো যা হুকুম করে হেলমার বিনা প্রশ্নে তা পালন করে। হেলমারকে দিয়ে ব্রুনো অনেক অবৈধ কাজও করিয়ে নেয়।

চল, অন্য ঘরে, তোমার চেম্বারে নয়।

একটা ফাঁকা ঘরে ওরা বসল। কোনো ভূমিকা না করে ব্রুনো বলল :

অ্যাসবার্গের একটা গ্যালারি থেকে আমার পরিচিত একটি মেয়ে তোমাকে বার্লিনের হ্যানস লাঞ্জে কম্পানির একটা রসিদ পাঠিয়েছে। দোকানটা তার ভাইয়ের। ভাই অসুস্থ, বোন দোকান দেখাশোনা করছে, সে সব জানে না। রসিদখানা সে তোমাকে ভুলে পাঠিয়ে দিয়েছে, ওটা ও ফেরত চেয়েছে, আমাকে দাও, আমি ওকে ফিরিয়ে দোব।

ও বুঝেছি, মার্টিন বোরম্যানের নামে কাটা ষাট হাজার রাইখস মার্কের একখানা রসিদ ত?

ব্রুনোর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। ঈষৎ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল :

হুঁ, তুমি দেখছি থার্ড রাইখ সম্বন্ধেও কিছু জান।

ব্রুনোর দৃষ্টি এবং কথা বলার ভঙ্গি হেলমারের পছন্দ হল না। সে হঠাৎ যেন বেপরোয়া হয়ে উঠল। রসিদ যদি মেয়েটি ভুল করে দিয়েই থাকে ত তাহলে সে ত টেলিফোন করে তা ফেরত চাইত! আর এখন ত ফেরত চাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। মেয়েটি ত মারা গেছে। সে সোজা হয়ে বসে বলল :

মেয়েটির নাম মিস ভিলমা কেলার ত? ভিলমা ত আগুনে পুড়ে মরে গেছে, তাহলে আপনি রসিদখানা ফেরত চাইছেন কেন?

চাকরিতে ঢোকবার কিছুদিন পরে লিস্ট মেলাবার সময় হেলমার টের পায় যে বেশ দামী কিছু পেন্টিং দশ নম্বর বাড়ি থেকে উধাও হয়েছে। ছবিগুলি ব্রুনোই সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাও সে জানতে পেরেছে। লোকটা সোজা কথায় চোর। পরের জন্যেই হক আর নিজের জন্যেই হক সরকারী সম্পত্তি ব্রুনো চুরি করেছে। এদিকে

দশ নম্বর বাড়ি সম্বন্ধেও গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। বাইরের কাউকে বিনা অনুমতিতে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

জার্মান নাৎসীরা ইহুদিদের যে সব পেন্টিং, অ্যান্টিক বা আর্ট অবজেক্ট লুট করেছিল, ১৯৪৫ সালে যুদ্ধের পর অ্যামেরিকান অকুপেসান ফোর্স প্রায় সব পেন্টিং ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করে মিউনিকে দশনম্বর মাইজারস্ট্রাসের বাড়িতে জমা করে তদানীন্তন জার্মান সরকারকে এই শর্তে হস্তান্তর করে যে এগুলি প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া হবে কিন্তু ব্রুনো ফ্রিৎস গোপনে দামী দামী অনেক ছবি সরিয়ে ফেলে। কোথায় সরিয়ে ফেলে, ছবিগুলির নিয়ে কি করা হল, কেউ কিছু জানতে পারল না।

ব্রুনো এই বেআইনী কাজ বারো তেরো বছর ধরে চালিয়েছে।

নেতৃস্থানীয় অনেক জার্মান নাৎসী সাউথ অ্যামেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিল। তারা নিজেরা বেঁচে থাকার জন্যে এবং রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাদের অর্থের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ছবিগুলি সাউথ অ্যামেরিকায় পাঠান হত। হামবুর্গ বন্দর থেকে ছবিগুলি চলে যেত দক্ষিণ অ্যামেরিকার বিভিন্ন বন্দরে।

ছবিগুলির সঙ্গে পুরনো তারিখ দিয়ে একখানা করে রসিদ লাগিয়ে দেওয়া হত। যেন জার্মানির খ্যাতনামা আর্ট ডিলারদের কাছ থেকে মার্শাল গোয়রিং, হিমলার, বোরম্যান, এরা এইসব ছবিগুলি আগেই মোটা টাকায় কিনেছিল।

সেই রসিদ দেখিয়ে দক্ষিণ অ্যামেরিকার ধনী ব্যক্তিদের কাছে সেইসব ছবি চড়া দামে বিক্রি করা হত। প্রকৃত মালিকেরা ছবি দাবি করলে তারা অজ্ঞাত শত্রুর কবলে পড়ত। ছবি নিয়ে জার্মানি ও অস্ট্রিয়াতে বিরাট একটা কারবার চলছিল যার সঙ্গে জড়িত ছিল ঘৃণ্য চক্রান্ত। হামবুর্গ থেকে ছবি চালান দেবার সময় বলা হত যে সব ছবির মালিকের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কেবল সেই সব

ছবিগুলিই বিদেশে জার্মান এমব্যাসিতে পাঠান হচ্ছে। আসল খবর হেলমারের জানা ছিল না।

এইভাবে আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, পেরু, চিলি এবং ল্যাটিন অ্যামেরিকায় অনেক ছবি পাচার হয়েছে। হেলমার ধূর্ত হলে এই চোরাই কারবার হয়ত আগেই ধরে ফেলতে পারত। তবে ধরতে পারলেও তাকে চুপ করে থাকতে হত। কিছু করতে গেলে তাকে মরতে হত।

হেলমার ভাবতে লাগল যে তিনের দশক থেকে ইহুদিদের সম্পত্তি নিয়ে যে লুটপাট আরম্ভ হয়েছে আজও তা শেষ হয় নি। সে নিজেও তার অজানতে এই অন্যায় কাজে সাহায্য করেছে। তার চোখ খুলে গেল।

হেলমার তবুও সব জানতে পারে নি। তার জানতে আরও কিছু বাকি ছিল।

বোরম্যান এই সব ছবি পেল কোথা থেকে? হেলমার জিজ্ঞাসা করল।

গোয়রিং যেভাবে সংগ্রহ করেছে, বিদেশের মিউজিয়ম থেকে এবং ইহুদিদের কাছ থেকে।

তাহলে গোয়রিংও ঐভাবে ছবি সংগ্রহ করেছিল? তার ছবিগুলো কি হল?

গোয়রিং নিজেও অনেক ছবি কিনেছিল, ছবি কেনবার জন্যে তার আর্ট এক্সপার্ট ছিল এমন কি ইহুদিদেরও কিছু ছবি কেনা হয়েছিল তবে সেগুলি হিটলার বাতিল করে দিয়েছিলেন। সেগুলি অন্য দেশে বিক্রি করে মোটা টাকা পাওয়া গিয়েছিল। ব্রুনো বলল।

তুমি তাহলে নাৎসী নেতা এবং আর্ট ডিলার ও এক্সপার্টদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে না কি?

আমি একা ছিলুম না, আরও কেউ কেউ ছিল।

যাই হক সেই সব ছবি মালিকদের ফিরিয়ে না দিয়ে তোমরা আত্মসাৎ করছ, অন্যায়।

ব্রুনো হেসে উঠল, তুমি একেবারে নাবালক।

মিনিস্টার বার্নার্ড গুনস্ট যদি জানত গোয়রিং কিভাবে এইসব ছবি সংগ্রহ করেছে তাহলে···

তাহলে কি? ন্যাকা! বার্নার্ড গুনস্ট সব জানে, তুমিই জান না।

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না, আমি তার সঙ্গে দেখা করব, দরকার হয় আমি চ্যানসেলারের সঙ্গেও দেখা করব। হেলমারের স্বর উচ্চে উঠতে লাগল। সে বলতে লাগল, তিনি এই অন্যায় বরদাস্ত করবেন না, নাৎসী জার্মানি ধ্বংস হয়েছে, তিনি ··

তুমি একটি আস্ত হাঁদারাম, শোনো, ভাল করে কান পেতে শোনো, হিটলারের জার্মানি মরে নি, আজও বেঁচে আছে তবে বন শহরে নয়, সাউথ অ্যামেরিকায় বড় বড় শহরে বা গ্রামে মার্টিন বোরম্যান এবং প্রাক্তন কয়েকজন এস এস জেনারেলের হৃদয়ে ও তাদের কাজের মাধ্যমে, তারা আজও হিটলার ও নাৎসীবাদের প্রতি বিশ্বাসী এবং তারা একদিন এই ফেডারেল জার্মানি হটিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে। একটা যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে কিন্তু আমরা পরাজিত হই নি। ফোর্থ রাইখ আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে এবং হেলমার তোমাকে বলে দিচ্ছি সেই ফোর্থ রাইখ হাজার বছর এবং তারপরও টিকে থাকবে। ভাল চাও ত আমার কথা শোনো, আমাদের সঙ্গে কাজ কর, স্কুলে যে ডেমক্রেসি নাকি ছাইপাঁশ পড়েছ সেসব ভুলে যাও।

আমি তোমাদের রাবিশ বিশ্বাস করি না।

অনেক হয়েছে এবার থাম, রসিদখানা সুড়সুড় করে বার করে দাও, আমার আর বসবার সময় নেই।

ব্রুনোর কথা বলার ধরন দেখে হেলমার ক্ষেপে উঠল। দরজা খুলে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে বলল : গেট আউট।

ব্রুনো সেইভাবেই বসে রইল। একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল :

ধীরে বৎস ধীরে, মাথা ঠাণ্ডা কর, শুনে রাখ এবার থেকে আমার অর্ডার শুনতে তুমি বাধ্য হবে নতুবা···

আমাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে? তাই বলতে চাও ত? আমি যদি জানতে পারতুম যে তোমরা চোরের দল তাহলে আমি এই চাকরি নিতুম না।

কিন্তু এখন আর উপায় নেই, তুমি অনেক জেনে ফেলেছ, আমরা চোর হলে তুমিও চোরের দলে থেকে চোর হয়ে গেছ, তুমি যাবে কোথায়? তোমার মুক্তি নেই, এখন তোমার জন্যে তোমার সুন্দরী মাকে না জেলে যেতে হয়।

এর মধ্যে তুমি আমার মাকে টানছ কেন? ভয় দেখাচ্ছ নাকি?

ভয় দেখাচ্ছি? আচ্ছা বল ত যুদ্ধের সময় তোমার মা কি কাজ করত?

হেলমার প্রশ্ন শুনে একটু ভয় পেয়ে গেল। ব্রুনোরা বদ লোক। এরা সব পারে। মায়ের ব্যাপার নিয়ে ওর মতলব কি?

কেন? যুদ্ধের সময় মা ছিল ডেণ্টাল নার্স।

ডেণ্টাল নার্স! হা ভগবান। ব্রুনো হোহো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল :

নার্স ছিল; ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিমূর্তি! ইরমা গ্রিজের নাম শুনেছ? শোনো নি। কি করে শুনবে? কিন্তু বেলজেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নাম শুনেছ? শুনেছ। বেলজেনে ইরমা কি করত? বেলজেনে ইহুদিদের গ্যাস চেম্বারে গাদা গাদা ভরে হত্যা করা হত। পাজীগুলোকে গ্যাস চেম্বারে পোরবার আগে ওদের সোনা বাঁধানো দাঁত খুলে নেওয়া হত। এইভাবে আমরা বহু টাকার সোনা সংগ্রহ করেছিলুম। ঐ সোনার দাঁত তুলতে ইরমা ছিল এক্সপার্ট। তোমার মাও ঐ কাজ করত, ইহুদিদের সোনার দাঁত বা দাঁতের ফাঁকে সোনার ফিলিং খুলে নিত। বেচারী ইরমা।

যুদ্ধপরাধী বলে তাকে ধরা হল। সাজাও পেল; কিন্তু তোমার মায়ের কিছু বুদ্ধি ছিল। সময় থাকতে সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিল, বলেছিল বাড়িতে তার বাচ্ছাকে দেখবার কেউ নেই। আমার মতো অনেকেই তোমার মাকে চেনে এবং দরকার হলে এখনও অ্যামেরিকানদের হাতে তুলে দিতে পারি।

ব্ল্যাকমেল করতে চাও?

বুঝতে পেরেছ?

হেলমার হঠাৎ নিবে গেল। বলল: বুঝেছি।

বেশ, বোরম্যান রিসিট···

সেটা আমি দিতে পারি না কারণ···

ব্রুনো এবার উঠে দাঁড়াল। বলল: ঝামেলা বাড়িয়ো না।

আমার কাছে রিসিটখানা নেই।

হেলমারের তুলনায় ব্রুনোর চেহারা বিশাল। থাবার মতো হাত দুটো তুলে সে হেলমারের দিকে এগিয়ে এল।

হেলমার দু' পা পেছিয়ে গিয়ে বলল, আমার সঙ্গে নেই, আমার বাড়িতে আছে, আমি এনে দোব।

আনতে হবে না, আমি এখন তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ি যাব।

অফিস থেকে বেরিয়ে হেলমার আর ব্রুনো রেলস্টেশনের পথ ধরল। দুজনে কোনো কথা নেই। ব্রুনো গম্ভীর।

হেলমার মায়ের কথা ভাবছে। তার মা যুদ্ধপরাধী? সে যেটুকু শুনেছে তাতেই সে বুঝেছে হিটলারের শাসনে অনেককেই নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করতে হয়েছে। না করলে তাকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পাঠান হত যার অর্থ তিলে তিলে মৃত্যু। সেই সময় সে থাকলে তাকেও হয়ত তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হত।

আসলে তার মা কি কাজ করত তা কখনও তাকে পরিষ্কার করে

খুলে বলে নি। তবে বড় হয়ে যখন সে বুঝতে শিখল তখন লক্ষ্য করত যে মা একা একা থাকতেই ভালবাসে, শহরে যেতে চায় না, এইজন্যেই শহরতলীতে বাস করেন। তাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে ও তাকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবার জন্যে তার মা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, এখনও করেন।

রেলস্টেশন এসে গেল। ওরা ভেতরে ঢুকল।

হেলমার সাধারণত যে ট্রেনটায় বাড়ি ফেরে এটা তার পরের ট্রেন। এই ট্রেনটা একটু বেশি দূর থেকে আসে এবং যায়ও বেশি দূরে তাই ভিড়ও বেশি হয়।

রেলস্টেশনে এসে ব্রুনো যেন হেলমারের সঙ্গে লেপটে রইল, ভিড়ের মধ্যে যদি পালিয়ে যায়! যে প্ল্যাটফরম থেকে ওদের ট্রেন ছাড়বে সেই প্ল্যাটফরমে এসে দেখল খুব ভিড়।

ব্রুনো ওকে প্ল্যাটফরমের ডগার দিকে নিয়ে চলল, বলল ইঞ্জিনের পরের কামরায় উঠবে। এই কামরায় নাকি ভিড় কম হয়। বেশ তাই হবে।

আজ কিন্তু কে জানে সারা প্ল্যাটফরমেই ভিড়। ব্রুনো আর বেশি এগিয়ে গেল না। প্ল্যাটফরমের ধার ঘেঁষে হেলমারকে পাশে রেখে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে। হেলমারকে সেই কথাও বলল।

হেলমার সহসা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। তার বুক ঢিবঢিব করছে। আওয়াজ পাওয়া গেল, ট্রেন আসছে, বেশ জোরেই আসছে। প্ল্যাটফরমে ঢুকে সিটি বাজাতে আরম্ভ করল। যাত্রীরা চঞ্চল হয়ে উঠল। কারও দিকে কারও নজর বা ভ্রূক্ষেপ নেই!

ব্রুনো সিগারেট খাচ্ছিল। সিগারেটটা প্ল্যাটফরমে ফেলে দিয়ে জুতোর ডগা দিয়ে ঘষতে লাগল। এঞ্জিন প্রায় ওদের সামনে এসে পড়েছে। এক লহমা মাত্র। ব্রুনোকে কে যেন ধাক্কা দিল!

গেল, গেল, একটা চিৎকার উঠল। একটি যুবতী অজ্ঞান হয়ে

পড়ে যাচ্ছিল। হেলমার তাকে ধরে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা বেঞ্চিতে বসাল।

ব্রুনো আর কোনোদিনই উঠবে না। তার মুণ্ডটাই কেটে গিয়েছিল। সে পড়ে গিয়ে বিপদ উপলব্ধি করবার আগেই বোধহয় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কে তাকে ধাক্কা দিল? হেলমার ছাড়া কেউ জানে না।

মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসবার পর হেলমার তাকে স্টেশনের বাইরে নিয়ে এল। মেয়েটি তার দিদির বাড়ি যাবে। তখনও তার পা কাঁপছে। হেলমারেরও হাত কাঁপছে।

হেলমার বলল: উঃ কি সাংঘাতিক! আমার এখনও হাত পা কাঁপছে, জলজ্যান্ত লোকটা এক সেকেণ্ডের মধ্যেই কাটা পড়ল?

আমি ত ভাবতেই পারছি না, আমার বুকের ভেতর কিরকম করছে।

তাহলে চল, সামনের ঐ কাফেতে আমরা যাই। দুজনেরই একটু ড্রিংক দরকার।

. বেশ চল, আমার নাম টেরি গোবেল

আমার নাম হেলমার মুলার।

কাফেতে বসে ড্রিংকের অর্ডার দিয়ে হেলমার তার মাকে টেলিফোন করে এল। সে একটি গার্লফ্রেণ্ডের দেখা পেয়েছে। তাকে ডিনার খাইয়ে বাড়ি ফিরবে। মেয়েটি ভাল। বিখ্যাত এক সার্জনের মেয়ে, নাম টেরি গোবেল!

বেশ ভাল, তবে বেশি দেরি কোরো না। ক্রিস্টা বললেন।

ক্রিস্টা মনে মনে খুশি। ছেলের বয়স হয়েছে অথচ ওর কোনো গার্লফ্রেণ্ড নেই।

টেরিকে পাশে পেয়ে হেলমার নিজেকে সামলে নিতে পেরেছিল নইলে সে যে কি করত বলা যায় না।

লাইস্টার অর্গানাইজেশনের এজেন্টরা ব্রুনোর মৃত্যুর খবর সাউথ অ্যামেরিকায় হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিল। ব্রুনো কেন স্টেশনে গিয়েছিল, সঙ্গে কেউ ছিল কি না, ট্রেন ধরে কোথায় যাবে, এসব তারা ভাল করে খোঁজ করে নি। তারা ধরে নিয়েছিল এটা অ্যাকসিডেন্ট।

হেলমার তার সেক্রেটারিকে চাবি দিয়ে নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। পরে ব্রুনোর সঙ্গে ফিরে গিয়ে অন্য দিকে একটা ফাঁকা ঘরে বসেছিল। সেই ঘর থেকে বেরোবার সময় তাদের কেউ তেমন ভাবে লক্ষ্যও করে নি। হেলমারের অফিসে আসতে ব্রুনোকে কেউ কেউ দেখেছিল হয়ত কিন্তু হেলমারের সঙ্গে তাকে কেউ যেতে দেখে নি। তাছাড়া অনেকে জানত যে হেলমার ত আগেই বাড়ি চলে গেছে। অতএব ব্রুনোর মৃত্যুর ব্যাপারে হেলমারকে নিয়ে টানাটানি হয় নি।

ব্রুনো ছিল ইউরোপে লাইস্টার অর্গানাইজেশনের চিফ এজেন্ট। সাউথ অ্যামেরিকার সঙ্গে সে যোগাযোগ রক্ষা করত।

ব্রুনোর মৃত্যুর পর সউথ অ্যামেরিকার হেড কোয়ার্টার থেকে অর্ডার এল ব্রুনোর জায়গায় ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যান এখন জার্মানির চিফ একজিকিউটিভ অফিসার এবং ইউরোপ ও সাউথ অ্যামেরিকার মধ্যে লিয়াঁজ অফিসারের কাজ করবে।

ভিডারম্যান ভিয়েনা ছেড়ে মিউনিক যেতে রাজি নয়। মিউনিক হল ইউরোপের হেডকোয়ার্টার। সে ভিয়েনা থেকে কাজ চালাবে তবে মিউনিকে সে একজন ডেপুটি রাখবে। ডেপুটি মনোনীত হল সেই লেনি যে জুলিয়াদের বাড়ি থেকে ছবি খুলে নিয়ে গিয়েছিল। লেনি নাম সে অনেক দিন আগেই বর্জন করেছে এখন তার নাম লেফটেনাণ্ট কনরাড ফ্রে।

দফতরের ভার নেবার আগে ভিডারম্যান একবার মিউনিক, হামবুর্গ অফিস তাদারক করে সাউথ অ্যামেরিকায় যাবে লাইস্টার অর্গানাইজেশনের কর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে।

ব্রুনো ফ্রিৎস ত অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল কিন্তু বোরম্যান রিসিটের কোনো সন্ধানই হল না। তার জামার ও প্যাণ্টের পকেট থেকে অনেক কাগজ পাওয়া গিয়েছিল শুধু পাওয়া যায় নি সেই রসিদখানি। রসিদখানা উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত ওদের মনে শান্তি নেই।

জুলিয়ার মন খুব বিক্ষিপ্ত। ফিলিপ যে কোথায় গেল! তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিস অনেক চেষ্টা করছে নাকি কিন্তু কোনো সূত্র পাচ্ছে না।

রাশিয়ান এমব্যাসির কাছে ট্যাকসি থেকে নেমে ফিলিপ যে কোথায় গেল কেউ বলতে পারে না। ওদিকে লণ্ডন থেকেও বিলের অনেক দিন চিঠি পায় নি। শেষ চিঠিতে বিল লিখেছিল অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তার শরীর ভাল যাচ্ছে না। ডাক্তার পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছে। দু'তিন' দিনের মধ্যে সমুদ্রের ধারে সে ইস্টবোর্নে যাবে ঠিক করেছে। তার পর বিলের আর কোনো চিঠি পায় নি।

এদিকে ভিয়েনায় ভীষণ গরম পড়েছে। একদিন জুলি একটা ঢিলে স্লিভলেস ফ্রক পরে ফিলিপের বই, পুরনো চিঠি এবং অন্য কাগজপত্র দেখছিল। যদি কোনো সূত্র পায়।

ইস্ কি গরম! ঘামে তার সারা গা জবজব করছে। জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার ওধারে একটা পার্ক। কয়েকটা মার্কিন যুবক যুবতী আইসক্রীম খাচ্ছে। উলঙ্গ বললেই হয়। যেটুকু ওদের লজ্জা নিবারণ করছে সেটুকু নিবারণ করা অপেক্ষা প্রকাশই করছে বেশি! সমুদ্রের ধারে কি সুইমিং পুলে না হয় কথা ছিল, রাস্তায় মেয়েরা বিকিনি আর ছেলেরা মিনি ব্রিফ পরে ঘুরে বেড়াবে জুলি ত তা ভাবতেই পারে না।

জানালা থেকে সরে এসে সে আবার কাগজপত্রগুলো দেখতে

লাগল। কিছুই ভাল লাগছে না। ইংলণ্ডে ফিরেই যেত কিন্তু ফিলিপের একটা খবর না পেয়ে যেতে পারছে না তাছাড়া শুনছে তার কেস নাকি কোর্টে শীগগির উঠবে। উঠবে ত! কিন্তু কেস কি চলবে? আগেও কয়েকবার উঠেছিল বা ওঠবার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু মুলতুবি রাখা হয়েছিল। ও ত ছবিগুলো উদ্ধারের আশা ত্যাগ করেছে। শুধু ফিলিপের জেদ। হেনরি ছেলেটাও তাকে ছাড়তে চাইছে না। সে চলে গেলে বেচারি একা পড়ে যাবে।

কয়েকদিন পরে। গরম একটু কমেছে। একদিন চুপ করে বসে জুলি নানা রকম চিন্তা করছিল। তার মাথায় হঠাৎ একটা আইডিয়া এল। সেই আইডিয়া কাজে পরিণত করতে হলে সাহসের দরকার, সাহসের তার অভাব নেই।

যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের ওপর যখন প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হত তখন ত সে ইংলণ্ডেই ছিল। বেশ কয়েকবারই সে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গেছে। তারপর যুদ্ধের পর রণবিধ্বস্ত ইউরোপে এসে যে সব দৃশ্য তাকে দেখতে হয়েছিল এবং ক্ষুধার্ত ও চরিত্রহীন জনগণের মোকাবিলা করতে হয়েছিল তাতে তার সাহস অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

সে ঠিক করল রাত্রিবেলা কোর্টে ঢুকে সে তার ফাইলটা গোপনে দেখে আসবে। যে কোর্টে ওর কেস উঠরে সেই বাড়িতে রাত্রে একজন মাত্র কেয়ারটেকার পাহাবা দেয়।

একদিন সন্ধ্যার পর জুলি ছেলেদের পোশাক পরল, মাথায় পরল ছেলেদের টুপি, চোখে কালো চশমা। সঙ্গে নিল একটা ভাল ক্যামেরা, টর্চ ও তার ছোট অটোম্যাটিক রিভলভার।

সন্ধ্যার পর যখন কেয়ারটেকাব একে একে দরজা বন্ধ করছে তখন এক ফাঁকে একটা ঘরে ঢুকে ফাইল র‍্যাকের আড়ালে লুকিয়ে রইল।

বাইরের বারান্দায় কেয়ারটেকার মাঝে মাঝে পায়চারি করে

জুলি ফাইল র‍্যাকের আড়ালে বসে বসে শোনে। রাত্রি যত বাড়ে পায়চারিও তত কমতে থাকে।

রাত্রি বারোটা বেজে গেল। কেয়ারটেকার একবার পায়চারি করে টহল দিয়ে গেল। মাঝে মাঝে দরজার তালা নেড়ে দেখে গেল। তারপর সব চুপচাপ।

খিদে পেয়েছিল। বেশ পুরু করে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ এনেছিল। সেগুলো খেয়ে নিল। রাত্রি একটা পর্যন্ত জুলি অপেক্ষা করল। আর পায়চারির শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কেয়ারটেকার নিশ্চয় ঘুমোতে গেছে।

জজসাহেবের টেবিল জুলি চিনত। টেবিলের ওপর অনেক ফাইল। একটু খোঁজ করতেই তার ফাইলটা পাওয়া গেল। ফাইল উলটেপালটে দেখল যে জার্মান সরকার এবং একজন ডাচম্যান তার ছবিগুলি দাবি করেছে। কিন্তু এটা কি? মার্টিন বোরম্যানের নামে কাটা রসিদ!

কোন ছবিটার জন্যে? এ ছবি ত তাদের বাড়িতে টাঙানো ছিল। ছবির মালিকানা সে দাবি করেছে। এত স্রেফ জোচ্চুরি। এই ছবির রসিদ তার নিজের কাছেও আছে। বহু পুরনো সে রসিদ। তার ঠাকুর্দা বুঝি কোন আর্ট গ্যালারি থেকে ছবিখানা কিনেছিলেন। তাহলে বোরম্যানের এই রসিদ নিশ্চয় জাল।

এই রসিদ ডায়নামাইটের কাজ করবে। বোরম্যান তাহলে বেঁচে আছে এবং জাল রসিদ দাখিল করে ছবি দাবি করছে? এ তথ্য অবিশ্যি জুলির জানা ছিল না।

সে রসিদখানার ফটো তুলে নিল।

ফাইলে আর কিছু দেখা গেল না। ফাইল বন্ধ করে নিজের লুকনো জায়গায় ফিরে এল। ভোর হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ভোর বেলায় যখন কেয়ারটেকার দরজা খুলবে তখন এক ফাঁকে বেরিয়ে পড়বে।

হেনরি বলল : আন্টি একবার হ্যানস ক্রুগের খবর নেওয়া দরকার, সেই সাংবাদিক, কারণ কোর্টে তোমার কেস ওঠবার সময় হয়ে এল অথচ বাবার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না, বাবা আর আন্টি হেলগা তোমার প্রধান সাক্ষী। দশ নম্বর মাইজারস্ট্রাসের সেই বাড়িতে বাবার সঙ্গে হ্যানস ক্রুগ তোমার কয়েকটা পেন্টিং দেখেছিল, তাকে সাক্ষী মানতে হবে।

তাহলে চল মিউনিক যাই।

তুমি আবার কেন কষ্ট করে যাবে, আমি একাই যাই।

না বাবা আমি তোমাকে একা ছেড়ে দোব না ; আমিও সঙ্গে যাব।

হ্যানস্ ক্রুগের ঠিকানা জানবার জন্যে ওরা মিউনিকে টেলিভিসন কেন্দ্রে গেল। একটি যুবতী ওদের খুব সাহায্য করল। ওদের যত্ন করে বসিয়ে রেখে নিজেই ঠিকানাটা লিখে নিয়ে এল।

ভিয়েনা থেকে হেনরি নিজের গাড়িতেই এসেছিল। গেব্রিয়েল ম্যাক্সস্ট্রাসে রাস্তায় একটা ফ্ল্যাট বাড়ির ঠিকানায় ওরা হাজির হল। বাড়ির গেটের ভেতরে ভাড়াটেদের নাম ও ফ্ল্যাট নম্বর লেখা রয়েছে কিন্তু হ্যানস ক্রুগের নাম নেই।

জুলিয়া ও হেনরি দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এবার কি করা যাবে। এমন সময় একটি ফ্ল্যাটের দরজা খুলে একজন বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে হেনরি একটু হাসল এবং দুজনেই তাকে গুটেন মরগেন অর্থাৎ গুড মর্নিং জানাল। বৃদ্ধাও গুড মর্নিং জানিয়ে নিজের কাজে গেল।

জুলিয়া বলল : এক কাজ করা যাক। যে ফ্ল্যাটে ক্রুগ থাকত আমরা সেই ফ্ল্যাটে যেয়ে জিজ্ঞাসা করি যদি ক্রুগের ঠিকানা তারা বলতে পারে।

সেই ফ্ল্যাটে পৌঁছে হেনরি দরজার পাশে বেল টিপল। একজন

মহিলা দরজা খুলে দিল। তার কোলে বাচ্ছা। বাচ্ছাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। হেনরি তাদের উদ্দেশ্য বলল।

না, হ্যানস ক্রুগ নামে কাউকে মহিলা জানেন না ত তার ঠিকানা বলবেন কি করে? নীচে বিল্ডিং-এর কেয়ারটেকার থাকে, সে হয়ত বলতে পারে।

কেয়ারটেকার বিরক্ত। না, না। ও নামে এই বাড়িতে সাত জন্মেও কেউ বাস করত না। তোমাদের ভুল ঠিকানা দিয়েছে। কে তোমাদের এই বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিল? বলতে বলতে সে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

সেদিন ওরা ফিরে গেল। কিন্তু এমন হতে পারে না। হ্যানস ক্রুগ নিশ্চয়, এই ঠিকানাতেই থাকত। হোটেলে ফিরে হেনরি টেলিভিসন কেন্দ্রে সেই যুবতীকে টেলিফোন করে ঠিকানাটা আর একবার যাচাই করে নিল।

যুবতী বলল: তাহলে মিঃ ক্রুগ ঠিকানা বদলেছেন, তার নতুন ঠিকানা তাদের জানান নি।

জুলির পরামর্শমতো ওরা পরদিন সকালে আবার সেই বাড়িতে ফিরে গেল। জুলি বলল: যে বৃদ্ধাকে আমরা গুড মর্নিং জানিয়েছিলুম, মনে হয় সে এই বাড়িতে অনেক দিন আছে, সে হয়ত কিছু বলতে পারে।

পরদিন ওরা যখন সেই বাড়ির সামনে পৌঁছল তখন সেই বৃদ্ধা হাতে বাজার করার ব্যাগ নিয়ে বেরোচ্ছিল। গ্রতকালের মতো গুড মর্নিং জানিয়ে হেনরি জিজ্ঞাসা করল: এই বাড়িতেই থাকত হ্যানস ক্রুগারকে চিনতেন?

বৃদ্ধা উত্তর দিল না। পিছন ফিরে একবার দেখে নিয়ে বলল: গাড়ি তোমাদের?

হ্যাঁ।

দরজা খোলো।

হেনরি দরজা খুলতেই বৃদ্ধা গাড়িতে উঠে বসে বলল :   চল।

হেনরি যেন একটু বোকা বনে গেল। তবুও সে তখনি গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল। বেশ খানিকটা যাবার পর বৃদ্ধা বলল : এবার রাস্তার ঐ পাশে থাম।

গাড়ি থামাবার পর বৃদ্ধা বলল : হ্যানস ক্রুগ ? যে টেলিভিসনে প্রোগ্রাম করত, খবরের কাগজে লিখত ? তার কথা জিজ্ঞাসা করছ ত ?

হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

কিছু মনে কোরো না বাবা, আমি আমাদের কেয়ারটেকারকে খুব ভয় করি। লোকটা পাজি তাই তোমাকে এত দূর নিয়ে এলুম।

পাজি মানে ? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল।

পাজি মানে লোকটা নাৎসী। আমাদের চারদিকে আরও অমন নাৎসী আছে, ওরা এখন মুখোশ পরে আছে, মাঝে মাঝে মুখোশ খুলে আমাদের বিরক্ত করে, ক্ষতি করে।

আমরাও যে নাৎসী নই জানলে কি করে ? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল।

মানুষ দেখলে চেনা যায়। তোমরা নাৎসী হলে হ্যানস ক্রুগের জন্যে এমন খোলাখুলিভাবে খোঁজ করতে না, তাছাড়া তোমাদের গাড়ি দেখে ত বুঝেছি যে তোমরা এখানকার লোক নও।

তা আপনি জানেন হ্যানস ক্রুগ এখন কোথায় আছে ?

বলছি বাবা কিন্তু তোমরা এই শহরে একটু সাবধানে ঘোরাফেরা কোরো।

বৃদ্ধ বৃদ্ধারা শোনবার লোক পেলে একটু বেশি কথা বলে। বৃদ্ধা বলতে আরম্ভ করল তার স্বামী একটা বড় ছাপাখানায় চাকরি করতেন। বড় ভাল লোক ছিল। ওদের একটি মাত্র ছেলে ছিল, টিয়াডেন। ছেলে বড় হল। মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হবার মুখে

বাপের হার্ট অ্যাটাক হল। ছেলের আর ডাক্তার হওয়া হল না। সে গেল মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে।

যুদ্ধ যখন আরম্ভ হল ছেলে তখন ক্যাপটেন, আর্টিলারিতে ছিল। সে যখন ফ্রান্সে ছিল তখন ফরাসিদের ওপর কোনো কোনো নাৎসী অফিসারের অযথা নির্যাতন তাকে ব্যথিত করত।

নাৎসীরা ফ্রান্স দখল করার পর টিয়াডেন লিয়নস শহরে বহাল হলো। ওখানে তখন গেস্টাপো বাহিনীর চিফ ছিল ক্লাউস ব্রেগু। লোকটা পাজি ছিল। একদিন একটা মেয়েকে টিয়াডেনের চোখের সামনে মেরে ফেলল।

গুলি করে ? না। ব্রেগুর হাতে ছিল লম্বা একটা টর্চ। সেই টর্চটা দিয়ে মেয়েটার মাথায় ক্রমাগত আঘাত করে খুন করল।

টিয়াডেন বাধা দিয়েছিল। এই বর্বরতা সহ্য করতে পারে নি। মেয়েটিকে বাঁচাবার সে চেষ্টা করেছিল।

ফলে টিয়াডেনকে গ্রেফতার করা হল। তবে টিয়াডেন কর্তব্যনিষ্ঠ ছিল। তার সুনাম ছিল। তার কর্নেল তাকে বাঁচিয়ে দিল কিন্তু তাকে রাশিয়ান ফ্রণ্টে বদলি করা হল।

রাশিয়ান ফ্রণ্টে জার্মানরা তখন পিছু হটছে। দুর্দান্ত শীত ত বটেই আরও অনেক অসুবিধা সৈনিকদের সহ্য করতে হত। টিয়াডেন কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেল কিন্তু তার স্বাস্থ্যটি একেবারে ভেঙে গেল। তবুও আপ্রাণ চেষ্টা করে নিজেকে সে পাঁচ বছর বাঁচিয়ে রেখেছিল। যুদ্ধপরাধীদের যখন বিচার হবে তখন ক্লাউস ব্রেগুর বিরুদ্ধে সে সাক্ষ্য দেবে, এই ছিল তার অভিলাষ। অসুস্থ শরীর নিয়েও টিয়াডেন ফ্রান্সে গিয়েছিল সাক্ষ্য দেবার জন্যে কিন্তু বাঁচল না।

আর ক্লাউস ব্রেগু যে 'লিয়নসের কসাই' নামে পরিচিত হয়েছিল সে অনেক দিন পর্যন্ত জার্মানিতে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিল। বিচারের জন্যে ফ্রান্স তাকে জার্মানির কাছে দাবি করেছিল কিন্তু তার

নাৎসী বন্ধুরা তাকে লুকিয়ে রাখত। এখন ত সে সাউথ অ্যামেরিকায় পালিয়ে গেছে, নাম পালটেছে, এখন তার নাম ফার্ডিনাণ্ড।

কিন্তু হ্যানস ক্রুগের কি হল? সে কোথায় গেল? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল।

তাকে ত আমি কতবার সাবধান করে দিয়েছিলুম, বলেছিলুম আমাদের কেয়ারটেকার তোমার ওপর নজর রাখে, তুমি এখান থেকে কোথাও চলে যাও কিন্তু সে আমার কথা শুনল না, সে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াত আর ছবির জন্যে কত লোককে প্রশ্ন করে বেড়াত। এই প্রশ্ন করাই তার কাল হল। একদিন সে হামবুর্গ গেল আর ফিরল না। তার কোনো খবরই জানি না। আমরা পুলিসকে জানিয়ে দিলুম। পুলিসও কোনো খবর বার করতে পারে নি। আর বেচারীর বৌ মার্লিন, কি সুন্দর মেয়ে, আত্মহত্যা করল···ঘুমের বড়ি!

বৃদ্ধার চোখে জল এসে গেল। জুলিয়া তার গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বৃদ্ধা বলল: তাই তোমাদের বলছি তোমরা এখানে মানুষকে প্রশ্ন করে বেড়িও না, মিউনিক, হামবুর্গ, বন, সর্বত্র ওদের চর রয়েছে, ওরা খুনী, তোমার ছেলেটির বয়স বেশি নয়, ওকে সাবধানে রেখ।

বৃদ্ধা ভেবেছিল হেনরি বুঝি জুলির ছেলে। ছেলেই ত! হেনরির ত মা নেই। এখন ত সেই তার মা।

বৃদ্ধা জুলি ও হেনরির গালে চুমো খেয়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল।

জুলিকে নিয়ে হেনরি হোটেলে ফিরে এল। হেনরি বলল: আণ্টি তুমি ইংলণ্ডে ফিরে যাও, এইখান থেকেই যেতে পার। বুড়ি যা বলল তা ত সত্যি, এই ত সেদিন প্যারিসে চে গুয়েভারা ব্রিগেডের একজন ছোকরা বলিভিয়ার অ্যামবাসাডরকে গুলি করে হত্যা করেছে। সে ছোকরা বলেছে বলিভিয়া সরকার লিয়নসের কসাই ফার্ডিনাণ্ডকে আশ্রয় দিয়েছে, তারই প্রতিবাদে এই হত্যা।

জুলি বলল: ফিলিপ ত শহরে শহরে মানুষকে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছিল, তাকেও নিশ্চয় কেউ কিডন্যাপ করেছে। কিডন্যাপ করেছে জার্মানিতে নয়, অস্ট্রিয়াতে।

ওদের চর ত সর্বত্র আছে, হেনরি বলল, তবুও আমি আর একটা লোকের খোঁজ করব, সেও ত এই মিউনিকেই থাকত।

কার খোঁজ করবি হেনরি ?

কেন ? ভুলে গেলে আন্টি ? প্রফেসর ফ্রেডরিশ, আর্ট এক্সপার্ট ?

বেশ তাহলে আজই চল, কাল আমরা ভিয়েনায় ফিরে যাব।

প্রফেসর ফ্রেডরিশের যে ঠিকানা ওরা পেয়েছিল সেখানে গিয়ে হ্যানস ক্রুগের মতো তাকেও পাওয়া গেল না।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে ওরা একটা কফি হাউসে ঢুকল। ছোট কফি হাউস। দুধও বিক্রি হচ্ছে। মালিকের বেশ বয়স হয়েছে। গোঁফ-দাড়ি মাথার চুল সাদা ধবধব করছে। চোখে রিমলেশ চশমা।

জুলি কফি নিয়ে মালিকের সঙ্গে আলাপ জমাল। তার দোকান অনেক দিনের সেই হিণ্ডেনবুর্গের আমল থেকে। সে এ পাড়ার অনেক বুড়ো লোককে চেনে। প্রফেসর ফ্রেডরিশ ? খুব চিনি, আর্ট এক্সপার্ট। ফ্যুহের, মার্শাল গোয়রিং এমন কি মার্টিন বোর-ম্যানও তার সঙ্গে পরামর্শ করত। জার্মানি থেকে চলে গেলেও প্রফেসর কিন্তু আমাকে ভোলে নি। প্রতিবছর ক্রীসমাসের সময় বলিভিয়া থেকে প্রফেসর তাকে কার্ড পাঠায়।

জুলিয়া ও হেনরি তখনি দৃষ্টি বিনিময় করল। কফিও শেষ হয়েছিল, ওরা উঠে পড়ল। বুড়ো মালিক বলল, হায়েল হিটলার!

মার্কিন কূটনীতিক ডেভিড হল যে একদা সাউথ অ্যামেরিকায় ছিল এবং যাকে ভিয়েনায় বদলি করা হয়েছিল সে কয়েকদিনের জন্যে পেরুর রাজধানী লিমাতে এসেছে।

মিনিস্টার রুপার্ট রাথের বন্ধু মার্কিন জন কেলি যে লুট করা

অনেক পেন্টিং উদ্ধার করে রাথের কাছে জমা দিয়েছিল তাকে পরে সাউথ অ্যামেরিকায় বদলি করা হয়েছিল। অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে জন কেলি নিহত হয়। লুট করা পেন্টিং উদ্ধার করা তার কাল হয়েছিল। সেই অজ্ঞাত আততায়ীর আজও বুঝি সঠিক সন্ধান পাওয়া যায় নি।

একটা সূত্র পাওয়া গেছে। সেই সূত্র অনুসরণে সাহায্যের জন্য পেরুর পুলিস চিফ র‍্যামন টাপিয়া ডেভিড হলকে লিমায় আসবার জন্য অনুরোধ করেছিল। সেই অনুরোধ রক্ষার জন্যেই ডেভিড হল লিমায় এসেছে।

গলফ ক্লাবের এক নিভৃত কক্ষে বিয়ারের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে দু'জনে আলাপ করছিল।

র‍্যামন টাপিয়া বলল : ব্রুনো ফ্রিৎসের মৃত্যু খুবই রহস্যজনক। যদিও দুষ্ট কিন্তু ওরকম চৌকশ ও তৎপর একটা লোক প্ল্যাটফরম থেকে চলন্ত এঞ্জিনের সামনে পড়ে যাওয়াটা ঠিক বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। ভিড়ে ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যাওয়ার মানুষ ব্রুনো নয়।

যে ভাবেই হক একটা বদ লোক মরেছে। 'ওতে আমার দুঃখ নেই, বলল ডেভিড হল, কিন্তু তার সাকরেদ এডগার জিসলার বেঁচে আছে। হামবুর্গে বলিভিয়ান কনস্যুলেটের সাইমন কারমেলোকে এডগার আক্রমণ করেছিল যদিও সাইমন এডগারের হাতে মরবার আগে হার্টফেল করে মরে গেল কিন্তু এডগার ওকে খুন করতেই গিয়েছিল।

র‍্যামন বলল : আর একটা পাজি লোক আমার চেখে ধুলো দিয়ে বলিভিয়াতে পালিয়ে গেছে, আমি ফার্ডিনাণ্ডের কথা বলছি। যুয়ান এভারিস্টোকে ও হত্যা করেছে। এই আমার বিশ্বাস, যুয়ানের বাড়ির পাশে ফার্ডিনাণ্ড কিছুদিন বাস করেছিল। ফার্ডিনাণ্ডকে আমাদের হাতে দেবার জন্যে আমি বলিভিয়ার কাছে পেরু সরকার

মারফত দাবি জানিয়েছি সাউথ অ্যামেরিকায় নাৎসী চক্র আমাদের ভাঙতেই হবে নইলে আমরাই একদিন ধ্বংস হয়ে যাব।

নিশ্চয়, এ বিষয়ে আমি তোমাকে সমর্থন করব কিন্তু আমাদের বন্ধু জন কেলির ব্যাপারটা ভুলো না। এডগারকে ফাঁদে ফেলে পেরুতে নিয়ে আসতেই হবে। জন কেলিকে সেই মেরেছে। আমি ভিয়েনাতে ফিরে···

হ্যাঁ, এই কেসটাকে টপ প্রায়রিটি দিয়ে আমি এখানে সব কিছু প্রস্তুত রাখব।

এখন ত ক্রুনো নেই, এডগারকে বুদ্ধি দেবারও কেউ নেই। আমি আমাদের প্ল্যান মতো ব্যবস্থা করব। তাহলে আজ এই পর্যন্ত।

জুলিয়া আর হেনরি কিন্তু থামল না। বোরম্যানের নামে কাটা যে রসিদখানার জুলিয়া ফটো তুলেছিল তার উৎস খুঁজে বার করতে হবে।

দু'জনেই জানে কাজটা খুব বিপজ্জনক। কিন্তু দু'জনেই এখন বেপরোয়া বিশেষ করে ফিলিপ নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে।

পশ্চিম বার্লিনে একটা আর্ট ডিলারস অ্যাসোসিয়েশন আছে। হেনরি তাদের বলল যে সে ইউরোপের আর্ট ও অ্যান্টিক ডিলারদের ওপর গবেষণামূলক একখানা বই লিখছে। হ্যানস লাঞ্জে নামে যে বিখ্যাত আর্ট ডিলার ছিল তার বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে চায়। বোরম্যানের ঐ রসিদখানা হ্যানস লাঞ্জে প্রতিষ্ঠান ইস্যু করেছিল এ কথাটা হেনরি অবশ্য গোপন রেখেছিল।

আর্ট ডিলারস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বললেন হ্যানস লাঞ্জে সম্বন্ধে তিনি বেশি কিছু বলতে পারবেন না। তবে হেয়র ক্রাউজ কিছু বলতে পারে। ক্রাউজের সঙ্গে লাঞ্জের খুব বন্ধুত্ব ছিল। ক্রাউজের একটা দোকান আছে। ছবি, কিউরিও, অ্যান্টিক, স্ট্যাচু বিক্রি হয়। ফরমাস মতো ছবি আঁকিয়ে দেয় বা স্ট্যাচু তৈরি করিয়ে দেয়।

ক্রাউজ বলল প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ ও পরে রাশিয়ানদের অত্যাচারের ফলে লাঞ্জের দোকানের সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে। এমন কোনো রেকর্ড নেই যা সে হেয়র লাউডনকে দিতে পারে। লাঞ্জেকে ত রাশিয়ানরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রিজনার অফ ওয়ার ক্যাম্পে আটকে রেখেছিল। প্লুরিসি হয়ে বেচারী মারা গেছে।

ক্রাউজের সঙ্গে হেনরিই কথা বলছিল। জুলিয়া বসে বসে দোকানের কোনো কোনো সামগ্রী লক্ষ্য করছিল। একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছবিগুলি ঝাড়পোঁছ করছিল। সে মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ করে ওদের কথা শুনছিল।

তাহলে হেয়র ক্রাউজ আমি কি নিরাশ হয়ে ফিরে যাব ?

ক্রাউজ বলল : লাঞ্জের এক বোন আছে। আপনি একটু বসুন, আমি তাকে ফোন করে দেখি, সে আপনার সঙ্গে দেখা করে কিছু তথ্য সরবরাহ করতে পারে কি না।

জুলিয়া ও হেনরি দোকানে বসে রইল। ক্রাউজ ফোন করতে যাবার সময় সেই বৃদ্ধকে কি বলে গেল। বৃদ্ধও ঘর থেকে চলে গেল এবং কিছু পরে ছোট একটা ট্রে-তে দু' কাপ কফি ও কিছু বিস্কুট এনে ওদের সামনে বসিয়ে দিয়ে বলল : একটু কফি খান। ব্রেজিলের কফি।

ড্যাংকে অর্থাৎ থ্যাংক ইউ বলে জুলি ও হেনরি কফির কাপ তুলে নিল। বৃদ্ধ আবার নিজের কাজ করতে লাগল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ক্রাউজ ফিরে এসে বলল : হ্যাঁ, লাঞ্জের বোন রাজি হয়েছে, সে কাল এই সময়ে আমার দোকানে আসবে, আপনারা কাল আসুন কথাবার্তা হবে।

জুলি ও হেনরি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল এবং জানিয়ে গেল তারা আগামী কাল এই সময়ে আসবে।

ক্রাউজ জিজ্ঞাসা করল : আপনারা কোন হোটেলে উঠেছেন

কারণ ইতিমধ্যে যদি দরকার হয়, মানে লাঞ্জের বোন যদি বলে বা জানতে চায় সেইজন্য আর কি ··

হেনরি বলল : আমরা অ্যাডলন হোটেলে উঠেছি।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর ডিনারের কিছু আগে ক্রাউজের দোকানের সেই বৃদ্ধ অ্যাডলন হোটেলে জুলিয়ার দরজায় নক করল।

কি ব্যাপার ? হেয়র ক্রাউজ কোন খবর পাঠিয়েছেন বুঝি ?

আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে।

ও, তাহলে আমার ছেলের ঘরে আসুন।

জুলিয়া বৃদ্ধকে হেনরির ঘরে নিয়ে যেয়ে বসাল। হেনরি কি একখানা বই পড়ছিল। বৃদ্ধকে ওরা খাতির করে বসাল। বৃদ্ধ যা বলল তা শুনে ত দুজনেই অবাক। বৃদ্ধ বলল :

আমি ক্রাউজের ভাই, আমার নাম লুজ। ক্রাউজ তোমাদের একেবারে বাজে কথা বলেছে। ওর কোনো কথা বিশ্বাস কোরো না। ও পাজি, নাৎসী, আমি নাৎসী হইনি, আমাকে চক্রান্ত করে রাশিয়ান ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিয়েছিল, দোকানটা ত আমারই ছিল। ইস্টার্ন ফ্রন্ট থেকে ফিরে এসে দেখি ও আমার দোকান দখল করে বসেছে।

লুজ বলতে লাগল : আমার স্বাস্থ্য তখন ভেঙে পড়েছে, কোথাও চাকরি জোটাতে পারলুম না। বাধ্য হয়ে নিজেরই দোকানে চাকরের কাজ করছি। নাৎসীরা আমাদের ধাপ্পা দিত। বলত আমরা যুদ্ধে জিতছি। সেই নাৎসীরাই হ্যানস লাঞ্জেকে হত্যা করে তার দোকান লুট করে। ক্রাউজ সেই সুযোগে লাঞ্জের দোকান থেকে কিছু মাল-পত্তর উঠিয়ে এনেছিল। রাশিয়ানরা ধরে নিয়ে যাবে কেন ? নাৎসীরাই লাঞ্জেকে মেরেছে।

মালপত্তর কি এনেছিল ? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল

লাঞ্জের দোকানে দামী দামী ছবি ছিল। সেগুলো ত এনেছিলই আর এনেছিল লাঞ্জের দোকানের রসিদ বই, হিসেবের খাতা,

এই সব। লাঞ্জের রসিদ দিয়ে ওরা যুদ্ধের পর অনেক ছবি বেচেছে। লাঞ্জে ত মরে গেছে। রসিদগুলোর বৈধতা কে প্রমাণ করবে?

লাঞ্জের বোন কোথায় থাকে? তার ঠিকানা জান?

লাঞ্জের বোন? আমি জীবনে শুনি নি যে ওর বোন আছে। বাজে কথা। ক্রাউজ তোমাদের ধোঁকা দিয়েছে।

পরদিন হেনরি বলল: ক্রাউজের দোকানে যেয়ে আর কি হবে আন্টি জুলি? ওর ভাই কাল যা বলে গেল তারপর যেয়ে কিছু লাভ আছে কি?

জুলিয়া বলল: ক্রাউজের ভাই বলে লুজ যা বলে গেল তা যে সত্যি আমরা জানব কি করে? লাঞ্জের সত্যিই কোনো বোন আছে কি না তা ক্রাউজের দোকানে গেলেই জানা যাবে। বার্লিনে এসেছিই যখন তখন বাকিটুকু দেখেই যাই।

বেশ তাহলে যাই চল।

বার্লিনেও হেনরি নিজের গাড়িতেই এসেছিল। নির্ধারিত সময়ে হেনরি ও জুলিয়া ক্রাউজের দোকানে এল। দোকান বন্ধ। সাময়িকভাবে তালা দিয়ে যে কোথাও গেছে তা নয়। সকাল থেকে দোকান খোলাই হয় নি।

তবে আর কি হবে, ফিরে যাই চল। লুজের কথাই সত্যি তাহলে? কিন্তু লোকটা দোকানই খুলল না? আমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে। লাঞ্জের যদি কোনো বোন সত্যিই না থাকে তাহলে ত ক্রাউজ কোনো একটা ওজর দেখাতে পারত। হেনরি বলল।

চল তাহলে ফিরেই যাই, ছবিগুলোর পিছনে বৃথাই এতদিন ঘুরে মরলুম। মাঝ থেকে লাভ ত কিছুই হল না, ক্ষতিই হল। ফিলিপ কোথায় আছে তাও জানতে পারলুম না, হেনরি, ছবির আশা আমি ত্যাগ করলুম। চল আমরা আজই ভিয়েনা ফিরে যাই, পুলিসের দ্বারা হবে না, আমরা নিজেরাই ফিলিপের খোঁজ করি।

তাই করব আন্টি কিন্তু কোথায় আরম্ভ করব ?

গাড়ি চলছে। রাস্তায় নানারকম গাড়ির ভিড়। তখন অফিস ও কারখানার ছুটি হয়েছে। রাস্তায় ভিড় ত হবেই। সব গাড়িই জোরে যাচ্ছে। হেনরিকেও জোরে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। জুলিয়া মাঝে মাঝে সাবধান করে দিচ্ছে।

সাবধান করে দিলে কি হবে? একটা বড় কালো ভ্যান ঠিক হেনরির গাড়ির পাশে পাশে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে যেন চেপে ধরছে। হেনরি বলল : ভ্যানটার মতলব ত ভাল নয়। হামবুর্গে বাবাকে বিপদে ফেলেছিল, বার্লিনে ছেলেকে বিপদে ফেলবার চক্রান্ত নাকি ?

হেনরি হঠাৎ গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল, ভ্যানটাকে গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।

ব্যাপারটা জুলিয়াও বুঝতে পেরেছে। সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল : হেনরি ট্র্যাফিক লাইট।

ট্র্যাফিক লাইট হলদে ছিল। এবার লাল হল বলে কিন্তু হেনরি থামল না। অ্যাকসিলেটরে পা চেপে হুস্ করে বেরিয়ে গেল।

ভ্যানটাও ছাড়ল না। লাল আলো জ্বলে উঠেছিল, ভ্রূক্ষেপ না করে সে ঠিক হেনরির গাড়ির পিছনে এসে পড়ল।

আন্টি মাথা নিচু কর এখনি, গুলির আওয়াজ শুনলুম।

বলতে না বলতে আরও একটা গুলির আওয়াজ হল যেন।

গাড়ির গোলমালে ও হর্নের আওয়াজে গুলির আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায় নি। হেনরি অনুমান করেছিল মাত্র। কিন্তু সে স্টিয়ারিং সামলাতে না সামলাতে গাড়ি হঠাৎ বেঁকে ফুটপাথে উঠে পড়ল। ব্রেক কসতে না কসতে দেওয়ালে ধাক্কা মারল।

ভ্যানটা হুস করে পাশ দিয়ে চলে গেল।

হেনরির ভাগ্য ভাল যে কোনো লোক চাপা পড়ে নি, আর একটু হলে একটা ফলের স্টলে ধাক্কা লাগত।

লোকজন ছুটে এসে ভিড় জমাল। কেউ কেউ গালাগাল দিতে লাগল।

হেনরি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে কিছু বলবার চেষ্টা করছে কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে না। রাস্তার ধারে একটা লরি দাঁড়িয়ে ছিল। লরির ড্রাইভার নেমে এসে হেনরির গাড়ি পরীক্ষা করতে লাগল। তার ধারণা হঠাৎ টায়ার ফেটে গেছে।

টায়ার ফেটেছে ঠিকই কিন্তু লরির ড্রাইভার আঙুল দেখিয়ে বলছে: মিস্টার তোমার গাড়ির চাকায় গুলি করল কে? এই দেখ দুটো বুলেটের গর্ত।

গাড়ির ব্যবস্থা করে হোটেলে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। হোটেলে ফিরে জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল:

হ্যাঁরে হেনরি, আজই ওরা গাড়িখানা রেডি করে দেবে ত?

হ্যাঁ আন্টি, আজই আমি গাড়ি পাব, কেন?

কাল ভোরেই আমি গাড়ি নিয়ে বার্লিন ছেড়ে চলে যাব, দেখ কালো ভ্যান থেকে একটা লোক মুখ বাড়িয়েছিল। মুখটা দেখেই আমার বার বার মনে হচ্ছিল এ মুখ আমি কোথায় দেখেছি। এখন হঠাৎ মনে পড়ল।

কার মুখ?

গেস্টাপোরা যেদিন আমাদের বাড়ি থেকে ছবি খুলে নিয়ে যায় সেদিন ঐ লোকটা বাবার হাতে আঘাত করেছিল।

জুলিয়া ঠিকই চিনেছিল। তবে লোকটার নাম জানত না। লোকটার নাম এডগার, ব্রুনোর সাগরেদ।

পেরু থেকে ভিয়েনায় ফিরে এসে ডেভিড হল উঠেপড়ে লেগেছিল। সে নানা তথ্য সংগ্রহ করল এমন কি এতদিন ধরে ফিলিপ এবং পরে জুলিয়া ও হেনরি কোথায় কোথায় গেছে, কি

করেছে, সে সব ইতিহাসও সংগ্রহ করল। এরপর সে একদিন গেল জুলিয়ার সঙ্গে দেখা করতে।

ভিয়েনায় ফিরে এসে পর্যন্ত জুলিয়া নিজের বাড়িতে বড় একটা যায় নি। যুদ্ধের সময় বাড়ি জার্মান মিলিটারিরা দখল করেছিল। বাড়ির অনেক ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। বাড়ি মেরামত ও রং করতে প্রচুর টাকা লাগবে। অত টাকাও এখন জুলিয়ার হাতে নেই।

তাছাড়া অত বড় বাড়িতে সে একা থাকবে কি করে? সে ঠিক করেছে যে বাড়িখানা কোনো সৎকাজে সে দান করে দেবে। জুলিয়া তাই ফিলিপের বাড়িতেই থাকত। বেশির ভাগ সময় সে ফিলিপের স্টুডিওতে কাটাত। ফিলিপের ছবিগুলো ঝাড়পোঁচ করত, তার বইগুলো শেলফ থেকে নামিয়ে ঝেড়ে মুছে আবার গুছিয়ে রাখত। অবসর সময়ে ফিলিপের ডায়েরি পড়ত। যুদ্ধোত্তর অস্ট্রিয়ার জীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে বা কোনো কাহিনী ইংলণ্ডের খবরের কাগজে পাঠাত।

একদিন সকালে জুলিয়া যখন রেডিওতে লণ্ডন থেকে বি.বি সি-এর খবর শুনছে সেই সময় বাড়ির সামনে একটা অ্যামেরিকান কাইজার গাড়ি এসে থামল। জুলিয়া রেডিও আস্তে করে দিল।

গাড়ি থেকে নেমে এল ডেভিড হল। হেনরি তখন কাজে বেরোবার উপক্রম করছিল। ডেভিড হল আসতে তাকে খাতির করে বসিয়ে অফিসে ফোন করে দিল যে তার যেতে দেরি হবে।

প্রাথমিক আলাপ আলোচনা হতে হতে কফি এল। হেনরিকে তার বাবার জন্যে সহানুভূতি জানাল। ডেভিড হল বিশ্বাস করে যে ওরা ফিলিপকে হত্যা করে নি। নিজেদের স্বার্থে তারা বাঁচিয়ে রাখবে। স্বার্থটা কি তা ডেভিড এখন স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। জুলিয়া এবং হেনরিও ত বিশ্বাস করে যে ফিলিপ এখনও বেঁচে আছে। কোনো প্রিয়জন মারা গেলে তাদের মনে নিশ্চয় একটা অনুভূতি হত।

পেন্টিংগুলো উদ্ধার হলে মিসেস বেনেট অর্থাৎ জুলিয়া নিঃসন্দেহে প্রচুর অর্থের মালিক হতে পারতেন এ কথাও ডেভিড হল বলল। কথা প্রসঙ্গে বোরম্যানের নাম উঠল। হল বলল :

আমার বন্ধু জন কেলি যে অ্যামেরিকান অকুপেশন আর্মির সঙ্গে এখানে এসেছিল এবং অনেক ছবি উদ্ধার করে তার বন্ধু অস্ট্রিয়ার মিনিস্টার রুপার্ট রাথের কাছে জমা দিয়েছিল, সে আজও বেঁচে থাকত যদি নাকি সে বোরম্যানের কাছে গিয়ে না পৌঁছত।

আপনি ত জানেন মিসেস বেনেট যে ইহুদি নিধন যজ্ঞের প্রধান হোতা ছিল এই মার্টিন বোরম্যান। ইহুদি নিধনের সমস্ত প্ল্যানটা তারই রচনা। আইখম্যান এবং অন্যান্যরা তার নির্দেশে কাজ করত মাত্র।

তাহলে আপনি বিশ্বাস করেন যে মার্টিন বোরম্যান বেঁচে আছে।

হ্যাঁ সে বেঁচে আছে, আমরা জানি, আমাদের কাছে পাকা খবর আছে। তাহলে আগেকার ইতিহাস একটু শুনুন, সিগারেট ধরাতে পারি ?

নিশ্চয়।

সিগারেট ধরিয়ে ডেভিড হল আরম্ভ করল :

আপনি জানেন মিসেস বেনেট যে জার্মানির থার্ড রাইখ খতম হয়ে গেছে এবং হয়তো মনে করেন যে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডলফ হিটলারের নাৎসীবাদও খতম হয়ে গেছে কিন্তু মোটেই তা হয় নি।

হিটলার বেঁচে থাকতে থাকতে এবং যুদ্ধ শেষ হবার আগেই যখন জার্মান নেতারা বুঝতে পারল যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখনই সেই ১৯৪৪ সালের গোড়ায় ফোর্থ রাইখের পত্তন হল। জার্মানির কয়েকজন বড় বড় শিল্পপতি এবং তখনও বেঁচে আছে এমন কিছু নাৎসী নেতা স্ট্রাসবুর্গে একটি প্রাসাদে মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করল।

তখন থেকে বিদেশে নিরপেক্ষ দেশগুলিতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ,

গোল্ড এবং মূল্যবান সামগ্রী জমা করে রাখা আরম্ভ হল আর গঠিত হল Organization der chemaligen SS Angehorigen সংক্ষেপে যার নাম 'ওডেসা'। সংগঠনের কাজ হল যুদ্ধ শেষে নাৎসী নেতাদের পলায়নের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

বিদেশে আগে থাকতেই ত টাকা পয়সা জমা করা হচ্ছিল এবং অনেক দেশে জার্মানির বেশ বড় বড় কলকারখানা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই সব দেশে এই নাৎসীরা পৌঁছে ভবিষ্যতের জন্যে কাজ আরম্ভ করে দিল।

জার্মান জাতির সংগঠন প্রতিভা অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৯৪৬ সালের মধ্যেই ফোর্থ রাইখ অর্গানাইজেশন গঠিত হল এবং সারা পৃথিবীতে ৭৫০টি জার্মান 'কমারশিয়াল' ফার্ম প্রতিষ্ঠিত হল। স্পেনে ১২০টি, পর্টুগালে ৮৫টি, টার কতে ৩৫টি, আর্জেন্টিনায় ৯৮টি এবং সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সুইটজারল্যাণ্ডে ২১৪টি। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও শাখা অফিস প্রতিষ্ঠিত হল।

ফোর্থ রাইখ এখন ত সুপ্রতিষ্ঠিত। হিটলারের প্রাক্তন সহকর্মীরা এটি পরিচালনা করছে যেমন ওয়ালটার রাউফ, ফার্ডিনাণ্ড ব্রেণ্ড, কয়েকজন মারাও গেছে। আর এদের প্রধান পরিচালক হল মার্টিন বোরম্যান। এদের একটি সহায়ক প্রতিষ্ঠানও আছে, তার নাম অর্গানাইজেশন লাইস্টার। এদের লোক ইউরোপ ছড়িয়ে। হামবুর্গ থেকে ছবিগুলো বিদেশে এরাই পাচার করেছে আর চোরা হত্যাকাণ্ডগুলির জন্যে এই লাইস্টার অর্গানাইজেনশনই দায়ী।

ফোর্থ রাইখের এজেন্টরা সারা পৃথিবীতে এমন কি ইংলণ্ড, অ্যামেরিকা, ফ্রান্সেও আছে। তাদের কাজ হল তরুণ জার্মানদের কানে নাৎসী মন্ত্র ঢুকিয়ে দেওয়া। পরাজিত জার্মানিকে আবার তুলে ধরা তাদের ব্রত। বলতে গেলে ছদ্মবেশী নাৎসীরাই এখন জার্মান সরকার চলাচ্ছে।

ওদিকে ইটালিতে 'ব্ল্যাক অর্ডার' দল বোমা মেরে শ্রমিকদের

কত মিটিং ভেঙে দিচ্ছে, ফ্রান্সে 'নিও নাৎসীরা' ত ইহুদিদের অনেক কারখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, ব্রিটেনে 'ন্যাশানাল ফ্রণ্ট' পুনর্গঠিত হয়েছে, অ্যামেরিকায় কয়েকটি স্টেটে 'ব্রাউন শার্ট' দল প্রায় প্রকাশ্যে 'হায়েল হিটলার' বলে ড্রিল করছে। আপনাদের এই অস্ট্রিয়াতেই প্রায় পাঁচ লক্ষ যুবক নয়া নাৎসী পার্টির মেম্বার।

জুলিয়া বলল, কিন্তু মিস্টার হল ১৯৭২ সালে ফ্রাংকফার্টে জাজ গ্রাসেনাপ কিছু প্রমাণের ওপর নির্ভর করে মার্টিন বোরম্যানের মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন।

মিসেস বেনেট আমরা তাও জানি কিন্তু আমরা সেই প্রমাণগুলি মোটেই বিশ্বাস করি না, ডেভিড হল বলল, প্রমাণ কি ছিল? বার্লিনের লেটার স্টেশনের কাছে রাশিয়ার ট্যাংকের আক্রমণে নাকি বোমা বিস্ফোরণে যেখানে মার্টিন বোরম্যান এবং তার একজন সঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে বলা হয়েছে সেখানে ১৯৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে কয়েকজন শ্রমিক মাটি কাটার কাজ করবার সময় দুটি কংকাল পায়। একটি কংকাল ধরে নেওয়া হয় মার্টিন বোরম্যানের। কি প্রমাণ? একজন ডেন্টিস্ট সাক্ষ্য দেয় যে বোরম্যানের সে ডেন্টিস্ট ছিল। করোটিতে যে নকল দাঁত পাওয়া গেছে তা তারই তৈরি। আর একজন ডাক্তার সাক্ষ্য দিয়ে বলে যে বোরম্যানের চোয়ালের হাড়ে সে অপারেশন করেছিল, তারও দাগ পাওয়া গেছে। বোরম্যানের ছেলেরাও এই কথা সমর্থন করে।

ডেভিড হল নতুন সিগারেট ধরিয়ে বলতে থাকেন: কিন্তু বোরম্যানের ছেলে কোথা থেকে এল? তার ত ছেলে ছিল না। তারপর আমরা সেই কংকালের অংশ ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেছি। সেই কংকালের বয়স অনেক বেশি!

জুলিয়া বলল: মিঃ হল অনেক বেলা হয়ে গেছে, আপনি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করে যান।

উত্তম প্রস্তাব, তাহলে আমাকে একবার ফোন করতে দিন।

অফিসে বলে দিই যে এবেলা আমি অফিসে যাব না, জরুরী কিছু থাকলে যেন এখানে টেলিফোন করে।

টেলিফোন পর্ব সেরে এসে ডেভিড হল আবার আরম্ভ করলেন :

তারপর শুনুন মিসেস বেনেট, বোরম্যান সাউথ আমেরিকার অনেক দেশেই ঘুরে বেড়ায় তবে তার পাকা বাসস্থান হল চিলি, প্যাসিফিক কোস্ট আর আরজেনটিনা বরডারের মাঝামাঝি। চিলির পাহাড় অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকবার জন্যে বোরম্যানের কয়েকটা বাংলো আছে।

তাহলে আপনারা যদি জানেন বোরম্যান কোথায় আছে তাহলে তাকে গ্রেফতার করছেন না কেন ? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল।

হেনরি বলল : তার গ্রেফতারের জন্যে এক লক্ষ ফ্রাংক একটা পুরস্কার ঘোষণা করা আছে না ?

ঠিক, কিন্তু গ্রেফতার করার অসুবিধে আছে। রোরম্যান এত ঘন ঘন এবং হঠাৎ স্থান পরিবর্তন করে যে তার নাগাল পাওয়া মুশকিল, তার ওপর ওটা অন্য দেশ।

আইখম্যানও ত অন্য দেশে থাকত এবং ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করত, জুলিয়া বলল, তাকেও ইজরেলীরা ধরে এনেছিল।

আইখম্যান ছিল একা, তার কোনো রক্ষী বা চর ছিল না, বোরম্যান সুরক্ষিত তাছাড়া সাউথ অ্যামেরিকার কোনো দেশ চায় না যে আইখম্যানের মতো আর একটা ঘটনা ঘটুক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থাকতেই দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক বড় বড় জার্মান কারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে, জার্মানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভাল, দেশগুলিও অনেক বিষয় লাভবান, তারা জার্মানদের বিব্রত করতে চায় না তাছাড়া রাজনীতিক আশ্রয়দানটাকে ওরা মোটেই হালকাভাবে দেখে না। তবুও যুদ্ধের পর যে সব যুদ্ধপরাধী ওডেসার সাহায্যে ইটালির মনাস্টারি রুট দিয়ে পালিয়েছে তাদের জার্মানিতে ফিরিয়ে দেবার জন্যে অ্যামেরিকা বৃথা আবেদন করেছে।

মনাস্টারি রুটটা কি ?

ইটালিতে অনেক মঠ আছে যেখানে নাৎসী অপরাধীরা গোপনে আশ্রয় নিত এবং পরে গোপনে ব্রিণ্ডিসি বা জেনোয়া বন্দর থেকে ইজিপট বা সাউথ আমেরিকায় পালাত অবশ্য ওডেসার সহায়তায়, এ বিষয়ে সময় পেলে আপনাকে পরে বলব।

মিটি এসে খবর দিল লাঞ্চ রেডি।

লাঞ্চ করতে করতে ডেভিড হল আবার আরম্ভ করল। সে বলল :

তথাকথিত এই ফোর্থ রাইখের উদ্দেশ্য কি জানেন ? কি মনে হয় আপনাদের ?

আর একজন হিটলার তৈরি করে আবার যুদ্ধ, দুই জার্মানিকে এক করা এই আর কি।

আর একটা হিটলার তৈরি করবে কিনা বা পারবে কি না বলতে পারি না তবে ওদের আসল উদ্দেশ্য হল রাশিয়ার বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করা তবে একা নয়, এবার ওরা অ্যামেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে নিজের দলে চাইবে, রাশিয়ার ওপর ওদের রাগ যায় নি।

এসব অবিশ্যি পরের কথা, আমরা এ ব্যাপার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছি না, আমরা এখন মাথা ঘামাচ্ছি ওদের চোরা কারবার-গুলো নিয়ে, যেমন বলিভিয়া থেকে ওরা অ্যামেরিকায় নারকোটিক পাঠিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ করছে, আমাদের লোকজন বা যারা আমাদের সমর্থন করে তাদের খুন করছে, এইগুলো বন্ধ করতে হবে।

খুন ত আমাদের মানুষদেরও করছে।

ঠিকই ত তবে মিসেস বেনেট আপনি আমাদের একটা উপকার করেছেন, আপনি এডগারকে চিনতে পেরেছিলেন, সেই কালো ভ্যানের সূত্র ধরে পুলিস এডগারকে গ্রেফতার করেছে, আরও কয়েকটা খুনের জন্যে পুলিস তাকে খুঁজছিল। এবার আপনাকে

ও মিঃ লাউডনকে আমার অনুরোধ আপনারা ছবির অনুসন্ধান ত্যাগ করুন নইলে এবার হয়ত সত্যিই আপনাদের বিপদ ঘটবে।

ঘটবে কি মিঃ হল? আমাদের ত মেরেই ফেলেছিল প্রায়, হেনরি বলল।

সেইজন্যেই ত সতর্ক হতে বলছি। ইতিমধ্যে পশ্চিম জার্মানিতে আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। ওরা একটা আইন পাস করেছে যে এরপর কোনো যুদ্ধ অপরাধী ধরা পড়লে তার বিচার করা চলবে না।

অর্থাৎ বোরম্যান যদি বন শহরে এসে হাজির হয় তাহলে তার আর বিচার করা চলবে না।

ঠিক তাই, আমি তাহলে আজ উঠি, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই যে মিঃ ফিলিপ লাউডনকে আমরাও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছি।

জুলিয়া বলল: যেটুকু পারি আমরাও চেষ্টা করব। তারই জন্যে ঝুঁকি নিয়ে আমরা মিউনিক, হামবুর্গ ও বার্লিনে গিয়েছিলুম।

যাই করুন আর তাই করুন আপনারা ঐ ম্যাক্স ভিডারম্যান লোকটি থেকে সাবধানে থাকবেন। সাঙ্ঘাতিক মানুষ!

সেদিন সন্ধ্যায় হেলগা জুলিয়াকে জোর করে অপেরায় ধরে নিয়ে গেল। বলল সারাদিন একা মুখ বুজে পড়ে থাকিস, চল একটু অপেরায় যাই।

হেলগার অনুরোধ জুলিয়া ঠেলতে পারে নি। অপেরায় এসে আকস্মিকভাবে রুপার্ট রাথের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। হেলগাই পরিচয় করিয়ে দিল। পরস্পরের বিষয় জানা থাকলেও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

ডেভিড হল যা বলেছিল রুপার্ট রাথও সেই কথা বলল, ম্যাক্স ভিডারম্যান থেকে সাবধান। ইটালিতে ওর একজন ধনী রক্ষিতা আছে। কাউন্টেস এঞ্জেলা। ভিডারম্যান কি অবসর বিনোদনের

জন্যে মাঝে মাঝে এঞ্জেলার কাছে যায়? অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই?

জুলিয়ার মাথায় চকিতে উদয় হল ইটালির 'মনাস্টারি রুট'। এইসব মনাস্টারি রুটের সঙ্গে ভিডারম্যানের কি কোনো যোগাযোগ নেই? কোনো মনাস্টারিতে ভিডারম্যান কি ফিলিপকে লুকিয়ে রাখতে পারে না? মনাস্টারি রুটের তদারকি করতেই ভিডারম্যান হয়ত ইটালি যায়।

কথাটা নিজের মনে মনেই চিন্তা করল। রাথকে কিছু বলল না। ডেভিড হলের কাছে যা শুনেছে তারপর সে আর কউাকে বিশ্বাস করবে না।

সেদিন জুলিয়া আর হেলগা যখন অপেরায় সঙ্গীত শুনছিল ঠিক সেই সময়ে ডেভিড হল সুদূর লিমাতে পুলিস চিফ র‍্যামন টাপিয়ার সঙ্গে কথা বলছিল। কি কথা বলছিল? কি পরামর্শ করছিল? কিছু খবর দিচ্ছিল কি?

অপেরা থেকে বাড়ি ফিরে হেলগাকে জুলিয়া বলল যে সে ও হেনরি ইটালি যাবে, রোমে কিছুদিন থাকবে।

হেলগা প্রথমে ভেবেছিল যে অপেরা শুনে জুলির বোধহয় মনে প্রফুল্ল হয়েছে তাই তার ইচ্ছে হয়েছে ইটালি বেড়াবার। পরে শুনল তা নয়। আসল উদ্দেশ্য ভিন্ন। হেলগাকে সাহায্য করতে হবে। কাউণ্টেস এঞ্জেলাকে ধাপ্পা দিয়ে তার পেট থেকে কি হেলগা কিছু কথা বার করতে পারবে না? ভিডারম্যান কি তার প্রিয়পাত্রী এঞ্জেলাকে কিছুই বলে না?

রোমে যে কারখানাটা তার মা দেখাশোনা করত তার ভার এখন স্বভাবতই পড়েছে হেনরির ওপর কিন্তু হেনরিকে তখন বেশির ভাগ সময় ভিয়েনায় থাকতে হয় বলে নিকলো তখন হেনরির হয়ে কারখানা দেখাশোনা করে। সে হল রেসিডেণ্ট ম্যানেজার।

ভিয়েনা থেকে হেনরি তাকে টেলিফোন করেছিল। সে হোটে
রুম রিজার্ভ করে রেখেছিল। একান্তে টেলিফোন করবার জন্যে
কারও সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করবার জন্যে ছোট একটা বাসাবাড়ির
ব্যবস্থা এবং সেখানে হেনরির রোভার ও হেলগার মার্সিডিজ গা
রাখবার ব্যবস্থা করে রেখেছিল। শহরতলীতে তাঁর ভিলায় কাউন্টে
এঞ্জেলা এখন আছেন সে খবরও নিকলো জানিয়ে দিয়েছিল।

ভোরবেলা দু'খানা গাড়ি ইটালি অভিমুখে যাত্রা করল। রোভা
গাড়িতে রইল হেনরি ও জুলিয়া, মার্সিডিজ গাড়িতে রইল হেলগ
ও মারকো। মারকো যুগস্লাভিয়ার ছেলে। হেলগার সব কা
করে, গাড়ি চালায়, রান্না করে, ডিশ ধোয়, ডাকঘরে যায়, স
কাজ করে। অবসর সময়ে পড়াশোনা করে। হেলগা বলেছে ওবে
ইউনিভারসিটিতে পাঠাবে।

রোমে পৌঁছবার পর এঞ্জেলা খবর পেয়ে হেলগাকে ধরে নিবে
গেল। হেলগা ত তার বান্ধবী। একা আছি, তুই এসে থাক
মারকো? কেন সেও আমাব কাছে থাকবে।

হেলগা ও মারকো তাই শহরতলীতে কাউন্টেস এঞ্জেলার ভিলায
চলে গেল।

জুলিয়া আর হেনরি হোটেলে রইল। মনাস্টারি রুট-এর রহস্য
বার করতে হবে। কিন্তু কি করে আরম্ভ করা যায়?

সেদিন দুপুরে এঞ্জেলা ওয়ারডরোব গোছাচ্ছিল আর হেলগা শোফায়
বসে নখের পরিচর্যা করছিল। ওয়ারডরোব গোছাতে গোছাতে
এঞ্জেলা কাঁদুনি গাইছিল।

ম্যাক্স তাকে যেন জাদু করে রেখেছে। তার মানসিকতাটুকুও
ম্যাক্স হরণ করেছে এমন কি নিজের টাকা খরচ করবার অধিকার
তার নেই। কোথাও যাবার অনুমতি নেই অথচ দুজনে এক সঙ্গে
আছে বিশ বছরের ওপর, বিধবা হবার পর থেকে।

কাউন্টেস উপাধিটার ওপর এঞ্জেলার একটা মোহ আছে নইলে সে ত ম্যাক্সকে বিয়ে করতে পারত। ম্যাক্সও বিয়ে করতে অবশ্য আগ্রহ দেখায় নি। বেশ ত আছি।

ম্যাক্স হঠাৎ আসে, হঠাৎ তাকে নিয়ে কোথাও যায় কিংবা তাকে এই ভিলায় একা ফেলে রেখে হঠাৎই একদিন কোথাও চলে যায়। কবে ফিরবে কে জানে? এঞ্জেলা একা থাকে আর দিন গোনে।

আমার মতো হতভাগিনী কেউ নেই রে হেলগা? তোর কত স্বাধীনতা। আমার কিছু নেই।

হেলগা তাকে সান্ত্বনা দেয়। তারপর কথা প্রসঙ্গে হেলগা বলে: রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না রে, নতুন জায়গা ত, আমার ঘুমের বড়ি ফুরিয়ে গেছে, সুইশ কম্পানির তৈরি, আমার কাছে ডাক্তারের প্রেসক্রপশন আছে।

অস্ট্রিয়ার ডাক্তারের ত! সে প্রেসক্রপশন ত এখানে চলবে না, তবে আমার যে কেমিস্ট আছে, সালভাতোর, তুই মারকোকে সেখানে পাঠিয়ে দে, আমি লিখে দিচ্ছি, ওরা দেবে, আর না যদি দেয় ত আমার কাছে ভেরামন আছে।

ঘণ্টা খানেক পরে হেলগা জুলিয়াকে টেলিফোন করে খবর দিল ম্যাক্স ভিডারম্যান কবে বা কখন ফিরবে ঠিক নেই তবে এঞ্জেলার কেমিস্টের নাম আমি জানতে পেরেছি, সালভাতোর, নামকরা দোকান। মারকোকে এঞ্জেলার ভারি পছন্দ হয়েছে। কাল রাত্রিবেলায় মারকোকে এঞ্জেলা নিজের বেডরুমে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কিছু বলি নি!

ইটালিতে জুলিয়া নিজেকে নিরাপদ মনে করল। হেনরির কাছে ত ইটালি নতুনও নয়, অপরিচিতও নয়। হেনরি, নিকলো এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে জুলিয়া নানারকম সাহায্য পায়।

রোমে এসে জুলিয়ার কাজ হল একের পর এক মনাস্টেরি

যাওয়া, ফাদারদের সঙ্গে দেখা করা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা প্রসঙ্গে ফিলিপের খোঁজ নেওয়া।

তিন চারটে মনাস্টেরি ঘুরে জুলিয়া ব্যর্থ হল কিন্তু নিরুৎসাহ হল না। আরও ত কয়েকটা মনাস্টেরি বাকি আছে।

একজন পরামর্শ দিল আর কোথাও না ঘুরে তুমি স্যান ভিনচেঞ্জো মনাস্টেরিতে ফাদার লোভরোর সঙ্গে দেখা কর। ফাদার লোভরো সহানুভূতিশীল বেশ ভাল লোক, জার্মান ভাষা জানেন, গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটা মঠ ঘুরে স্যান ভিনচেঞ্জো মনাস্টেরিতে এসেছেন। তিনি কিছু খবর দিতে পারেন।

বাইরে থেকে মনাস্টেরির চেহারা দেখে জুলিয়া নিরাশ হল। যেন ভেঙে পড়বে। এই মনাস্টেরির ফাদার আর কিরকম হবে! তবুও যখন একজন পরামর্শ দিয়েছে তখন দেখাই যাক।

ফাদার লোভরো কিন্তু সত্যিই খুব ভাল লোক। সুন্দর চেহারা, দেখলে শ্রদ্ধা জাগে আর এমন মানুষকে বিশ্বাসও করা যায়।

ভূমিকা পর্ব শেষ করে জুলিয়া মূল কথা আরম্ভ করল। সে বলল দীর্ঘদিন ধরে এই মঠ পলায়মান নাৎসীরা ব্যবহার করছে। তারা জার্মানি থেকে পালিয়ে এসে নাম ভাঁড়িয়ে ভাল মানুষ সেজে আশ্রয় নেয় তারপর একদিন সরে পড়ে। ওডেসা আর লাইস্টার নামে দুটি সংগঠন ওদের পালাতে সাহায্য করে। ফাদার কি এই বিষয়ে কোনো খবর রাখেন?

ফাদার লোভরো বিব্রত বোধ করলেন। নীরব হয়ে রইলেন। জুলিয়া বুঝতে পারল ফাদার লোভরো কিছু জানেন কিন্তু তিনি বোধহয় নিঃসহায় ছিলেন। এমন ঘটনা ঘটেছে কিন্তু জেনেও বোধহয় কিছু করতে পারেন নি।

জুলিয়া ফিলিপের কাহিনী বলল। তার ছেলেও বাবার খোঁজে এখানে এসেছে, সে কথাও বলল। ছবি নিয়ে তার মামলা চলছে ফিলিপ তার প্রধান সাক্ষী। তবে ফিলিপ পালিয়ে আসে নি

তাকে কেউ অপহরণ করে এই মঠে বা অন্য কোনো মঠে লুকিয়ে রেখেছে।

জুলিয়া বলল : আমার বিশ্বাস ফিলিপ এখনও বেঁচে আছে তবে বেশি দিন বোধহয় বেঁচে থাকবে না কারণ অ্যামেরিকানরা তার শত্রুকে ধরবার জন্যে জাল গুটিয়ে আনছে। শত্রুরা টের পেলেই ফিলিপকে হত্যা করবে।

সব শুনে ফাদার লোভরো ব্যথিত হলেন কিন্তু বিমূঢ়! কোনো কথাই বলছেন না কেন?

জুলিয়া তখন জিজ্ঞাসা করল : ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যান নামে কোনো অস্ট্রিয়ান তাঁর মঠে কোনোদিন এসেছিল কি?

এতক্ষণে ফাদার লোভরো মুখ খুললেন : যীশু আমাকে ক্ষমা করুন কিন্তু মা শোনো আমি নির্দোষ। আগে আমি কোনো একটা মঠে ছিলুম। সেই মঠে আমার ওপরওয়ালা ছিলেন একজন জার্মান। তিনি এবং আরও ছ'একজন জার্মান ফাদার নাৎসী অপরাধীদের আশ্রয় দিতেন এবং তুমি ঐ যে মনাস্টেরি রুটের কথা বললে তা তারাই চালু করলেন। আমি তাদের হুকুম পালন করেছি মাত্র তবে কোনো সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি নি মা।

একটু থেমে বললেন : হ্যাঁ, ডঃ ভিডারম্যানকে আমি দেখেছি, তিনি মাঝে মাঝে ছ একজন করে মানুষ নিয়ে আসতেন, আচ্ছা বল ত মা তোমার ঐ বন্ধু ফিলিপ সে কি এপিলেপসির রোগী?

অনেক দিন আগের কথা মনে পড়ল জুলির। সেই যেদিন তাদের বাড়ি থেকে ছবিগুলো গেস্টাপোরা লুট করে নিয়ে যাচ্ছিল এবং যখন একটা গেস্টাপো তাকে আক্রমণ করেছিল তখন সেই নরপশুর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে গিয়ে ফিলিপ মাথায় আঘাত পেয়েছিল। তাকে অনেক দিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। ফেরবার পর হেলগার বাবা ডাক্তার ভিংক্লার সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন ফিলিপের এপিলেপসি হয়েছে। ফিলিপের সত্যিই এপিলেপসি হয়

নি, মাথায় আঘাত পাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝে তার মাথায় যন্ত্রণা হত। ডাক্তার ভিংক্লার ঐ রকম সার্টিফিকেট না দিলে নাৎসীরা ওকে লড়াই করতে ফ্রণ্টে পাঠিয়ে দিত এবং নাৎসীদের হয়ে লড়াই করতে ফিলিপের মোটেই ইচ্ছা ছিল না।

জুলি ভাবতে লাগল তবে কি ফিলিপকে অপহরণ করবার সময় অপহরণকারীরা ফিলিপের মাথায় আঘাত করেছিল যার ফলে এপিলেপটিকের অর্থাৎ মৃগী রোগীর মতো ফিলিপ মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়? তবে ফাদার যার কথা বলছেন সে নিশ্চয় ফিলিপ। তাই সে সন্দেহ প্রকাশ না করে বলল: হ্যাঁ, সে নিশ্চয় ফিলিপ!

ভিডারম্যান তাকে নিয়ে এখানে এসেছিল, ফাদার বললেন, কিন্তু একজন পুরুষ নার্স ছিল, তারা কিন্তু এখানে ছিল না, এসেই চলে গিয়েছিল।

নার্স নয় ফাদার, নার্সবেশী নিশ্চয় একজন গার্ড, তা কতদিন আগে এসেছিল এবং চলে গেল?

তা মাসখানেক আগে হবে, কোথায় গেছে জানি না তবে ভিডারম্যান দুটো রাস্তা ব্যবহার করে জানি, রোম-ব্রিণ্ডিসি-ইজিপ্ট এবং জেনোয়া-স্পেন-সাউথ অ্যামেরিকা।

ফাদার বললেন: তোমার বন্ধুকে খুব দুর্বল মনে হল, তাকে একরকম ধরে নিয়ে গাড়িতে চড়াল এবং আমার মনে হয় তাকে রোমে রাখে নি।

তাহলে একমাস আগেও ফিলিপ বেঁচেছিল! জুলিয়া ভাবল। হত্যা করলে ত আগেই হত্যা করতে পারত! তবে কি ইজিপ্ট বা সাউথ অ্যামেরিকায় কোথাও চালান করে দিল?

ওষুধের দোকানের মালিক সেনর সালভাতোর একটু অবাকই হলেন। এই ত এক মাস আগে ইনস্পেক্টর জেমিনিও এসে তাঁর

দোকানের পয়জন বুক চেক করে গেছেন। আবার তিনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন কেন ?

সালভাতোর তার বড় কম্পাউণ্ডার রেনাতোকে ডেকে বললেন : রেনাতো ইনস্পেক্টরকে নিয়ে যেয়ে তোমার পয়জনের হিসেবের খাতাটা দেখাও।

জেমিনিও খাতা খুলে পরীক্ষা করতে লাগলেন। রেনাতো জিজ্ঞাসা করল :

কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি ইনস্পেক্টর ?

হ্যাঁ, আমার লোক খানিকটা চোরাই মরফিয়া পেয়েছে, সেইটের বিষয়ে ইনকুয়ারি করছি, কার দোকান থেকে চুরি গেল সেটা জানা যাচ্ছে না তবে তোমাদের খাতাপত্তর হিসেব বেশ পরিষ্কার।

হ্যাঁ, আমি সেদিকে খুব কড়া, প্রেসক্রপশন ছাড়া এক ফোঁটা পয়জন আমি বিক্রি করি না। ডাক্তারের নামধাম সব লিখে রাখি।

রেনাতো পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ইনস্পেক্টর কি মরফিয়ার হিসেব শুধু দেখতে এসেছে ? সে ত কয়েক সপ্তাহ আগেকারও হিসেব দেখছে ? অন্য ওষুধও দেখছে ? ব্যাপারটা কি ?

জেমিনিও সত্যিই মরফিয়ার হিসেব দেখতে আসে নি। রেনাতো লক্ষ্য করল জেমিনিও পকেট থেকে নোটবই বার করে অন্য প্রেপ-কৃপশনের ওষুধের নাম, তারিখ এবং ডাক্তারের নাম ও ঠিকানা লিখে নিচ্ছে।

জেমিনিও আরও কয়েকটা পাতা উলটে আরও কি সব লিখে নিয়ে রেনাতো এবং সালভাতোরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

জেমিনিও বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রেনাতো খাতাটা আবার খুলল। যে পাতা থেকে জেমিনিও ওষুধের ও ডাক্তারের নাম লিখে নিয়েছিল সেই পাতাটা বার করল। ওষুধটার নাম ট্রাই-মিথাইল-অকসাজলিডিন। এ ওষুধ মৃগী রোগীদের দেওয়া হয়।

রেনাতো তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে গিয়ে ডায়াল ঘোরাল। তারপর

কি মনে করে রিসিভার নামিয়ে রাখল। ডাক্তারকে খবর দিতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। তখন সে আর একটা নম্বর ডায়াল করে কাকে যেন খবরটা দিল।

টেলিফোনে খবরটা পেয়ে জুলিয়া আনন্দে কেঁদে ফেলল। টেলিফোন নামিয়ে রেখে মনে হল তার বুঝি জ্বর আসছে। আনন্দও হচ্ছে আবার ভয়ও হচ্ছে। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি।

সে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে হেনরির দরজায় নক করল। হেনরিও বোধহয় বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে খাটের ওপর বসে পড়ে জুলিয়া হাঁফাতে হাঁফাতে বলল : ফিলিপকে পাওয়া গেছে, আমি এইমাত্র টেলি-ফোনে খবর পেলুম।

হেনরি বলল তাকেও কেউ ফোন করেছিল কিন্তু সে তখন বাথ-রুমে ছিল।

তোমাকে কে ফোন করেছিল আন্টি? জেমিনিও?

হ্যাঁ, জেমিনিও বলল মৃগী রোগীদের যে ওষুধ দেওয়া হয় সেই ওষুধের নাম পাওয়া গেল সালভাতোরের খাতায় এবং ডাক্তারেরও নাম ঠিকানা পাওয়া গেল। সেই সূত্র ধরে জেমিনিও ফিলিপকে উদ্ধার করে তার নিজের ফ্ল্যাটে এনে রেখেছে। জেমিনিও বলল আমাদের হোটেল থেকে তার ফ্ল্যাট নাকি মাত্র দশ মিনিটের পথ। ট্যাকসি করতে নিষেধ করল কারণ ইটালির ট্যাকসিওয়ালারা পাজি, অনেক ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরা হেঁটেই যাব।

তবে জেমিনিও একটা টাইম দিয়েছে, এখনও দেরি আছে, আমরা ত ততক্ষণে ডিনার খেয়ে নিতে পারি।

বেশ তাই চল। ডাইনিং হলে যাই।

আনন্দের চোটে ওরা বিশেষ কিছু খেতেই পারল না। রাস্তায় বেরিয়ে দেখল হাতে এখনও অনেক সময় আছে। তখন ওরা ট্যুরিস্টদের মতো দোকানের শো-উইণ্ডো বা বুকস্টলে বই দেখে সময় কাটাতে লাগল।

তবুও জেমিনিওর ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে এসে যখন পৌঁছল তখনও সময় হয় নি। রাস্তায় পায়চারি করে আরও কিছু সময় কাটাল।

হেনরি বলল: আমার মনে হচ্ছে আমাকে নিকলো ফোন করেছিল কারণ ইনস্পেক্টর জেমিনিওর সঙ্গে নিকলো যোগাযোগ রাখছিল। তাই যদি হয় তাহলে নিকলো আমাকে আর একবার ফোন করল না কেন আর আমিও খবরটা পেয়ে সব ভুলে গেলুম? আমার উচিত ছিল নিকলোকে একটা ফোন করা, একবার যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল। ইস ভুল হয়ে গেল।

জেমিনিও ন'টার সময় টাইম দিয়েছিল। পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে ওরা ফ্ল্যাট বাড়িতে ঢুকল। নীচে ভাড়াটেদের নাম ও ফ্ল্যাট নম্বর দেওয়া আছে। জেমিনিও ছ'তলায় থাকে।

লিফটে করে ওরা ছ'তলায় উঠল। মেহগনি কাঠের পালিশ করা দরজায় জেমিনিওর নাম লেখা রয়েছে। দরজার পাশেই কল-বেলের বোতাম টিপল হেনরি। একটু পরে ডোর-আই দিয়ে ভেতর থেকে কেউ ওদের দেখল বোধহয়।

দরজা খুলল। ভেতরে কড়া উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তারপরই পরিচিত জার্মান কণ্ঠস্বর

তোমরা ত খুব পাংচুয়াল, একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাটায় এসেছ।

কে কথা বলছে? জুলিয়া ঘাবড়ে গেল। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং ডঃ ম্যাক্স ভিডারম্যান যাকে এখানে দেখতে পাবে বলে ওরা দু'জন আশা করে নি।

একটাও কথা না বলে দু'জনেই বোকার মতো ভিডারম্যানের

মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভিডারম্যান হাসছে। বাঁকা হাসি। ভিডারম্যানের পেছন থেকে আর একজন উঁকি মারছে। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পরে দেখলেও জুলিয়া তাকে চিনতে পারল। লেনি। যে একদা ওদের বাড়িতে ছবি সাফ করত পরে গেস্টাপো দলে ভিড়েছিল। তাদের বাড়ি থেকে ছবিগুলো এই লেনি খুলে নিয়ে গিয়েছিল।

ভেতরে আসুন মাদাম, মিস্টার, ভয় কি ?

ওরা ভেতরে ঢুকল। ভিডারম্যান দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বললেন : পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না বোধহয়, একে আপনি লেনি নামে চিনতেন এখন নাম লেফটেনান্ট কনরাড ফ্রে। আপনারা বোধহয় ইনস্পেক্টর জেমিনিওকে আশা করেছিলেন কিন্তু আমি ভারি দুঃখিত আপনারা নিরাশ হলেন, যাইহক বসুন। কিছু ড্রিংক ?

বেশ বড় ঘর। মেঝেতে কার্পেট, নরম গদির সোফা সেট, অন্যান্য দামী ফার্নিচার, পর্দা, ফুল, ছবি ঘরের শোভা বাড়িয়েছে।

বসবার পর হেনরি জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবা কোথায় ?

বলছি, ইনস্পেক্টর জেমিনিও এখনও সেই ডাক্তারকে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে আপনার বাবাকে ওষুধ দিয়েছিল এবং আপনার বাবা আমার হেফাজতে, ব্যস্ত হবেন না, শীগগির দেখা হবে। নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভিডারম্যান ড্রিংক বার করবার জন্যে একটা ক্যাবিনেট খুলল। তার হাতে একটা চকচকে রিভলভার দেখা গেল।

ড্রিংক দেবার আগে কনরাড তুমি ওদের একবার চেক করে নাও।

কনরাড অর্থাৎ লেনি চেক করে পেল হেনরির পকেট থেকে একটি পেনসিল কাটা ছুরি আর জুলিয়ার হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে নেল ফাইল।

ভিডারম্যান রিভলভারটা কনরাডের হাতে দিয়ে তখন ক্যাবিনেট থেকে হুইস্কি, গেলাস, বার করে সুরা ঢেলে ফ্রিজ থেকে বরফ কুঁচি বার করে চিমটে দিয়ে ধরে গেলাসে দিয়ে বলল :

আমাদের এই লুকোচুরির ব্যাপারটার আজ সমাপ্তি তাই আসুন আমরা সেই সমাপ্তি স্মরণে একটু সুরাপান করি।

জুলিয়া বা হেনরি গেলাস স্পর্শ করল না। জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল :

সমাপ্তিটা কি ভাবে করতে চান ডক্টর ভিডারম্যান জানতে পারি কি?

নিশ্চয় জানতে পারবেন। আপনি আপনার প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হবেন। আমি জানতুম না যে আপনার মূল্যবান পেন্টিংগুলি অপেক্ষা আপনি হেয়র লাউডনকে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করতেন।

মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে ভিডারম্যান বলল : এই ফ্ল্যাটটা আমার এক বন্ধুর, ছুটো নেমপ্লেট সাময়িকভাবে বদলে আপনাদের ফাঁদে ফেলেছি মাত্র, ক্ষমা করবেন।

গেলাসে আবার চুমুক দিয়ে ভিডারম্যান বলল : মিঃ লাউডন এবং আপনার গতিবিধির সমস্ত খবর আমার জানা আছে তবে আপনি যে মিঃ লাউডনকে খোঁজবার জন্যে ইটালি এসেছেন আমি সেটা বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারলুম যখন আপনার বন্ধু হেলগা এঞ্জেলার বাড়ি এল, এঞ্জেলার কাছ থেকে সালভাতোরের নাম জেনে নিল এবং তারপরই ইনস্পেক্টর জেমিনিও সালভাতোরের দোকানে ঢুকে পয়জন বুক দেখে ডাক্তারের ঠিকানা লিখে নিল।

আপনি ফিলিপকে কি এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন? জুলিয়া জিজ্ঞাসা করল।

নিশ্চয় এবং এখনি আমরা আপনাদের ছু'জনকে তার কাছে পৌঁছে দোব।

বাঁচিয়ে রেখেছেন কেন?

আমাদের বিষয়, আমাদের মতলব, এবং লুটকরা ছবিগুলি সম্বন্ধে মিঃ লাউডন কতটা জানতে পেরেছিলেন সেইটে জানবার জন্যেই

তাকে আমরা ধরে এনেছি কিন্তু তিনি ত আবার এপিলেপটিক তাই কথা বার করতে সময় লাগছিল, অনেক কথা তিনি বলেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছি এখন সব শেষ, সামান্য একটু বাকি আছে।

বাকিটা কি? হেনরি জিজ্ঞাসা করল।

বাকিটা এমন কিছু নয়। আপনারা কিছুই টের পাবেন না অথচ আপনারা তার আগে তিনজনে মিলিত হবেন এবং বলে দিই যে আমি নৃশংসতা পছন্দ করি না।

বাবা কি এখানেই আছেন?

না, এখানে নয়, অন্য জায়গায় আছেন। কনরাড তুমি নেম-প্লেটগুলো আবার বদলে দাও, আমরা এখনি যাব, হ্যাঁ মাদাম আর একটা কথা

কি বলুন?

ছবিওয়ালা ক্রাউজের কাছে আপনারা লাঞ্জের বিষয় জানতে চেয়েছিলেন কেন?

জুলিয়া বুঝল ভিডারম্যান কেন এই প্রশ্ন করেছে। বোরম্যানের রসিদগুলির উৎস হল এই লাঞ্জে। তাই ভিডারম্যান রসিদের কথাটা জুলিয়ার মুখ দিয়েই বার করতে চায়।

জুলিয়া বলল: লাঞ্জের নাম আমরা জানতুমই না

ভিডারম্যানের হাতে রিভলভার। রিভলভারটা সে জুলিয়ার মাথার খুব কাছে ধরেছে। কনরাড ঘরে নেই। নেমপ্লেট চেঞ্জ করতে যাবার আগে রিভলভার ভিডারম্যানের হাতে দিয়ে গিয়েছিল।

মাথার এত কাছে রিভলভার দেখে জুলিয়া ভয় পেয়ে গেল। যত না নিজের জন্যে তার চেয়ে বেশি হেনরির জন্যে। তাকে যদি ভিডারম্যান মারে তাহলে কি আর হেনরিকে বাঁচিয়ে রাখবে। কথা বলতে বলতে জুলিয়া চুপ করে গেল।

কি মাদাম চুপ করলেন কেন? বলুন

রিভলভার···

ও! তাহলে বুঝতে পেরেছেন যে এটা আমি ব্যবহার করতে পারি, ঠিক আছে, একটু সরিয়ে নিলুম, এবার বলুন।

ভিডারম্যান কথাগুলো বেশ আস্তে আস্তেই বলল, কোনো উত্তেজনা নেই, যেন জিজ্ঞাসা করল আজ বেড়াতে গিয়েছিলেন ?

জুলিয়া বলল, লাঞ্জের কাছে খোঁজ করতে বলেছিল ক্রাউজ কারণ হ্যানস লাঞ্জের নাম হেনরি উল্লেখ করেছিল মাত্র, ক্রাউজ আরও বলে যে লাঞ্জের নাকি একজন বোন আছে, তার সঙ্গে পরদিন আমাদের দেখা করিয়ে দেবে কিন্তু পরদিন ··

থাক আর বলতে হবে না, আমি জানি।

এই সময় কনরাড এসে খবর দিল নেমপ্লেট বদল করা হয়ে গেছে, গাড়ি রেডি।

ঠিক আছে, মাদাম, মিঃ লাউডন উঠে পড়ুন, কনরাড হ্যাণ্ডকাফ। কিছু মনে করবেন না আপনারা। এ পুলিসের হ্যাণ্ডকাফ নয়। কব্জিতে লাগবে না।

কনরাড ওদের হাত পিছমোড়া করে হাতে হ্যাণ্ডকাফ লাগিয়ে দিল। জুলিয়া আর হেনরি কিছুই বুঝছে না। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? এরা ছাড়বে না। নিশ্চয় তিনজনকেই হত্যা করবে। ফিলিপ হয়ত এখনও বেঁচে আছে।

নতুন মার্সিডিজ গাড়ি। সামনের সিটে হেনরিকে বসতে বলল। ড্রাইভারের সিটে বসল কনরাড আর পিছনে ভিডারম্যান ও জুলিয়া।

গাড়িতে উঠে ভিডারম্যান বলল: আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন। কোনো রকম ইসারা, চিৎকার বা গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না কারণ আমি আমার নতুন গাড়িখানায় রক্ত বা কিছুর দাগ লাগাতে চাই না, আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে মিঃ ফিলিপ লাউডনের কাছে পৌঁছে যাব তবে তিনি শুয়েই আছেন, খুব দুর্বল।

মার্সিডিজ চলতে আরম্ভ করল। শহর ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় এসে

পড়ল। রাস্তায় খুব একটা ভিড় নেই। মাঝে মাঝে হুস হুস করে লরি বা ট্রাক চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে, প্রাইভেট গাড়ি বা ট্যাকসির সংখ্যা খুব কম।

একটা বড় বাড়ির পাশ কাটিয়ে গাড়ি এসে থামল সমুদ্রের ধারে। বড় বাড়িটা হেনরি ও জুলিয়ার চেনা মনে হল। মনে পড়ল। একবারই দেখেছিল। বাড়িখানা হল কাউন্টেস এঞ্জেলার ভিলা। কিন্তু ওরা ঐ বাড়িতে ঢুকল না কেন? এই বাড়িতেই ত ফিলিপকে রাখা নিরাপদ ছিল। না। বাড়িতে যে হেলগা ও মারকো আছে।

সমুদ্র এখানে শান্ত। ছোট একটা জেটির পাশে এসে ওরা থামল।

ভিডারম্যান আগে গাড়ি থেকে নামল। হেনরি ও জুলিয়াকে নামতে বলল। কনরাড ত আগেই নেমে পড়েছিল। নির্জন। ক্যাজুরিনা গাছগুলো বিরাট দৈত্যের মতো সমুদ্রতীরে পাহারা দিচ্ছে। চার দিক শুনসান।

কনরাড তুমি ওদের হ্যাণ্ডকাফ খুলে দাও।···দিয়েছ? বেশ মাদাম, হেনরি আমার সঙ্গে এস।

ওরা সেই জেটির ওপর উঠল তারপর চারজন একটা মোটর-বোটে উঠল। কনরাড মোটরবোট ছেড়ে দিল। জল কেটে মোটর-বোট বেগে ছুটে চলল।

আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করুন মাদাম তারপর আপনি আপনার লাভারকে দেখতে পাবেন।

কি হচ্ছে ডঃ ভিডারম্যান, সঙ্গে ছেলে রয়েছে না?

সরি মাদাম।

কতদূর এসেছে ওরা আন্দাজ করতে পারল না তবে পাঁচ ছ' মাইল নিশ্চয় হবে। মোটর বোট এসে থামল একটা স্টিমারের গা ঘেঁষে। একতলা স্টিমার। ওপরে ডেক, অনেক বেঞ্চি পাতা আছে।

একজন লোক এসে রেলিং-এর ধারে দাঁড়াল তারপর দড়ির একটা মই নামিয়ে দিল। মই বেয়ে সকলে ওপরে উঠল। ভিডারম্যান জুলিয়া ও হেনরিকে একটা কেবিনে নিয়ে গেল।

শীর্ণ ফিলিপ একটা বাংকে শুয়ে আছে। জুলিয়ার চোখে জল এসে গেল। ভিডারম্যান বলল, আমি আমার কথা রেখেছি মাদাম, ফিলিপের সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দিয়েছি, এবার আমি চলে যাব। আর্নস্ট আপনাদের স্টিমার চালিয়ে নিয়ে যাবে। ও যাবে অ্যানজিওর দিকে।

জুলিয়া আর হেনরি তখন ফিলিপের সঙ্গে কথা বলছে।

স্টিমারে মাত্র একজনই লোক রয়েছে। সেই পাইলট। তার নাম পল আর্নস্ট। তাকে ভিডারম্যান বলছে :

পল তোমায় আমাদের জন্যে অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে, তুমিই মিউনিকে দশ নম্বর মাইজার স্ট্রাসের বাড়িতে ওপরপড়া হয়ে ফিলিপ লাউডন আর সাংবাদিক হ্যানস ক্রুগকে ছবিগুলি দেখিয়েছিলে। এখন তোমার ভাগ্যে কি আছে জানি না।

পল নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। ভিডারম্যান বলে চলল, তুমি স্টিমারখানা সোজা চালিয়ে নিয়ে যাবে। তোমার ঘড়িতে যেই একটা বাজবে অমনি স্টিমারের মুখ ডানদিকে ঘোরাবে, কয়েক মিনিটের মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যাবে।

তারপর কেবিনের দরজার কাছে এসে ওদের উদ্দেশ করে বলল : আমি ও কনরাড এবার ফিরে যাব। পল আপনাদের ক্যাপটেন এবং ক্রু। ওকে সব বলা আছে, ও আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবে।

কোথায় ?

সেখানে পৌঁছলে চিনতে পারবেন।

কিন্তু মারকো এবং হেলগা জুরাকা কোথায় ?

ও ! তাদেরও চাই ? ঠিক আছে। পল তুমি ওদের নিয়ে এস।

হেলগা ও মারকোকে ওরা ক্লোরোফরম দিয়ে অজ্ঞান করে আগেই এই স্টিমারে একটা কেবিনে নিয়ে এসেছিল।

ভিডারম্যান, কনরাড এবং পল ওদের পাঁচজনকে ওপরের ডেকে নিয়ে গেল। একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসিয়ে ওদের পাঁচজনকেই বেঞ্চির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল।

বাঁধছ কেন? হেনরি জিজ্ঞাসা করল।

কথা বোলো না, কনরাড বলল, তোমরা সবাই মিলে যদি পলকে আক্রমণ কর? পল ঠিক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তোমাদের বাঁধন খুলে দেবে।

গুড বাই, আমরা এখন চললুম।

ভিডারম্যান আর বেশি অপেক্ষা করল না। কনরাডকে নিয়ে মোটর বোটে চড়ে চলে গেল।

ফিলিপ এতক্ষণ পরে মুখ খুলল। বলল: ওরা আমাকে ধরে আনবার পর থেকে আমি মৃগী রোগীর ভান করছিলুম। ওরা আমাকে কড়া ওষুধ খাওয়াচ্ছিল যাতে আমি সেরে উঠি কিন্তু আমার ত রোগ নেই কিন্তু কড়া ওষুধ, প্রতিক্রিয়া আছে ত, মাঝে মাঝে হাত পা ঝিমঝিম করত। দুর্বল মনে হত তবে যত না দুর্বল হতুম তার চেয়ে বেশি দুর্বলতার ভান করতুম। আমার পেট থেকে বেশি কথা ওরা বের করতে পারে নি। ওরা ত আমার বিষয় অনেক কিছু জানত। বোরম্যান রিসিট সম্বন্ধে ওরা আমাকে জেরা করত। শেষ পর্যন্ত ওদের বোধহয় বিশ্বাস হয়েছিল যে বোরম্যান রিসিট সম্বন্ধে আমি সত্যিই কিছু জানি না।

কিন্তু ফিলিপ, জুলি, আমরা যাচ্ছি কোথায়?

কোথায় আবার? সেইখানে যাচ্ছি যেখান থেকে কেউ কোনো-দিন ফিরে আসে না, আমাদের নিশ্চয় ওরা হত্যা করবে। এই স্টিমারেই হয়ত ঘাতক লুকিয়ে আছে।

আশ্চর্য! ওরা কিন্তু ভয় পায় নি।

ইতিমধ্যে মারকো কি ভাবে নিজের বাঁধন খুলে ফেলেছে। নিজে মুক্ত হয়ে সকলের বাঁধন খুলে দিল তারপর বলল দেখ আমার মনে হয় এই স্টিমারে কোথাও টাইম বম্ব লুকানো আছে। সেটা ফাটবে। স্টিমার ধ্বংস হবে, ডুববে, সেই সঙ্গে আমরাও।

কি করে বুঝলে?

ভিডারম্যান পলকে বলছিল স্টিমার সোজা নিয়ে যাবে। রাত্রি ঠিক একটার সময় হঠাৎ উত্তর দিকে মুখ ঘোরাবে আর ঐ উত্তর দিকে মুখ ঘোরাবার সঙ্গে সঙ্গে বোমাটা ফাটবে।

তাহলে চল আমরা লাইফবোট ভাসিয়ে জলে নেমে পড়ি।

লাইফবোট আছে কি?

হেনরি দেখে এসে বলল: লাইফবোট ত নেইই এমন কি একটিও লাইফ বেল্টও নেই।

জুলিয়া জিজ্ঞসা করল: কটা বাজল?

সাড়ে বারোটা।

তাহলে আর মাত্র আধ ঘণ্টা। তাহলে এস আমরা সকলে প্রার্থনা করতে থাকি। হেলগা বলল।

শোনো, শোনো, ওটা কিসের শব্দ? আকাশে?

মারকো বলল: হেলিকপ্টার

তাহলে কি ভিডারম্যান ফিরে এল নাকি? স্বচক্ষে দেখতে এল বোধহয়, কি ভাবে আমাদের স্টিমার ডুববে!

হেলিকপ্টারটা ক্রমশঃ স্টিমারের প্রায় ওপরে নেমে এল তারপর জোর সার্চলাইট জ্বেলে একটা বোঝা ডেকের ওপর ফেলে দিল। বোঝার সঙ্গে একটা হলদে কাগজ লটকানো। কাগজে বড় বড় অক্ষরে কি লেখা রয়েছে।

হেনরি ছুটে গিয়ে কাগজখানা আগে খুলে নিল। কাগজে লেখা রয়েছে:

ডেভিড হল ও ক্যাপটেন কোগলিয়াত্তি। বিপদ! আর মাত্র

পাঁচিশ মিনিট সময় আছে। স্টিমারের দিক পরিবর্তন কোরে না লাইফ বেল্ট পরে জলে নেমে পড়। আমরা তুলে নোব। বি কুইক।

মারকো এবং হেনরি তু'জনে মিলে বোঝাটা খুলে ফেলল। পল আর্নস্ট এঞ্জিনরুমে। সে কিছুই জানতে পারছে না। বোঝার ভেতর থেকে বেরলো লাইফ বেল্ট নয়, লাইফ জ্যাকেট। জল পর্যন্ত দড়ির মই নামিয়ে দিল। আগে নামল হেনরি, তারপর ফিলিপ, খুব সাবধানে, তারপর জুলিয়া ও হেলগা এবং সবশেষে মারকো। হেনরি ও মারকো তু'জনে মিলে ফিলিপের তু'পাশে। স্টীমারখানা এগিয়ে চলল। ইতিমধ্যে কি ঘটে গেছে পল তা জানে না।

ওরা পাঁচজন স্টিমার থেকে যতটা দূরে পারল সরে গেল। ওরা দেখতে পাচ্ছে স্টিমার এগিয়ে যাচ্ছে। একসময়ে স্টিমারখানা উত্তর দিকে বেঁকল এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

হেলিকপ্টার তখনও ওদের মাথার ওপর ঘুরছিল। প্রথমে ফিলিপ ও মহিলা তু'জনকে মই নামিয়ে তুলে নিল তারপর ওদের তীরে রেখে এসে হেনরি ও মারকোকে তুলে নিল।

এদিকে ম্যাক্স ভিডারম্যান এবং কনরাড অর্থাৎ লেনি তাদের মোটরবোট থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ইটালিয়ান পুলিসের হাতে গ্রেফতার হল।

ওদের সকলকে কাউণ্টেস এঞ্জেলোর ভিলাতেই তোলা হল। ভিলায় ওরা নিকলোকে দেখে অবাক। সে একজন ডাক্তার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপকে পরীক্ষা করে একটা ইঞ্জেকশান দিলেন। বললেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

ডেভিড হল বললেন মিসেস বেনেটের সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরে মনাস্টেরি রুটটা মাথায় ঢুকল। পেরুতে আমি সঙ্গে সঙ্গে লিমার পুলিস চিফ র‍্যামন টাপিয়াকে ফোন করলুম। সে আমাকে

কিছু তথ্য জানাল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দূতাবাস মারফত ইটালি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলুম। রোমের পুলিস চিফ লুজিজি গিওভানি আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন।

আরও একজন ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন, তিনি হলেন মিঃ লাউডনের সহযোগী সেনর নিকলো। তবে ইটালি পুলিস এবং আমাদের গুপ্তচর সংস্থার কর্মকুশলতা আপনাদের প্রাণ বাঁচাতে সাহায্য করেছে।

শেষকালে আফসোস করে বললেন, সবই হল শুধু পেন্টিংগুলোই উদ্ধার করা গেল না।

জুলিয়া বলল : পেন্টিং নাম আর কেউ উচ্চারণ করবেন না। ও নিয়ে আমার আর কোনো চিন্তা নেই।

কয়েক দিন পরে জুলিয়া ইংলণ্ডে ফিরল। যাবার সময় ফিলিপকে সঙ্গে নিয়ে গেল। বলল কিছুদিন বিশ্রাম করে তবে ফিরবে। ফিলিপ বলল ফিরে এসে সে আর ভিয়েনায় বাস করবে না। ভিয়েনার পাট গুটিয়ে সালজবুর্গে চলে যাবে।